উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

8 অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 20 November 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 181 JAL

বীরেনের বৈঠকে অনুপস্থিত বিধায়করা

সাতের পাতায়

বৃষ্টিতেও অনুশীলন বিরাটের

এগারোর পাতায়

পাঁচ পড়ুয়ার সাসপেনশনে স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : অবশেষে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের পাঁচ পড়ুয়ার সাসপেনশন থেকে মুক্তি। হুমকি সংস্কৃতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁদের সাসপেন্ড করেছিল। হাইকোর্ট সেই সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশ দিল মঙ্গলবার। 'থ্রেট কালচারে' অভিযুক্ত মেডিকেল পড়ুয়াদের সাসপেনশন নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ওই সাসপেনশনকে পালটা 'থ্রেট কালচার' বলেছিলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তিতে সিলমোহর পড়েছিল আরজি কর মেডিকেলের পড়ুয়াদের সাসপেনশন স্থগিতে হাইকোর্টের নির্দেশে। একই পদক্ষেপ হল উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের পাঁচ পড়ুয়ার জন্য। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশে ওই পড়ুয়াদের সাসপেনশন আপাতত কার্যকরী হবে না। বুধবার থেকে তাঁরা ক্লাসে যেতে পারবেন। পরীক্ষাও দিতে পারবেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে থ্রেট কালচার

তবে পরীক্ষা ও ক্লাস ছাড়া অন্য কোনও কাজ তাঁরা কলেজ ক্যাম্পাসে করতে পারবেন না।

আদালতে এই পড়ুয়াদের হয়ে সওয়াল করেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতে তিনি যুক্তি দেন, 'হুমকি সংস্কৃতিও এক ধরনের র‍্যাগিং। মেডিকেল কলেজে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি থাকার কথা। অথচ উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে এই কমিটি নেই। যা ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলের নিয়মের পরিপন্থী। অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি তৈরি না করে ১০ সেপ্টেম্বর বৈঠক ডেকে কলেজ কাউন্সিল ওই পড়ুয়াদের ছয় মাস সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয়।'

কল্যাণ সওয়ালে বলেন, শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে কারও পরীক্ষায় বসা আটকানো যায় না। এতে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের আইনজীবী সুমন সেনগুপ্ত পালটা যুক্তি দেন, 'প্রথমেই পদক্ষেপ করা হয়নি। তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তারপর অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

কিন্তু এই যুক্তিতে কান দেননি বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। পাঁচ সপ্তাহ পরে মামলাটির পরবর্তী শুনানি ধার্য করে উভয়পক্ষকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। তাঁর নির্দেশ নিয়ে মিশ্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার মতে, 'ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করছে রাজ্য সরকার। কারও হিম্মত নেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার। আদালতের নির্দেশে সপাটে চড় খেল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও রাজ্য সরকার।'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আদালতের নির্দেশ অবশ্যই মেনে নিতে হবে। তবে মেডিকেল কলেজগুলিতে হুমকি সংস্কৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।' তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের অবশ্য বক্তব্য, 'অভিযোগ উঠলেই তদন্ত কমিটি গঠন করে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। আদালতের নির্দেশ তারই প্রমাণ।'

নিয়োগের টোপে টাকা আদায়

মালে ফের দুর্নীতির জাল

মালবাজার, ১৯ নভেম্বর : দুর্নীতিতে আবারও মাল পুরসভার নাম জড়াল।

পুরসভায় স্থায়ী চাকরি দেওয়ার টোপ দিয়ে এই পুরসভার দুই অস্থায়ী কর্মী মেটেলির এক তরুণীর কাছ থেকে ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হিসেবে পরিচিত এক ব্যক্তিও রয়েছেন। ওই তরুণীকে একটি ভুয়ো নিয়োগপত্রও দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য তাঁর চাকরি হয়নি। আর এক্ষেত্রেও পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহার নাম এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়েছে। তরুণীর অভিযোগ, টাকা দিয়েও চাকরি না হওয়ায় তিনি বহুবার চেয়ারম্যানের দ্বারস্থ হন। কিন্তু চেয়ারম্যান বারবারই সেই বিষয়টি এড়িয়ে যান। এনিয়ে একটি ভিডিও ও মোবাইল ফোনে কথোপকথন ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে অবশ্য ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা হয়নি। অভিযুক্তদের মধ্যে দুজন টাকা নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলে তাঁরা আশ্বাসও দিয়েছেন। তবে পত্রিকার তরফে এ নিয়ে খোঁজখবর শুরুর পরই খবর চাপতে একটি মহল তৎপর হয়ে উঠেছে। স্বপনের বক্তব্য, 'পুরকর্মীরা অফিসের বাইরে কোনও দুর্নীতি করলে তার দায়িত্ব চেয়ারম্যানের নয়। আমার নাম ভাঙিয়ে ও সই জাল করে বহু অনৈতিক কাজই চলছে।'

এবছরের মে মাসে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের এক প্রাক্তন কর্মীর মাধ্যমে রাকেশ শা নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে ওই তরুণীর পরিচয় হয়। রাকেশ এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হিসেবে পরিচিত। মালে দলের কার্যালয়ে তাঁর যাতায়াত রয়েছে। ওই হাসপাতালে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাকেশ ওই তরুণীর কাছ থেকে মোটা টাকা নেন বলে অভিযোগ। রাকেশ পরে তাঁর দুই বন্ধু আরমান শেখ ও আজাদ আলির সঙ্গে ওই তরুণীর পরিচয় করান। স্বপন ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার থাকাকালীন এই দুজন ওয়ার্ড সুপারভাইজার পদে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে তাঁদের পুরসভায় নিয়োগ করা হয়। ওই পরিচয়পর্বের পর রাকেশ ওই তরুণীকে পুরসভায় চাকরির আশ্বাস দেন। বদলে আরও টাকা দাবি করা হয়। মোবাইল অ্যাপ ও নগদে তরুণীর পরিবার ওই টাকা মেটায়। এমনকি টাকা দেওয়া নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আইনি নথিপত্রে বোঝাপড়াও হয়। এই সমস্ত প্রমাণই উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে আছে। ২৮ মে ওই তরুণীকে একটি নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। ১০ জুন মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে কাজে যোগ দেওয়ার কথা বলা হয়। পরে ওই নিয়োগপত্র বাতিল করে আরমান মালবাজার পুরসভার লেটারহেডে ৭ জুন ওই তরুণীকে একটি নিয়োগপত্র দেন। ছ'দিন প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর ওই তরুণীকে মাল পুরসভায় স্থায়ী চাকরি দেওয়া হবে বলে তাতে লেখা ছিল। পুর চেয়ারম্যানের সই জাল করে ওই লেটারহেড তৈরির অভিযোগ রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

শাসকদলের পার্টি অফিসে অভিযুক্ত আরমান শেখ।

শহরে বিকল্প পার্কিং জোন খুঁজতে সমীক্ষা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : যানজটে জলপাইগুড়ি শহরবাসীর এখন হাঁসফাঁস অবস্থা। দিনেরবেলা তো বটেই, সন্ধে নামতেই শহরের কদমতলা মোড় ও কামারপাড়া, দিনবাজারের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকা অবৈধ পার্কিং, টোটোর দাঁড়িয়ে থাকার কারণে যানজটে স্তব্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে বুধবার থেকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির যানজট সমস্যা মেটাতে ব্যবসায়ী, পুরসভা ও পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বিকল্প পার্কিং জোনের খোঁজে সমীক্ষা শুরু হচ্ছে মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে। জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'নাগরিক সমাজের থেকে কদমতলা, কামারপাড়া, দিনবাজারের নিত্যদিনের যানজট বন্ধ করার আবেদন এসেছে। পুলিশ ও ব্যবসায়ী, পুরসভাকে নিয়েই পার্কিং জোন করার জায়গা চিহ্নিত করতে সমীক্ষা করা হবে।'

প্রশাসনের উদ্যোগ

- সন্ধে নামতেই কদমতলা মোড় ও কামারপাড়া, দিনবাজারের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অবৈধ পার্কিংয়ের কারণে যানজট
- পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বিকল্প পার্কিং জোনের খোঁজে সমীক্ষা শুরু হচ্ছে মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে
- সমীক্ষার আগেই অবশ্য মহকুমা প্রশাসন থেকে ব্যবসায়ী সংগঠনকে সতর্ক করা হয়েছে
- কামারপাড়ার একটি শপিং মলের ফাঁকা জায়গাতেও পার্কিং জোন করার চিন্তাভাবনা করছে প্রশাসন

গত কয়েক বছরে কদমতলা এলাকায় তৈরি হয়েছে একাধিক শপিং মল। দিনেরবেলায় যেমন টোটোর দাপট থাকে, সন্ধে হলে রাস্তার দু'ধারে মোটরবাইকের বেআইনি স্ট্যান্ড তৈরি হয়। ফুটপাথও হকার থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যায়। ওই এলাকায় পথচারীরা হাঁটাচলা করতে পারেন না।

বুধবার পার্কিং জোনের সমীক্ষার আগেই অবশ্য মহকুমা প্রশাসন থেকে ব্যবসায়ী সংগঠনকে সতর্ক করা হয়েছে। কদমতলা, ডিবিসি রোড, মার্চেন্ট রোড, দিনবাজার এলাকায় ফুটপাথের উপর দোকানের কোনও সামগ্রী রাখা চলবে না। এমনকি কদমতলা ও কামারপাড়ার শপিং মলের কাছে নিত্যদিনের যানজট বন্ধ করতে বিকল্প পার্কিং জোনের কিছু জায়গার প্রস্তাব নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে মহকুমা প্রশাসন ও পুলিশ। কদমতলায় বিকল্প পার্কিং জোন হিসেবে মাদ্রাসা ময়দান, শপিং মলগুলির ফাঁকা জমিগুলিকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে প্রশাসন। কামারপাড়ার একটি শপিং মলের ফাঁকা জায়গাতেও পার্কিং জোন করার চিন্তাভাবনা করছে প্রশাসন।

এরপর দশের পাতায়

তিরুপতিতে আর অহিন্দু কর্মীদের ঠাঁই নেই

অমরাবতী, ১৯ নভেম্বর : দীর্ঘদিন কাজ করার পর অপাংক্তেয় হয়ে গেলেন তিরুমালা তিরুপতি মন্দিরের অহিন্দু কর্মচারীরা। তাঁদের স্বেচ্ছাবসরে বা অন্য কোনও সরকারি দপ্তরে বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। এই সিদ্ধান্তের আওতায় পড়বেন স্থায়ী, অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় ৩০০ কর্মচারী। মন্দিরটিতে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ৭ হাজার। অস্থায়ী কর্মচারী আছেন প্রায় ১৪ হাজার। সব কর্মচারীর বেতন হয় ভক্তদের দানের টাকায়।

শুধু অহিন্দু কর্মীদের অপসারণই নয়, মন্দিরের সামনে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীর ব্যবসা করাতেও নিষেধাজ্ঞা জারি হল। মন্দিরটি পরিচালনার জন্য একটি অছি পরিষদ আছে। যার নাম তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম (টিটিডি)। ওই পরিষদের সভাপতি বিআর নাইডু জানিয়েছেন, হিন্দু ভক্তদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে অহিন্দু কর্মচারীদের তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। তাঁর কথায়, ''ট্রাস্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুধু হিন্দুরাই মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে ব্যবসা করতে পারবেন। ওয়াইএসআর কংগ্রেস সরকারের আমলে আমাদের এলাকায় বেআইনিভাবে 'মুমতাজ' নামে একটি হোটেলকে জমি দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুমতি আমরা বাতিল করেছি।''

মন্দির কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট না করলেও বিজেপির কথায় এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। দলের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সভাপতি ডাগ্গুবাটি পুরন্দেশ্বরী তিরুমালা বলেন, 'এটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিজেপি সবসময় বিশ্বাস করে, হিন্দু ধর্মের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধা বা বোঝাপড়া নেই, মন্দিরে তাঁদের দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষান রেড্ডির বক্তব্য, 'এতে হিন্দু মন্দিরের গৌরব বাড়বে।' বিজেপির রাজ্য সভাপতির দাবি, কয়েক মাস আগেই মন্দিরে অহিন্দুদের নিয়োগ না করার দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিল তাঁর দল।

মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনের সময়ও দু'তিন ঘণ্টা কমানো হতে পারে বলে জানিয়েছেন টিডিডি'র সভাপতি। তিনি জানান, মন্দিরের পরিবেশ রক্ষা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় সুশৃঙ্খলা আনতে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে কমিটি গঠন করা হয়েছে। মন্দিরের অহিন্দু কর্মচারীদের সরানোর প্রশ্ন ওঠে প্রসাদ হিসাবে বিক্রি হওয়া লাড্ডুতে পশুর চর্বি মেশানো ঘি ব্যবহারকে কেন্দ্র করে।

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর অভিযোগ, ওয়াইএসআর কংগ্রেস সরকারের সময় থেকে এই অনাচার চলছে। তিরুপতি মন্দির কমিটির সভাপতি জানিয়েছেন, প্রসাদের লাড্ডু তৈরিতে এখন শুধুমাত্র বিশুদ্ধ ঘি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রসাদের গুণমান ও পবিত্রতা রক্ষাকেও নজরে রাখা হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে অহিন্দু কর্মীদের সরানোর সম্পর্ক কী, তা অবশ্য স্পষ্ট করেনি মন্দির কর্তৃপক্ষ।

তিস্তার চরে আলু চাষের জমি তৈরি শুরু করেছেন কৃষকরা। জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

একনজরে

নেতাদের মুখে লাগাম

তাঁর হাতে থাকা স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে দলের মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়করা কট্টর সমালোচনা করছেন। বিষয়টি নিয়ে তিতিবিরক্ত ও ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দলীয় সূত্রে খবর, অবিলম্বে এই নেতাদের মুখ বন্ধ করতে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা নিতে দলের রাজ্য নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। দরকারে রাজ্য স্তরে দলের বর্ধিত বৈঠক ডাকতেও বলেছেন তিনি। দলের ক্ষতি হয় এমন মন্তব্য করলে তাঁদের সেন্সর করার ভাবনাচিন্তাও রয়েছে। শোকজ করা হবে ওই নেতাদের।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

মন্দারমণিতে হোটেল ভাঙায় নিষেধ

মন্দারমণির ১৪০টি হোটেল ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যে ৩০টি হোটেল চিহ্নিত করাও হয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্রুত জেলা প্রশাসনকে এই নির্দেশ প্রত্যাহার করতে বলেছেন তিনি। মুখ্যসচিবের সঙ্গে আলোচনা না করে কেন জেলা প্রশাসন এত বড় সিদ্ধান্ত নিল, তাও তিনি জানতে চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে মন্দারমণির হোটেল ব্যবসায়ীরা খুশি।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

ভয় দেখিয়ে টাকা লুঠ

শুভ দত্ত

বানারহাট, ১৯ নভেম্বর : বাড়ি থেকে ঢিল ছুড়লে গিয়ে লাগবে বানারহাট থানার ভবনের গায়ে। থানার কাছাকাছি বাড়ি হওয়ায়, কোনওদিনও নিরাপত্তার অভাব বোধ করেননি নয়ন দত্ত বা তাঁর পরিবার। অথচ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সেই নয়নদের বাড়িতেই লুটপাটের ঘটনা ঘটল। তবে নয়নদের কোনও ক্ষতি হয়নি। তাঁর বাড়ির একতলার ভাড়াটের ঘরে চড়াও হয়েছিল দুষ্কৃতী।

ঘটনাস্থল বানারহাটের শান্তিপাড়া। সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা। হঠাৎই ওই বাড়িতে ঢুকে পড়ে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। হেলমেটে ঢাকা ছিল মুখচোখ। ভয় দেখিয়ে বাড়ির মালিকের কাছ থেকে নগদ প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। বানারহাট থানার সীমানা লাগোয়া এলাকায় এমন ঘটনা ঘটায় এলাকার বাসিন্দাদের সুরক্ষা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

এদিকে, বানারহাট থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, নয়ন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা হওয়ার পাশাপাশি ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যও বটে। তাঁর বাড়ির তলায় গত প্রায় তিন বছর ধরে ভাড়া রয়েছেন সমীর সরকার। সমীর

থানার কাছেই দুষ্কৃতী হানা

ব্যবসায়ী। সপরিবার থাকেন সেই বাড়িতে। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজেই তাঁর বাড়িতে নগদ টাকাও রাখতে হয়। এমন ঘটনা যে কোনওদিন ঘটতে পারে, সেকথা কখনও ভাবতেই পারেননি সমীর বা নয়ন। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, তখনও তাঁর হতভম্ব ভাব কাটেনি।

কী ঘটেছিল? সমীর বললেন, 'সন্ধ্যাবেলায় ঘরে বসেই কাজ করছিলাম। বাইরের দরজা খোলা ছিল। সেই সময় মাথায় হেলমেট পরা এক ব্যক্তি ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে। কিছু বোঝার আগেই জোর করে আমার গলা ধরে মাথা টেবিলে ঠেকিয়ে দেয়। তারপর দুটি ড্রয়ার খুলে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।' ঘটনার পরে বানারহাট থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন সমীর।

এই ঘটনা নিয়ে বাড়ির মালিক নয়ন যতখানি উদ্বিগ্ন, ততখানিই বিরক্ত। বললেন, 'থানার পাশেই এমন ঘটনা সত্যি বেমানান। ঘটনার জড়িতদের শনাক্ত করে প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক, এটাই চাই।'

ঘটনার কথা জানাজানি হতেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রতিবেশীরাও। নিরাপত্তা বাড়াতে এলাকায় পুলিশের নিয়মিত টহল ও নজরদারির দাবিও তুলেছেন। থানা লাগোয়া এলাকায় যদি দুষ্কৃতী এসে অবাধে লুট করে পালিয়ে যায়, তাহলে নিরাপত্তা আর রইল কোথায়, প্রশ্ন তাঁদের।

বহিরাগতদের গ্রাসে উত্তরের হোমস্টে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : লেপচাখা, রামধুরায় তিন বছর আগেও যাঁরা ভবিষ্যতের জন্য হোমস্টে 'লিজ' নিয়েছিলেন, এখন তাঁরা তা ছেড়ে দিতে চাইছেন। জয়ন্তীর হাল দেখেই তাঁরা নিজেদের আগামী বুঝতে পারছেন। ফলে ডুয়ার্সে হোমস্টের পটপরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু পাহাড়ি পাকদণ্ডিতে, গ্রামের পর গ্রামে ছবিটা এখন অন্য। চারিদিকে শুধুই হোমস্টে। যা গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে, যেমনটা চেয়েছিল সরকার। কিন্তু দিনবদলে মালিকানার পরিবর্তন ঘটেছে। বাইরের 'থাবায়' এখন লিজে চলছে একাধিক হোমস্টে, এমনই অভিযোগ শোনা যায় পর্যটন মহলে কান পেতে। ফলে পাহাড়ের রোজগারে ভাগ বসাচ্ছেন বহিরাগতরা।

গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে এবং মূলত মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতেই হোমস্টে নীতি নিয়েছিল রাজ্য সরকার। যার অন্যতম শর্ত ছিল, নিজের বাড়ি-ঘর থাকতে হবে এবং পর্যটকদের আপ্যায়ন করতে হবে নিজেকেই। এমন শর্তেই পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার পাশাপাশি পরিকাঠামো গড়ে তুলতে নথিভুক্ত হোমস্টে প্রতি দেড় লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। সরকারি সাহায্যে তাকদা, বিজনবাড়ি, তিনচুলে, সিটং, লাভা, আলগারা, ঝালং সহ একাধিক জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়ায় হোমস্টে। পর্যটনের গন্তব্য বদলাচ্ছে, বুঝতে পেরে গ্রামীণ পর্যটনে জোর দেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কোভিড এবং পরবর্তী সময়ে পর্যটকরা বেছে নেন 'অফবিট' জায়গাগুলিকে। শহরের ব্যবসা মার খেলেও চাঙ্গা হয়ে ওঠে গ্রামীণ পর্যটন। এতেই হোমস্টে-তে নজর পড়ে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের। শুরু হয় নতুন বিনিয়োগ। পালটে যেতে শুরু করে হোমস্টের আদর্শ।

পর্যটন দপ্তরের তথ্য বলছে, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি হোমস্টে রয়েছে কালিম্পংয়ে। প্রায় ১,১৩০টি। দার্জিলিংয়ে সংখ্যাটা ৪২৫।

এরপর দশের পাতায়

গ্রামীণ পর্যটনকে চাঙ্গা করতে হোমস্টে নীতি নিয়েছিল সরকার। বেঁধে দেওয়া হয়েছিল নিয়মকানুন। আর সেই নিয়মের ফাঁক গলেই এখন পাহাড়-ডুয়ার্সের হোমস্টের দখল নিচ্ছেন পুঁজিপতিরা। নিয়ম ভেঙে লিজে মার খাচ্ছে রাজস্বও। পর্যটনের ফাঁদে নজর ফেলল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ প্রথম কিস্তি।

চারকোলের একটি বিলাসবহুল হোমস্টে।

সম্প্রীতির বিয়ে উদযাপনে রাত জাগল ধুমসিগাড়া

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর চেষ্টা যতই হোক, গাঁ-গঞ্জের সাধারণ মানুষের মনের গভীরে এখনও যে সম্প্রীতির বাঁধন অটুট তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুমসিগাড়ার সাধারণ নাগরিক সমাজ।

ধর্ম, জাতপাত, উচ্চ-নীচ সমস্ত ভেদাভেদকে তুচ্ছ করে হতদরিদ্র এক অভাগিনী মুসলিম মেয়ের বিয়ের সমস্ত আয়োজন করতে জান লড়িয়ে দিলেন গ্রামবাসীরা।

মূলত গ্রামের হিন্দু সমাজের নবীন থাপা, হরিশংকর, প্রতাপ থাপা, কান্তা বিশ্বকর্মা, সতুল রায় প্রমুখ এই মহৎ কাজে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করলেও সবকিছু দেখে পরে এগিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন মুসলিম সমাজের আনোয়ার, মমতাজরা।

বাবার মৃত্যুর পর আশিকা খাতুন ওরফে আসমা তাঁর দিনমজুর ঠাকুরদা মহম্মদ খলিলের পরিবারে বড় হয়েছেন। আশিকা ছাড়াও তাঁর মা, বোন এবং বিশেষভাবে সক্ষম এক ভাই রয়েছে। দিনমজুরি করে পরিবারের এতগুলো পেট চালানোর পর আশিকার বিয়ের বাড়তি খরচ জোগাড় করা সাধ্যের বাইরে ছিল মহম্মদ খলিলের। এদিকে পাশের গ্রাম বাবুজোতের পাত্র আমজাদ আলির সঙ্গে নাতনির ভালোবাসার সম্পর্কের পরিণতি কী হবে তা নিয়ে যখন ঘোর দুশ্চিন্তায় ঠাকুরদা, তখন কোনওভাবে বিষয়টি পাঁচকান হয়ে যায় গ্রামে। ঘটনাটি জানতে পেরেই আলোচনা করে বিয়ের সমস্ত আয়োজন করতে নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেন নবীন, প্রতাপ, হরিশংকর, কান্তা, সতুল সহ গোটা গ্রাম। চলে জোরদার প্রস্তুতি। কেউ মাংসের খরচ জুগিয়েছেন, কেউ মাছের, কেউ আবার কনের প্রসাধনী, জরুরি অলংকার, বিয়ের শাড়ি, এমনকি বিয়ের মণ্ডপের সাজসজ্জা থেকে শুরু করে যাবতীয় খরচ। এভাবেই সোমবার রাতে আশিকা এবং আমজাদ দুজনে একে অপরকে 'কবুল' করতেই গোটা গ্রাম যেন আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছিল।

মূল উদ্যোগী নবীন থাপা ও হরিশংকর বলেন, বিয়ে উপলক্ষ্যে প্রায় ৪০০ জনের খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। হোক না সে মুসলিম পরিবারের মেয়ে, তাতে কী এসে যায়। ও তো আমাদের এই ছোট্ট গ্রামেরই মেয়ে। আমরা সকলেই আশিকাকে নিজেদের পরিবারের মেয়ে বলে মনে করে যে যার সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। নবদম্পতির প্রতি আমরা প্রত্যেকেই প্রাণভরা আশীর্বাদ জানিয়েছি।

সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার এমন অসাধারণ দৃষ্টান্ত নিজের চোখে দেখার পর চোখে জল আশিকার দিনমজুর ঠাকুরদা মহম্মদ খলিলের।

বিয়ের দিন বধূবেশে পরিজনদের সঙ্গে আশিকা। -সংবাদচিত্র

বেড়াতে এসেও সচেতনতার চেষ্টা

নাগরাকাটা, ১৯ নভেম্বর : ওঁদের কেউ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক। কেউ বা আবার এখনও কর্মরত। সকলে মিলে ছুটি কাটাতে বেড়াতে এসেছেন ডুয়ার্সে। কিন্তু ওঁদের নেশা সমাজসেবার। বিশেষ করে থ্যালাসিমিয়া নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো। তাই ভ্রমণের ফাঁকেও নানা স্থানে এই রোগের ওপর সচেতনতামূলক বার্তা দিচ্ছেন ব্যারাকপুরের পাঁচ বন্ধু।

মঙ্গলবার স্বপনকুমার বিশ্বাস, অপূর্বকুমার বিশ্বাস, শ্যামলকুমার বিশ্বাস, নীতীশচন্দ্র রায় ও দুলালচন্দ্র দাস নামে ওই পাঁচ বন্ধু মিলে থ্যালাসিমিয়ার ওপর শিবির করে গেলেন নাগরাকাটা বস্তি ও মালবাজারের আদর্শ বিদ্যাভবন স্কুলে। থ্যালাসিমিয়া সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার ব্যারাকপুর শাখার পক্ষ থেকে এদিন তাঁরা এই কর্মসূচিতে শামিল হন। বন দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত এডিএফও অপূর্ব বলেন, 'থ্যালাসিমিয়া রোগটি নিয়ে এখনও বহু মানুষের সচেতনতার অভাব রয়েছে। বিয়ের আগে পাত্র ও পাত্রীর ঠিকুজি কুষ্ঠি দেখার আগে দুজনের রক্ত পরীক্ষাই যে সব থেকে বেশি প্রয়োজন এই ধারণা অনেকের কাছেই নেই।' কীভাবে এই রোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব সেটাই যতটা সম্ভব তাঁরা সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন বলে জানান।

এদিন নাগরাকাটা বস্তিতে আয়োজিত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বন দপ্তরের স্থানীয় বিট অফিসার ইমরান হুসেন, সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সুধামা ওরাওঁ, এলাকার যৌথ বন পরিচালন সমিতির সভাপতি শেখ সাহিদ, স্থানীয় সমাজসেবী বলিরাম ওরাওঁ, চম্পালাল মিঞ্জ প্রমুখ। মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের শিবিরে সেখানকার পড়ুয়ারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টিআইসি উৎপল পাল।

কৌলীন্য হারাচ্ছে 'অরেঞ্জ ভ্যালি'

সানি সরকার

সিটং, ১৯ নভেম্বর : মংপুর পর যোগীঘাট হয়ে রাস্তাটা নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। শীতের সময়ে সেই পাকদণ্ডি পথে ১০ বছর আগেও রাস্তার দু'ধারে শুধু কমলা আর কমলা দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে সেই চেনা ছবি অনেকটা বদলে গিয়েছে। সময়ের চাকা যত গড়িয়েছে, ততই সিটংয়ের গাছগুলো থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে কমলালেবু। এই কমলালেবুর টানেই প্রতিবছর পর্যটকরা শীতে ভিড় জমাতেন সিটংয়ে। কিন্তু বর্তমানে 'অরেঞ্জ ভ্যালি' সিটং তার কৌলীন্য হারাতে বসেছে। এতে ভবিষ্যতে রুটিরুজি নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে পাহাড়ি জনপদটিতে।

দরজায় কড়া নাড়ছে শীত। আর ঠিক এই সময়ে কমলালেবুর টানে পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁরা কি 'অরেঞ্জ ভ্যালি' খুঁজে পাচ্ছেন? ডায়েরিগাঁও, সবজেতে এখনও বহু বাগান রয়েছে। সেখানে রয়েছে সারি সারি গাছও। কিন্তু গাছভর্তি ফলের দেখা নেই। এই দৃশ্যে রীতিমতো হতাশ পর্যটকরা।

'গাছ থেকে পাকা কমলালেবু পাড়ার জন্যই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু কমলা তো মগডালে। নীচে হয় না?' হতাশার সঙ্গে কথাগুলি বলছিলেন যাদবপুরের বাসিন্দা বিপাশা পানিগ্রাহী। কমলার টানেই তাঁরা নয়জন সিটংয়ে বেড়াতে এসেছেন। বিপাশার সঙ্গে এসেছেন সুদীপ্তা। তিনিও এই দৃশ্যে হতাশ। তাঁদের মতো অনেকেই কমলালেবুর টানে সিটংয়ে এসে হতাশা বুকে নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

পর্যটকদের এই হতাশাই ভয়ের কারণ হয় দাঁড়াচ্ছে এখানকার হোমস্টের কর্ণধারদের। সরকারি উদ্যোগে পরিস্থিতির পরিবর্তন না ঘটলে ভবিষ্যতে যে সমূহ বিপদ, তা বেশ বুঝতে পারছেন রূপেন্দ্র মঙ্গর। একসময় নিজে হাতেই কমলা চাষ করতেন রূপেন্দ্র। তাঁর বাগানে প্রতি শীতে বহু পর্যটকের পা পড়ত। যা দেখে বাগানের পাশে তিন বছর আগে তৈরি করেন হোমস্টে। রূপেন্দ্র বলছেন, 'অফবিট ডেস্টিনেশনের জন্য পুজোর সময় অনেক পর্যটক এখানে আসেন। কিন্তু এখানে বেশি ভিড় হয় শীতে। মূলত কমলালেবুর জন্য। কিন্তু যেভাবে দিনের পর দিন ফলন কমছে, তাতে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা হয়।'

সিটংয়ে কমলালেবুর বাগান

ফলন কেন কমছে

- ২০১৬ সালে প্রবল শিলাবৃষ্টির জেরে গাছের গোড়ায় শিল জমে যাওয়া
- পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ভাইরাসের প্রকোপ

কমলা চাষের জন্য একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন প্রভাকর রাই। এখনও তাঁর মন চাষেই। তিনি বলছিলেন, 'কমলালেবুর ওপর ভরসা রেখেই পর্যটনে প্রচুর বিনিয়োগ হয়েছে। যেভাবে ফলন কমছে, তাতে ভবিষ্যতে পর্যটন ব্যবসা মার খাবে।'

একই আশঙ্কা সিটং ইকো ট্রাভেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সন্ধ্যা আচার্য লেপচার। তিনি বলেন, 'যাঁরা বেড়াতে এসে সেভাবে কমলা দেখতে পাচ্ছেন না, তাঁরা তো ফিরে গিয়ে সেকথা পরিচিতদের বলবেন। তাছাড়া এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ। ফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।'

ফলন কমে যাওয়ার কারণ কী? ২০১৬ সালে প্রবল শিলাবৃষ্টির জেরে গাছের গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে শিল জমে যাওয়া একটা কারণ হিসেবে উঠে আসছে। পাশাপাশি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ভাইরাসের প্রকোপে কমলার কৌলীন্য ধরে রাখা যাচ্ছে না, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আগে শুধু গাছেই নয়, রাস্তায় পড়ে থাকত কমলালেবু। সিটংয়ের সেই চেনা পথের ছবিটা কি আর ফিরবে? সিটংবাসীর মনে এই প্রশ্ন এখন শুধুই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

আমূলের সঙ্গে বাজাজ

নিউজ ব্যুরো

১৯ নভেম্বর : মঙ্গলবার পুনেতে অনুষ্ঠিত হল এবছরের আমূল ক্লিন ফুয়েল র‌্যালি। এই র‌্যালিতে আমূলের সঙ্গে এবার অংশীদারিত্ব করল বাজাজ অটো লিমিটেড। দেশের বৃহৎ দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির এই র‌্যালি বিভিন্ন নগরগুলিকে ক্লিন ফুয়েল মিশনে জোটবদ্ধ করতে নেমেছে।

জাতির উন্নতিস্বার্থে দুই আইকনিক ব্র্যান্ডের তরফে নেওয়া এই উদ্যোগ দেশের জ্বালানি রক্ষার পাশাপাশি সাসটেইনেবিলিটিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। বাজাজ ফ্রিডম ১২৫ (একটি সিএনজিচালিত বাইক) র‌্যালিটি চালনা করে।

বাজাজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজীব বাজাজ এবং গুজরাট কোঅপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশনের (আমূল) ম্যানেজিং ডিরেক্টর জায়েন মেহেতা পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানটির সূচনা করেন। আকুরডির বাজাজ অটো ক্যাম্পাস থেকে র‌্যালিটি শুরু হয়। জায়েন বলেন, বাজাজ আমাদের অংশীদার হওয়ায় আমরা খুবই আপ্লুত।

আজ টিভিতে

গুড মর্নিং আকাশে গান শোনাবেন সুদীপ্ত গায়েন। সকাল ৭ আকাশ আট

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ একাই একশো, দুপুর ২.৩০ সত্য মিথ্যা, বিকেল ৫.৩০ শিমুল পারুল, রাত ৮.০৫ মাটির মানুষ, ১০.৫৫ হত্যাপুরী ফেলুদা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সকাল সন্ধ্যা, বিকেল ৫.০০ লাভেরিয়া, রাত ৮.০৫ শুধু একবার বলো, ১১.১৫ হামি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বিধাতার খেলা, দুপুর ১.০০ মানিক, বিকেল ৪.০০ সবুজ সাথী, সন্ধ্যা ৭.০০ খোকা ৪২০, রাত ১০.০০ দেবতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্নেহের প্রতিদান

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ফড়িং

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কামব্যাক

কৃশ ৩ সন্ধ্যা ৭.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

সবুজ সাথী বিকেল ৪ কালার্স বাংলা সিনেমা

খিলাড়িয়োঁ কা খিলাড়ি
বিকেল ৫.১৮ জি বলিউড

ফড়িং
দুপুর ২.৩০
ডিডি বাংলা

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/১৮_২০২৪/কে/৯৪৮, তারিখঃ ১৪-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ১৮_২০২৪, কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে "গ্রিড সংযুক্ত" ... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইঙ্গিতমূলক বিজ্ঞপ্তি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ২০২৪-২৫ বছরের জন্য বিভিন্ন বেতন স্তরে স্পোর্টস কোটার জন্য নিয়োগ (খোলা বিজ্ঞাপন)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৪-২৫ বছরের জন্য যোগ্য ক্রীড়াবিদ যারা ভারতের নাগরিক, তাদের কাছ থেকে তীরন্দাজি, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, বক্সিং, ক্রিকেট, সাইক্লিং, ফুটবল, গলফ, লন টেনিস, টেবিল টেনিস, ভলিবল ও ভারোত্তোলন -এর ক্রীড়া শাখাগুলির ৫৬টি পদ পূরণের জন্য [লেভেল-৪/৫ গ্রুপ- সি = ০৫ পোস্ট, লেভেল-২/৩ গ্রুপ-সি = ১৬ পোস্ট এবং লেভেল-১ (পূর্ববর্তী গ্রুপ-ডি) = ৩৫ পোস্ট] অনলাইনে আবেদনপত্রের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আবেদন খোলার তারিখ : ২০/১১/২০২৪
আবেদন বন্ধের তারিখ : ১০/১২/২০২৪

আবেদনকারী ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন : www.nfr.indianrailways.gov.in → স্পোর্টস কোটা রিক্রুটমেন্ট ২০২৪-২৫ → প্রার্থীরা সরাসরি ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইন আবেদন জমা দিতে পারেন:- https://www.nfr-recruitment.in.

সিনিয়র পার্সোনেল অফিসার (এইচকিউ এন্ড আরইসিটিটি.), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

... (MLD-146/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL, NAGRAKATA
Affiliated to WBBSE WBCHSE (English Medium), Under TDD, Govt. of West Bengal
(Fully subsidized for Scheduled Tribe Students only)

All are hereby notified that the distribution of admission forms for Class VI and VII for the academic session 2025-26 will commence on 21st November 2024 to 7th December, 2024.

- Students' selection will be done through a lottery.
- Only 70 (Boys - 30, PVTG* Boys – 05, Girls 30, PVTG* Girls–05) seats for Class VI
- If adequate PVTG students are not found, the reserved seats will be distributed among other ST students during the lottery.
- Preference will be given to the tribal students of Jalpaiguri & Alipurduar.
- Age should be 11 years and above but less than 12 years for Class VI as on 01/01/2025.
- A Scheduled Tribe Certificate, Reading Certificate with Bangla Siksha Portal ID from current school and a Registered Birth Certificate will be required at the time of form collection.
- Forms are available during school hours (Monday to Friday from 11.00 am to 3.30 pm and on Saturday from 11.30 am to 12.20 pm) on all working days except holidays.
- Last Date of Collection and Submission of form will be 30th November, 2024.

Sd/-
Teacher-in-Charge,
EMRS, Nagrakata

* Particularly Vulnerable Tribe Group

গ্রিড সংযোজিত রুফ টপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-০৯-২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৪-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সরবরাহ, নির্মাণ, সম্পাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ

... আলিপুরদুয়ার জং., এনএফআইএম/সিওএন/নিউ কোচবিহার, সিনিয়র এসই/সিওএন/ইলেক্ট/আলিপুরদুয়ার জং., পি-ওয়ে/সিওএন/আলিপুরদুয়ার জং., এসএসই/ এসএন্ডটি/সিওএন/নিউ কোচবিহার -এ অফিস কমপ্লেক্স সহ আলিপুরদুয়ার জং, নিউ কোচবিহারে ও আরএইচ কমপ্লেক্সে ক্যামেলাকৃত কার্যকলাপের জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি/এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমের সরবরাহ, নির্মাণ, সম্পাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্য: ৭০,৯৬,৫৩৭.১০ টাকা; বায়না মূল্য: ১,৪১,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ০৯-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডেপুটি সিই/সিওএন, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont: M- 9647610774. (C/113429)

ঘোষপুকুরে ফোম/স্পঞ্জ ফ্যাক্টরিতে কাজের ১৫ জন হেল্পার চাই। বেতন - ২৬ দিনে (রবিবার ছুটি) 12,000 (PF, ESI), থাকা ফ্রি খাওয়া মেস। 8293719888. (C/113433)

ডিস্ট্রিবিউটার ফার্মে Sales-এর জন্য Fresher ও Experienced boys and Girls প্রয়োজন। শিক্ষাগত যোগ্যতা Madhyamik Pass থেকে Graduate. Age 20-25, শিলিগুড়ি স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে, মাসিক আয়- 12000K-20,000K. M : 9932449780, 89675, 39949. (C/113508)

ওয়েলনেস কোচ দরকার। পার্ট/ফুলটাইম কাজ। গৃহিণী/Rtd./ব্যবসায়ী/চাকুরিজীবী অগ্রগণ্য। M : 8697639467. (K)

অ্যাফিডেভিট

গত 18/07/2024 J.M. 1st Class Ld. 2nd কোর্ট দিনহাটা কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমি জয়নাল আবেদিন থেকে ছোবাহান আলী হলাম। ছোবাহান আলী ও জয়নাল আবেদিন একই ব্যক্তি। সাহেবগঞ্জ, দিনহাটা, কোচবিহার।

ভাড়া

1& 2 BHK Flat for rent Hakimpara main Rd. Slg. Ph - 9832042456. (C/113506)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় ১৯.১১.২৪ তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি S. Chatterjee এবং Sourangsu Chatterjee একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/113513)

Affidavit

I Manisha Moitra, declare before the Notary Public Siliguri by affidavit dated 19/11/24 that my son Srineel Shreshta Moitra and Srineel Shrestha Moitra is one and the same identical person. (C/113510)

ত্যাজ্যপুত্র

আমরা- গোলক মণ্ডল, পিতা- গৌর চন্দ্র মণ্ডল এবং শ্রীমতী জ্যোৎস্না মণ্ডল, স্বামী : শ্রী গোলক মণ্ডল। উভয়ের সাকিন : বিরবিটি বীরপাড়া, পোঃ ও থানাঃ বীরপাড়া, জেলা- আলিপুরদুয়ার। আমাদের পুত্র বিশ্বনাথ মণ্ডলকে ১৮/১১/২০২৪ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণা করলাম। আমাদের বর্তমানে/অবর্তমানে আমাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার থেকে তাকে এবং তার উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করলাম। (C/111985)

REQUIRED PRINCIPAL FOR ARMY PUBLIC SCHOOL BENGDUBI (CBSE AFFILIATED)

EXISTING VACANCIES		APPLY TO
Army Public School Located at : Bengdubi Military Station, Post : Bengdubi, Dist : Darjeeling (W.B). Pin - 734424	Upto Class XII (12th)	The Chairman, Army Public School Bengdubi, PO : Bengdubi, Dist : Darjeeling , PIN : 734424, State : West Bengal. Website: www.apsbengdubi.org E.mail : bengdubiaps@gmail.com

Qualification & Experience : As per CBSE Bye-Laws. However, B.Ed is mandatory. IT literate.
Age : Below 55 years (Ex-servicemen below 57 years)
Pay & Allowances : Negotiable, along with other perks as per CBSE/ AWEES guidelines. Special incentives for **outstanding meritorious candidates.**
Selection Process : Through Panel Interview **(Only candidates shortlisted, based on Qualification, Experience and other criteria as may be considered by the Management, will be called for interview).**
Apply on plain paper along with Bio-data, affixed with photograph, mentioning the year/School/Appointment wise experience, duly supported with experience certificate/testimonials, Email id, mobile number and postal address by 14 Dec 2024.
No TA/DA is admissible.

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

ডিসেম্বর' ২০২৪ মাসের জন্য ডিওয়াই সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ইউনিট অনুসারে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সা-সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

ডিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ডিসেম্বর/২০২৪	০৩-১২-২০২৪, ১২-১২-২০২৪ এবং ১৯-১২-২০২৪

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ডিসেম্বর/২০২৪	০৩-১২-২০২৪, ১২-১২-২০২৪ এবং ১৯-১২-২০২৪

কাটিহার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ডিসেম্বর/২০২৪	০৩-১২-২০২৪, ১২-১২-২০২৪ এবং ১৯-১২-২০২৪

ইচ্ছুক ডাককারীগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। অফিসে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। **বৃষ :** প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবেন। বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। **মিথুন :** প্রেমের ক্ষেত্রে আজ বাধা আসবে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তব হবে। **কর্কট :** পরীক্ষায় সফল হওয়ায় খুশি। বেশি চাইতে যাবেন না। প্রেমে শুভ। **সিংহ :** পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা জট কাটবে। রাস্তায় খুব সতর্ক হয়ে গাড়ি চালান। **কন্যা :** সৎকাজে অর্থ ব্যয় করে মানসিক শান্তি। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। **তুলা :** সামান্য কারণে মাথা গরম করে সমস্যায়। পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত। **বৃশ্চিক :** কোনও উৎসবে অংশগ্রহণ করে আনন্দ। হঠাৎ দূরে যেতে হতে পারে। **ধনু :** সারাদিন অবসাদে কাটবে। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটান। **মকর :** ঘরবাড়ি সংস্কারে প্রয়োজনের বেশি টাকা খরচ হবে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হতে পারে। **কুম্ভ :** চিকিৎসায় সফলতা আসায় স্বস্তি। নতুন অফিসে যোগ দিতে পারেন। **মীন :** বাবা মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটাতে পারবেন। বেশি খেয়ে ক্ষতি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১, ভাঃ ২৯ কার্তিক, ২০ নভেম্বর, ২০২৪, ৪ অঘোন, সংবৎ ৫ মার্গশীর্ষ বদি, ১৭ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৮, অঃ ৪।৪৮। বুধবার, পঞ্চমী রাত্রি ৮।৪০। পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ৭।১৬। শুভযোগ রাত্রি ৬।১। কৌলবকরণ দিবা ৮।৫৪ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৮।৪০ গতে গরকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১।১৪ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৭।১৬ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৭।১৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৮।৪০ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি- ৮।৪১ গতে ১০।২ মধ্যে ও ১১।২৩ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ২। ৪১ গতে ৪।৯ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।৪ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ৭।১৬ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, রাত্রি ৮।৪০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নামকরণ দীক্ষা নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৮।৪০ গতে চন্দ্রদগ্ধা। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৬ মধ্যে ও ৭।৩৮ গতে ৮।২০ মধ্যেও ১০।২৮ গতে ১২।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৬।৩৬ মধ্যে ও ৮।২৪ গতে ৩।৩২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৫৬ গতে ৭।৩৮ মধ্যে ও ১। ১৭ গতে ৩।২৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, গ্রেপ্তার শিক্ষক

ধূপগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ প্রাথমিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর মঙ্গলবার গ্রেপ্তার শিক্ষক। ঘটনাটি ধূপগুড়ি মহকুমার গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের।

ঘটকের মাধ্যমে ওই তরুণীর সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকের পরিচয়। এরপর ওই তরুণীকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরতে যায় শিক্ষক। অভিযোগ, ঘুরতে গিয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তরুণীর সঙ্গে একাধিকবার সহবাসও করে অভিযুক্ত। পরে বিয়ের কথা বললে ওই শিক্ষক তরুণীকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। তরুণীকে বুঝিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দিনের পর দিন প্রতিশ্রুতি ছাড়া ওই শিক্ষকের কাছ থেকে কিছুই পায়নি তরুণী বলে অভিযোগ। এরপর ধূপগুড়ি থানার অন্তর্গত ডাউকিমারি ফাঁড়িতে সোমবার রাতে ওই তরুণী অভিযুক্ত শিক্ষকের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এদিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হচ্ছে।

স্কুলের পথে বনপ্রহরীরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৯ নভেম্বর : যখন-তখন বেরিয়ে পড়ছে হাতি-চিতাবাঘ। এদিকে, জঙ্গলপথেই রোজ স্কুলে যাতায়াত করতে হয় এলাকার শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে। সম্প্রতি একদল পড়ুয়া রাস্তায় হাতির মুখোমুখিও হয়। সোমবার সকালে ওই রাস্তাতেই দেখা মিলেছে একটি চিতাবাঘের। আতঙ্কিত ছাত্রছাত্রীদের স্কুলযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে পথ পাহারা শুরু করল বন দপ্তর। সকাল ও বিকেলে দু'বেলা বনকর্মীরা ওই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকছেন। ঘটনাটি নাগরাকাটার প্রত্যন্ত খেরকাটা গ্রামের।

এই গ্রামেই মাসখানেক আগে সন্ধ্যাবেলা বাড়ির উঠোন থেকে সুশীলা গোয়ালা নামে এক নাবালিকাকে চিতাবাঘ মুখে করে তুলে নিয়ে যায়। পরে নাবালিকার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। এমন পরিস্থিতিতে গ্রামটিতে বাস পরিষেবা চালুর দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'খেরকাটার ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াতের সময় যাতে কোনও বিপদের মুখে না পড়তে হয়, সেজন্য আমাদের টহলদারি থাকছে। স্থানীয়দের দাবি মোতাবেক বাসের বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হবে।' আংরাভাসা-১ গ্রাম

বনকর্মীদের প্রহরায় স্কুলে যাচ্ছে খেরকাটা গ্রামের পড়ুয়ারা।

বিপজ্জনক যাত্রা

- এলাকার বিভিন্ন স্কুলে প্রতিদিন একশোরও বেশি ছাত্রছাত্রী যাতায়াত করে
- পেরোতে হয় আড়াই কিলোমিটার ডায়নার জঙ্গলচেরা রাস্তা
- ভরসা একমাত্র সাইকেল
- ওই রাস্তায় প্রায়ই বুনোদের দেখা মেলে
- নিরাপত্তার স্বার্থে বাস পরিষেবার দাবি উঠেছে

পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এবং ওই গ্রামেরই পঞ্চায়েত সদস্য ববি তেলি সাউ বলেন, 'বনকর্মীদের পাহারায় ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। আপাতত আতঙ্ক দূর হলেও খেরকাটা থেকে বাসের ব্যবস্থা না হলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। এবিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।'

খেরকাটা গ্রাম থেকে নাগরাকাটা, সুলকাপাড়া ও টন্ডু এলাকার বিভিন্ন স্কুলে প্রতিদিন একশোরও বেশি ছাত্রছাত্রী যাতায়াত করে। এজন্য পেরোতে হয় আড়াই কিলোমিটার ডায়নার জঙ্গলচেরা রাস্তা। ভরসা একমাত্র সাইকেল। ওই রাস্তায় প্রায়ই বুনোদের দেখা মেলে। শীত পড়তেই হাতির পালের আনাগোনা বেড়েছে। তার ওপর সুশীলা কাণ্ডের পর চিতাবাঘের ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছেন এলাকাবাসী। কয়েকদিন আগে বন দপ্তরের পেতে রাখা খাঁচায় একটি চিতাবাঘ ধরা পড়লেও এখনও সেখানে প্রায়ই আরও চিতাবাঘের দেখা মিলছে বলে স্থানীয়রা জানাচ্ছেন।

রুকমণি সাউ নামে এক মহিলা বলেন, 'ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়। বনকর্মীদের পাহারায় যাতায়াত চালুর পর কিছুটা হলেও সেই চিন্তা দূর হয়েছে।' ফাগুন্তি ওরাওঁ নামে আরেক মহিলা বলেন, 'বাস তো দূরের কথা। ছোট গাড়িও এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে না। তিন হাজার বাসিন্দার যাত্রা-যন্ত্রণার অবসান কবে হবে ঈশ্বরই জানেন।'

স্বীকৃতি চা বাগানের ৩২ পড়ুয়াকে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : কারও সম্বল সাহসিকতা। আবার কারও পাথেয় পড়াশোনার অদম্য ইচ্ছাশক্তি। আর সেই সুবাদেই স্কলারশিপ পেল ঋত্তিকা, মনোজ, ধনরাজ, মেরিনা সহ আরও ৩২ জন পড়ুয়া। সোম ও মঙ্গলবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে পুনমচাঁদ মিত্তাল ও দুলারী দেবী মেমোরিয়াল স্কলারশিপ অনুষ্ঠান। একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা পঞ্চায়েতের মাগুরমারি বনবস্তি থেকে শুরু করে কৈলাসপুর চা বাগানের পড়ুয়াদের এই স্কলারশিপ দেওয়া হয়। পাশাপাশি ওই পঞ্চায়েত এলাকার একটি সংগঠন 'এসো হাত ধরি'র অবৈতনিক স্কুলকেও সম্মানিত করা হয়েছে।

রাজাডাঙ্গার পেন্দা মহম্মদ হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া ঋত্তিকা ওরাওঁ। শারীরিক অক্ষমতাকে সঙ্গী করে, অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে ভর দিয়ে সে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ইচ্ছাশক্তিই তাকে স্কলারশিপ এনে দিয়েছে। ক্রান্তির চ্যাংমারির বাসিন্দা মনোজ মজুমদার তার বাবার সঙ্গে তিস্তা নদীর চরে চাষাবাদের কাজ করে। আর প্রতিদিন সাইকেলে ১২ কিমি পথ পেরিয়ে স্কুলে যায়। এই জেদই তাকে স্কলারশিপের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধনরাজ সিংয়ের বাবা ক্যানসারে আক্রান্ত। জমি বিক্রি করতে হয়েছে চিকিৎসার জন্য। এই অবস্থায় অন্যের জমিতে দিনমজুরির কাজ করেও নিয়মিত স্কুলে যায় সে। সেজন্য সম্মান জানানো হয়েছে তাকে।

সম্মানিত ছাত্রছাত্রীরা। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে।

মাগুরমারি বস্তিতে মেরিনা ওরাওঁয়ের বাড়ি। বাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশ নেই। অনেক বাধা অতিক্রম করে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে মেরিনা। তার ঝুলিতেও এসেছে এই সম্মাননা। ক্রান্তির ভুজারিপাড়ার বাসিন্দা সুমিত সরকার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ক্রাচে ভর করে হাঁটে। আর দূরে যেতে হলে ট্রাইসাইকেলই ভরসা। সুমিতের এই হাল না ছাড়ার মনোভাব তাকে সম্মাননার যোগ্য করে তুলেছে। অষ্টম শ্রেণির তাপস দাস, মাছুয়াপাড়ার বাসিন্দা রঞ্জন মাহাতোকেও স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে পড়াশোনার প্রতি তাদের অদম্য ইচ্ছাশক্তির জন্য।

পুরস্কৃত সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

সেরা গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরস্কার নিচ্ছেন সুলকাপাড়ার প্রধান শীতল মিস্ত্রি।

নাগরাকাটা, ১৯ নভেম্বর : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প রূপায়ণে সেরা গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরস্কার পেল সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের তরফে ময়নাগুড়ির হুসলুডাঙ্গাতে আয়োজিত বিশ্ব শৌচালয় দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পঞ্চায়েতের প্রধান শীতল মিস্ত্রির হাতে স্মারক ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। পঞ্চায়েতের সবাই খুব খুশি। প্রধান বলেন, 'এখানেই থেমে থাকতে চাই না, মানুষের স্বার্থে আরও কাজ করতে হবে। খুব দ্রুত প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হবে।'

সূত্রের খবর, কয়েক বছর আগে গাঠিয়া নদীর ধারে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রকল্প চালু করা হয়। তা ভালোভাবেই চলছে। এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করে সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিরিখে সেরা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। গত বছর স্বচ্ছতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশবান্ধব সহ আরও বেশ কিছু ক্যাটিগোরির ওপর জেলা পরিষদ থেকে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ গ্রামীণ পুরস্কার জিতেছিল ওই পঞ্চায়েতটি। ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেনদেনিং অফ গ্রাম পঞ্চায়েত বা আইএসজিপি প্রকল্পেও একবার পুরস্কার পায়।

প্রধান জানিয়েছেন, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে বর্জ্য দিয়ে জৈব সার তৈরি করে তা বিক্রি করে পঞ্চায়েতের তহবিল বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি ব্র্যান্ডিং-এর মাধ্যমে ওই সারকে জনপ্রিয় করে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে। সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষি ও প্রাণীসম্পদ উপসমিতির সঞ্চালক মঞ্জুরুল হক বলেন, 'এই সাফল্য সকলের মিলিত প্রচেষ্টার ফল। বাসিন্দারা প্রকল্পটিকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতা করেছেন।'

বালি মাফিয়াদের ধরতে অভিযান

ডুডুয়া নদীর পাড়ে পুলিশ এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকরা।

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : নদীর বেড থেকে বালি তোলার খবর পেয়ে মঙ্গলবার আচমকাই অভিযানে নামল ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। আর এই অভিযান বুঝতে পেরেই ট্র্যাক্টর নিয়ে চম্পট দিল বালি মাফিয়ারা। তবে এভাবে পালানোয় আগাম অভিযানের খবর কে দিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ধূপগুড়ি ব্লকের নতুন শালবাড়ি এলাকায় ডুডুয়া নদী থেকে ট্র্যাক্টরে বালি পাচার করা হয়। স্থানীয়রা সরব হলেও পাচারকারীরা কোনও ভ্রূক্ষেপ করে না। এমনকি ট্র্যাক্টরে নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামের যে রাস্তা ব্যবহার করা হয়, ওই রাস্তাও বেহাল হয়ে পড়ছে। বাসিন্দারা বারবার জানালেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।

প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল মাফিয়ারা। এদিকে নদী থেকে অবাধে বালি তোলায় গত কয়েক বছরে ক্ষতির মুখে পড়েছে বাঁধ। বর্ষায় বাঁধের একটা বড় অংশ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছিল বলে অভিযোগ। তবুও বালি মাফিয়ারা কান পাততে নারাজ। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'এদের কিছুই বলা যায় না। বড়সড়ো চক্র চালানো হচ্ছে। প্রশাসন এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে আগামীতে বাঁধ আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বর্ষায় বাঁধ ভেঙে গোটা গ্রাম প্লাবিত হবার আশঙ্কা রয়েছে।' ধারাবাহিকভাবে অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন ধূপগুড়ির ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক জয়দীপ ঘোষ রায়।

পঞ্চায়েত দপ্তরে চুরি

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : জানলার গ্রিল ভেঙে পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে চুরি গেল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত টোটোর ব্যাটারি এবং চার্জার। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দপ্তরে। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এলাকার আবর্জনা সাফাইয়ের জন্য বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তিনটি টোটো সরকার থেকে দেওয়া হয়েছিল। যেগুলো পঞ্চায়েত দপ্তরের একটি ঘরে থাকত। এদিন সকালে ঘর খুলতেই কর্মীদের নজরে আসে টোটোগুলোর একটিরও ব্যাটারি নেই এবং ঘরের একটি জানলার গ্রিল ভাঙা।

ব্লক হওয়ার পর তিন বছর পার, অস্থায়ীভাবে চলছে বিডিও'র দপ্তর

ক্রান্তিতে নেই স্থায়ী অফিস

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৯ নভেম্বর : ক্রান্তি প্রশাসনিক ব্লকে রূপান্তরিত হওয়ার পর তিন বছর পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজও স্থায়ী বিডিও অফিস তৈরি হয়নি। গ্রাম পঞ্চায়েতের উলটো দিকে উত্তর সারিপাকুরিতে অস্থায়ীভাবে চলছে বিডিও অফিসের কাজ। এবার পূর্ণাঙ্গ অফিসের দাবিতে সরব হয়েছেন বাসিন্দারা।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মহুয়া গোপ নিজেও ক্রান্তি ব্লকের লাটাগুড়ির বাসিন্দা। মহুয়া জানান, বিষয়টি প্রশাসন দেখছে। বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে জায়গা দেখতে বলা হয়েছে, সরকারি জায়গাতেই ক্রান্তি বিডিও অফিস হবে। পূর্ণাঙ্গ অফিস না থাকায় এখনও

উত্তর সারিপাকুড়িতে অস্থায়ী ক্রান্তি বিডিও অফিস।

এলাকার বাসিন্দাদের মালবাজারের ওপর নির্ভর করতে হয়। বিশেষ করে বিএলআরও, শ্রম এবং কৃষি দপ্তর না থাকায় যে কোনও কাজে মালবাজারে ছুটতে হয়।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, অফিসের জন্য ক্রান্তি ও লাটাগুড়িতে জায়গা খোঁজা হচ্ছে। পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপক করিমুল হক জানান, দীর্ঘদিনের অপেক্ষা ও আন্দোলনের পর ক্রান্তি প্রশাসনিক ব্লকে উন্নীত হয়েছে। অস্থায়ী অফিসে প্রশাসনিক কিছু কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা হলেও এখনও বেশিরভাগ কাজে ভরসা করতে হয় মালবাজার ব্লক অফিসের ওপর।

এদিকে, স্থায়ী অফিস না থাকার পাশাপাশি স্বল্প সংখ্যক অস্থায়ী কর্মী নিয়ে চলছে ব্লক অফিস। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। চৌরঙ্গির বাসিন্দা রাতুল রায়ের কথায়, 'ক্রান্তিতে অবিলম্বে কৃষি দপ্তরের অফিস থাকা খুব প্রয়োজন। আমরা যাঁরা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের কাজের জন্য মালবাজার ছুটতে হয়। একদিকে অর্থব্যয়, অন্যদিকে সময়ের অপচয় হচ্ছে।' অপর এক বাসিন্দা বুলু বিশ্বাসের বক্তব্য, 'ক্রান্তি ব্লক দুজন বিডিও পেলেও স্থায়ী ব্লক অফিসের অপেক্ষা দীর্ঘ হচ্ছে। ফলে জনগণের সুবিধার্থে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ব্লক গঠন হয়েছিল সেটা কাজেই আসছে না।'

বর্তমান বিডিও রিমিল সোরেন বলেন, 'জমি খোঁজার কাজ চলছে।' অপরদিকে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়ও আশ্বাসের সুরে জানান, মুখ্যমন্ত্রী ক্রান্তির মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ও আবেগকে মান্যতা দিয়ে ক্রান্তিকে ব্লক ঘোষণা করেছেন। স্থায়ী ব্লক অফিস তৈরির জন্য জায়গা খোঁজা হচ্ছে।

জমি দেখার কাজ শেষ হয়ে কত দ্রুত ক্রান্তি পূর্ণাঙ্গ ব্লক অফিস পাচ্ছে সেদিকেই তাকিয়ে এলাকার বাসিন্দারা।

ফসল ঘরে তোলার পালা। মঙ্গলবার মূর্তিতে শুভদীপ শর্মার তোলা ছবি।

'বাংলা মোদের গর্ব' ব্যানার বেহাল রাস্তায়

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১৯ নভেম্বর : বেলাকোবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় যাওয়ার রাস্তায় রয়েছে 'বাংলা মোদের গর্ব' ব্যানার। যেখানে রাজ্য সরকারের একাধিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা লেখা। অথচ যে রাস্তাতে এই ব্যানার লাগানো হয়েছে সেই রাস্তার অনুন্নয়ন কতখানি তা ছবি দেখলেই বোঝা যাবে। সজল দাস নামে জলপাইগুড়ি শহরের এক বাসিন্দা হাসতে হাসতে প্রতিবেদককে বললেন, 'সামনের মাঠে গত তিনদিন ধরে সরকারি উন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্রচার অনুষ্ঠান চলছে। অথচ অনুষ্ঠানের সামনের রাস্তার অবস্থাই বেহাল।'

বেলাকোবার পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত প্রায় ৬০০ মিটার এই রাস্তার এই দশা তো বটেই, সেইসঙ্গে বেলাকোবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে এই রাস্তায় যে কালভার্টটি রয়েছে তার অবস্থাও করুণ। যখন-তখন ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। তাঁদের বক্তব্য, রাস্তাটি চলাচলের একেবারেই অনুপযুক্ত। ওই রাস্তার বদলে পাড়ার অলিগলি দিয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে। তবে সমস্যা হলেও স্কুলের জন্য ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষকরা বাধ্য হয়ে ওই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করছেন।

এই রাস্তা দিয়ে তিনটি হাইস্কুলের পড়ুয়া, ছয়টি প্রাইমারি স্কুলের পড়ুয়া এবং দুটি কলেজের পড়ুয়া মিলে অন্তত তিন হাজার ছাত্রছাত্রী যাতায়াত করে। শুধু স্কুল-কলেজ নয়, বিদ্যুৎ অফিস, এসআই অফিস সহ যাবতীয় সরকারি-বেসরকারি অফিস এবং দৈনিক বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতারা এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করেন। রাস্তাটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা স্থানীয় প্রশাসন জানে। তবুও রাস্তা সংস্কারের নামগন্ধ নেই।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজু দাস, নারায়ণ চক্রবর্তীদের অভিযোগ, এই

কলেজ মোড় থেকে পিএইচই মোড় পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা।

রাস্তা দিয়ে সন্তানদের স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সময় খুব সমস্যা হয়। এছাড়া রাস্তার ধুলোর সমস্যায় পথচারী থেকে পার্শ্ববর্তী বাসিন্দা, সকলেই ক্ষুব্ধ। সুস্মিতা রায়, দর্শনা রায় নামে বেশ কয়েকজন স্কুল পড়ুয়া রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির বক্তব্য, 'এমন একটি রাস্তার সামনে উন্নয়নের প্রচার চলছে, প্রশাসনের লজ্জা হওয়া উচিত।' বিজেপি নেতা নিতাই মণ্ডলের কটাক্ষ, 'রাজ্য সরকার কাজের থেকে বেশি প্রচারে টাকা খরচ করছে।'

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের প্রথম দিকে এই রাস্তা জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল। তারপর এক বছর যেতেই রাস্তার অবস্থা বেহাল হতে শুরু করে। জেলা পরিষদের সদস্য রণবীর মজুমদার বলেন, 'ওই রাস্তায় এতদিন পিএইচই'র তরফে পাইপলাইন পাতার কাজ চলেছে। রাস্তার সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাপিয়া সরকার নিজের কর্মস্থলে এবং বাড়িতে যাতায়াত করতে এই রাস্তাই ব্যবহার করেন। তাঁর বক্তব্য, 'রাস্তাটি পেভার্স ব্লক দিয়ে তৈরির প্রস্তুতি চলছে। প্রস্তুতি সারা হলেই কাজে হাত দেওয়া হবে।'

হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক

ওদলাবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের নিরাপত্তা পরিকাঠামো আরও আঁটোসাঁটো করার উদ্দেশ্যে জরুরি বৈঠকের আয়োজন করা হল। সম্প্রতি হাসপাতাল চত্বরে নার্সদের আবাসনে দুটি চুরির ঘটনার পর স্বাস্থ্যকর্মীদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। এরপর হাসপাতালের নিরাপত্তা পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেন মালের বিএমওএইচ দীপঙ্কর কর। মঙ্গলবার সেই উদ্দেশ্যে বিএমওএইচের চেম্বারে একটি জরুরি বৈঠক হয়। এসডিপিও রোশন প্রদীপ দেশমুখ, আইসি সমীর তামাং, পঞ্চায়েত প্রধান মৌমিতা ঘোষ, ছাড়াও আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে। এসডিপিও'র পৌরোহিত্যে আয়োজিত ওই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামীদিনগুলিতে ২৪ ঘণ্টা হাসপাতালে পুলিশ শিবির চালু থাকবে। পাশাপাশি রোগীর পরিজনদের সঙ্গে ঝুটঝামেলা এড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, মহিলা পুলিশকর্মী নিয়োগ, সিসিটিভির মাধ্যমে নজরদারি আরও জোরদার করার মতো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএমওএইচ। যদিও আবাসনে চুরির কিনারা এখনও পর্যন্ত হয়নি বলেই জানিয়েছেন তিনি।

ঘুম ভাঙিয়ে রক্ত সংগ্রহ

ফাইলেরিয়ার নাইট ব্লাড সার্ভেতে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৯ নভেম্বর : শিশিরঝরা নিশুতি রাত। ঘুমে কাদা প্রায় প্রত্যেকেই। পরিস্থিতি এককথায় প্রতিকূলই। তবে তাতে দমে যাননি স্বাস্থ্যকর্মীরা। দরজায় কড়া নেড়ে গৃহস্থের ঘুম ভাঙিয়ে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করলেন তাঁরা। ফাইলেরিয়ার নাইট ব্লাড সার্ভে ঘিরে এমন দৃশ্যই সোমবার রাতে ধরা পড়েছে বানারহাট ব্লকের রিয়াবাড়ি ও হলদিবাড়ি চা বাগানে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের অদম্য চেষ্টায় দুই বাগানের ৪টি ক্যাম্প মিলিয়ে নমুনা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। মোট ৬৪২ জনের থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। লক্ষ্য ছিল ৬০০। গভীর রাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা যখন কাজ শেষ করে যে যাঁর বাড়ির পথ ধরছেন তখন তাঁদের চোখও ঘুমে ঢুলুঢুলু। জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট মেলার পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

জলপাইগুড়ি জেলায় ফাইলেরিয়ার নাইট ব্লাড সার্ভে এবারে শুরু হয় ১২ নভেম্বর থেকে। সেদিন রাতে নাগরাকাটার হিলা ও কলাবাড়ি চা বাগানের পর ১৩ নভেম্বর নমুনা সংগ্রহ করা হয় মেটেলি ব্লকের

ফাইলেরিয়ার নাইট ব্লাড সার্ভে। রিয়াবাড়ি চা বাগানে।

রাতে কেন রক্ত সংগ্রহ

ফাইলেরিয়ার অস্তিত্ব বোঝার জন্য রাতেরবেলা রক্তের নমুনা সংগ্রহ করাই সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা। এই রোগের জীবাণু তখন শরীরের প্রবহমান রক্তে বেশি সংখ্যায় প্রবেশ করে। অন্য সময় লসিকা গ্রন্থিতে একপ্রকার লুকিয়ে থাকে। রোগটি কিউলেক্স মশাবাহিত।

ইনডং ও চিলৌনি চা বাগান থেকে। যদিও ওই সার্ভের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল ১১ নভেম্বর বানারহাটের রিয়াবাড়ি ও হলদিবাড়ি বাগান দিয়েই। মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের কারণে সেখানে ওই কর্মসূচি একেবারে শেষমুহূর্তে স্থগিত রাখা হয়। পরিবর্তিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী কাজটি সোমবার রাতে হয়।

একবার স্থগিত হয়ে যাওয়ায় স্থানীয়দের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফের নমুনা সংগ্রহের শিবিরমুখী করার কাজটি স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়। তাই যাঁরা শিবিরে এসেছিলেন তাঁদের থেকে নমুনা সংগ্রহ করে গভীর রাতে স্বাস্থ্য দপ্তরের জেলা পতঙ্গবিদ রাহুল সরকার ও পতঙ্গরোগ বিশেষজ্ঞ দীপতীর্থ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্বাস্থ্যকর্মীরা শ্রমিক মহল্লায় চলে যান। শুরু হয় বাড়ি থেকেই নমুনা সংগ্রহ। রাহুলের কথায়, 'ফাইলেরিয়ার অস্তিত্ব ভালোমতো বুঝতে এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য লক্ষ্য পূরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। সবার মিলিত চেষ্টায় সেটা সম্ভব হওয়ায় ভালো লাগছে।'

ঘুম থেকে উঠে রক্তের নমুনা দেওয়ার অভিজ্ঞতা কেমন? একগাল হেসে রিয়াবাড়ি চা বাগানের পাঁচ নম্বর শ্রমিক মহল্লার সুরজ ওরাওঁ বললেন, 'রাতেরবেলা বাড়ির বাইরে হঠাৎ করে সবার ডাকাডাকিতে প্রথমে কিছুটা অবাকই হই। তবে সমাজের ভালোর জন্যই যে এই আয়োজন তা বুঝতে আর বাকি ছিল না।'

স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, ফাইলেরিয়ার অস্তিত্ব বোঝার জন্য রাতেরবেলা রক্তের নমুনা সংগ্রহ করাই সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা। কারণ, এই রোগের জীবাণু তখনই শরীরের প্রবহমান রক্তে বেশি সংখ্যায় প্রবেশ করে। অন্য সময় লসিকা গ্রন্থিতে একপ্রকার লুকিয়ে থাকে। রোগটি কিউলেক্স মশাবাহিত রোগ। উচেরেরিয়া ব্যানক্রফটি নামে এক প্রকারের জীবাণু ফাইলেরিয়া বা চলতি ভাষায় গোঁদ রোগের জন্য দায়ী। গত বছর জলপাইগুড়ি জেলায় ফাইলেরিয়ার অস্তিত্বের প্রমাণ মেলার পর স্ক্রিনিংয়ের কাজটি এখন আগামী কয়েক বছর ধরে চালু থাকবে।

সহায়কমূল্যে ধান কেনা শুরু

চালসা, ১৯ নভেম্বর : মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ি কিষান মান্ডির ধান ক্রয়কেন্দ্র থেকে শুরু হল ধান কেনা। তবে গত বছরের তুলনায় এবছর কৃষকরা কুইন্টাল প্রতি ১১৭ টাকা বেশি পাবেন। গত বছর কৃষকদের কুইন্টাল প্রতি ২১৮৩ টাকা দেওয়া হয়েছিল। এবছর তা বেড়ে হয়েছে ২৩০০ টাকা। উৎসাহ ভাতা বাবদ ২০ টাকা অপরিবর্তিত রয়েছে। সোমবার থেকেই এখানে ধান কেনা শুরু হয়েছে।

বাতাবাড়ি কিষান মান্ডির ধান ক্রয়কেন্দ্রে মোট নথিভুক্ত কৃষক আছেন ৮১৪ জন। এরমধ্যে কৃষকবন্ধু তালিকাভুক্ত ৫৫৫ ও ভাগচাষি ২৫৯ জন। বাতাবাড়ি কিষান মান্ডি ধান ক্রয়কেন্দ্রের পিও সঞ্জয় ওরাওঁ, ডিও অলককুমার সিং জানান, জেলার অন্যান্য ধান ক্রয়কেন্দ্রের মতো বাতাবাড়ি কিষান মান্ডি ধান ক্রয়কেন্দ্র থেকেও কৃষকদের থেকে সহায়কমূল্যে ধান কেনা শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে সব কৃষকের থেকে ধান নেওয়া হবে। যেসব কৃষক সহায়কমূল্যে ধান দিতে ইচ্ছুক তাঁরা কিষান মান্ডি ধান ক্রয়কেন্দ্রে এসে যাতে যোগাযোগ করেন সেই আবেদন জানান তাঁরা। সোমবার থেকেই এই ধান ক্রয়কেন্দ্রে সহায়কমূল্যে ধান দিতে কৃষকদের লাইনও দেখা গিয়েছে।

বিশ্ব শৌচালয় দিবসে পুরস্কৃত ব্লক ও পঞ্চায়েত

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৯ নভেম্বর : অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলাতেও মঙ্গলবার বিশ্ব শৌচালয় দিবস পালিত হল। এদিন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ, খড়িয়া পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েতের আইসিডিএস সেন্টারে নবনির্মিত শৌচালয়ের উদ্বোধন করা হয়। এতে প্রচুর মানুষ উপকৃত হবেন বলে মনে করছে ব্লক প্রশাসন। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে মোট ৬৬টি শৌচালয় উদ্বোধন হয়েছে বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর।

পাশাপাশি ময়নাগুড়ি চূড়াভাণ্ডার পঞ্চায়েত এলাকার হুসলুরডাঙ্গা মুক্তমঞ্চে বিশ্ব শৌচাগার দিবস উপলক্ষ্যে জেলা স্তরের একটি অনুষ্ঠান হয়। স্বচ্ছ ভারতের আওতায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সহ প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের উপর ভালো কাজের জন্য জেলার বিভিন্ন ব্লক এবং পঞ্চায়েতকে পুরস্কৃত করা হয়। এর মধ্যে ছিল ময়নাগুড়ি, রাজগঞ্জ, মালবাজার, নাগরাকাটা, মেটেলি ও ধূপগুড়ি ব্লক। এছাড়া সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের জন্য ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি-২ পঞ্চায়েতকে পুরস্কৃত করা হয়।

এদিন ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভালো কাজের জন্য বেশ কয়েকজনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ময়নাগুড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন, জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত, মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন ব্লক ও পঞ্চায়েতের পদাধিকারী সহ সদস্যরা।

অন্যদিকে বেলাকোবা, শিকারপুর ও পানিকৌরি অঞ্চলে মোট ৩৯টি শৌচালয় উদ্বোধন হয়। যার মধ্যে পানিকৌরিতে ১৬টি ও বেলাকোবাতে ১১টি আইসিডিএস সেন্টারে এবং শিকারপুর অঞ্চলের ১২ জন উপভোক্তা নবনির্মিত শৌচালয় পেয়েছেন। বেলাকোবা অঞ্চলের আইসিডিএস সেন্টারের শৌচালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য দীপক বাসফোর ও অর্জুন সরকারকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয়।

এদিন পানিকৌরি অঞ্চলের ফাটাপুকুর মণিপুর আইসিডিএস সেন্টারের ৩৮ নম্বরে রাজগঞ্জ ব্লকের যুগ্ম বিডিও সৌরভ মণ্ডল ও প্রধান পাপিয়া সরকার নবনির্মিত শৌচালয়ের উদ্বোধন করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে ছিলেন নির্বাহী সহায়ক দীপঙ্কর রায়, নীলিমা রায়, শিকারপুরের প্রধান প্রভা কুজুর, রজনীকান্ত রায় সহ অন্যরা।

ব্রোঞ্জ জয়ীকে সংবর্ধনা

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : ন্যাশনাল স্কুল গেমসে জুডোতে অংশ নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছিল জলপাইগুড়ির ছেলে সুব্রত রায়। এবার তাকে সংবর্ধনা দিতে এলাকায় পৌঁছে গেলেন বিডিও মিহির কর্মকার। রাজ্য স্কুল গেমসে প্রথম স্থান অধিকার করে জম্মুতে আয়োজিত ৬৮তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সে। ৬ থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত চলা প্রতিযোগিতায় তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু ও জম্মুর অনূর্ধ্ব-১৭ প্রতিযোগীদের হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জেতে সুব্রত। তার বাবা পেশায় রাজমিস্ত্রি, মা অঙ্গনওয়াড়ির সহায়িকা। মঙ্গলবার শহর সংলগ্ন খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াপাড়া এলাকায় গিয়ে সুব্রতর হাতে পুষ্পস্তবক ও মিষ্টি তুলে দেন বিডিও। বেশ কিছুক্ষণ জুডো নিয়ে আলোচনাও করেন। বিডিও-কে সামনে পেয়ে তাঁকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্লাব পরিদর্শনের অনুরোধ করেন সুব্রতর কোচ প্রণয় রায়। এরপর আশ্বাস দিয়ে বিডিও জানান, বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নেওয়া শিশুদের শরীরচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় জিম ও ফ্লোর ম্যাটের বিষয়টি দেখবেন তিনি।

পথ দুর্ঘটনা

বিন্নাগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : বানারহাটের হলদিবাড়ি চা বাগান সংলগ্ন রাজ্য সড়কে মঙ্গলবার বিকালে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি ছোট গাড়ি। স্থানীয়রা জানান, সেটি হলদিবাড়ি চা বাগানের দিক থেকে গয়েরকাটা দিকে যাচ্ছিল। গাড়ির চালক আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে বানারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহত চালক গয়েরকাটার বাসিন্দা।

অভিযান

বেলাকোবা, ১৯ নভেম্বর : মঙ্গলবার ভারতীয় জনতা পার্টির রাজগঞ্জ বিধানসভায় সদস্য সংগ্রহ অভিযান করা হয়। তালমা, কুকুরজান, সারিয়াম, সন্ন্যাসীকাটা, পানিকৌরি অঞ্চলের বাঁশবাড়ি বুথ ও শিকারপুর অঞ্চলের ঘাউড়িপাড়া বুথ এলাকায় সদস্য সংগ্রহ করা হয়।

শান্তির দুরবস্থায় পাশে বিডিও

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : পেট চালাতে ভরসা আশপাশ এলাকা থেকে শাক জোগাড় করে বাজারে বিক্রি করা। কেননা ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম। তাই উপার্জনের কেউ নেই। আগে পরিচারিকার কাজ করে লোন নিয়ে গোরু কিনেছিলেন। কিন্তু সেই গোরু বর্তমানে দুধ না দেওয়ায় তা থেকেও উপার্জন হয় না। তার ওপর মাথাগোঁজার ঠাঁইও শক্তপোক্ত নয়। ভাঙা কিছু টিন এবং পুরোনো কিছু ত্রিপলের মধ্যেই ছেলেকে আঁকড়ে বেঁচে রয়েছেন জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন খড়িয়া পঞ্চায়েতের সানুপাড়ার বাসিন্দা শান্তি মণ্ডল।

বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত শান্তিদেবীর নেই কোনও র‍্যাশন কার্ড। এমনকি বিশেষভাবে সক্ষম ছেলের কোনও পরিচয়পত্র নেই। খবর পেয়ে মঙ্গলবার শান্তিদেবীর বাড়ি যান বিডিও মিহির কর্মকার। বর্তমান পরিস্থিতি বোঝার পাশাপাশি ওই বৃদ্ধার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাও বলেন। বিডিও বলেন, 'আমরা পুরো পরিস্থিতি দেখলাম। জানতে পারলাম, শহর সংলগ্ন সারদাপল্লিতে তাঁর একটি বাড়ি রয়েছে। সেখানে কোনও কারণবশত তিনি থাকেন না। বর্তমানে সানুপাড়াতেই রয়েছেন। শান্তিদেবীর র‍্যাশন কার্ড সহ ছেলের আধার, ভোটার সহ কোনও কার্ড না থাকায় বিশেষভাবে সক্ষম হওয়ার পরও সরকারি কোনও সুবিধা পাচ্ছেন না। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও ঘরের ব্যাপারটিও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে চেষ্টা করছি কিছু করে দিতে।'

অন্যদিকে শান্তিদেবীর কথায়, 'বিডিও স্যর এসে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে গেলেন। কিছু হলে সত্যি উপকৃত হব। যেভাবে রয়েছি তা কষ্টকর।' শান্তিদেবীর দুরবস্থার খবর পেয়ে বিডিও আসায় খুশি প্রতিবেশী ক্ষিরো বর্মনও। তাঁর কথায়, 'ওঁর কিছুই নেই। বিডিও স্যর এসেছেন দেখেও ভালো লাগল। এবার কিছু হলে আমরাও খুশি হব।'

বিডিও'র চাকরি খাওয়ার হুমকি

রাজগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর : 'একজনও ছাদওয়ালা বাড়ির মালিক যদি আবাস যোজনায় ঘর পান তাহলে কীভাবে বিডিওর চাকরি থাকে সেটা আমি বুঝে নেব।' মঙ্গলবার এই ভাষাতেই রাজগঞ্জ বিডিও কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বিডিওকে হুমকি দিলেন উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিএমের খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক নিরাপদ সরদার। তাঁর দাবি, ২০১৮ সালে তাঁরাই অভিযোগ জানিয়েছিলেন আবাস যোজনার তালিকা ভুলে ভরা। ২০২২ সালেও একই অভিযোগ জানানো হয়। তারপরই সরকার সমীক্ষা চালিয়ে তালিকায় কয়েক হাজার সম্পন্ন মানুষের নাম পায়। এদের নাম যেসব জনপ্রতিনিধিরা দিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করে গ্রেপ্তার করা হোক। তিনি আবাস যোজনায় প্রত্যেক প্রাপকের নাম বিডিও অফিস ও গ্রাম পঞ্চায়েতে টাঙানোর দাবি জানান। এদিনের সেখানে ভাষণ দেন সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা শ্রমিক নেতা পীযূষ মিশ্র, কৌশিক ভট্টাচার্য ও কৃষক নেতা খরেন রায়। উপস্থিত ছিলেন মহিলা সমিতির জেলা সভানেত্রী রিনা সরকার এবং দলের রাজগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্পাদক রতন রায় প্রমুখ।

এদিন মজিদুল হকের নেতৃত্বে ছ'জনের একটি প্রতিনিধিদল আট দফা দাবি জানিয়ে রাজগঞ্জের যুগ্ম বিডিও নাজিবুল শেখের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। পরে যুগ্ম বিডিও জানান, স্মারকলিপিটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সিলিন্ডার নিয়ে অভিযোগ সাংসদকে

রাজগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর : সন্ন্যাসীকাটায় গ্যাস গুদাম ফেরানোর দাবিতে সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়কে স্মারকলিপি দিলেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, এখন ১০ কিলোমিটার দূরের ফুলবাড়ি থেকে সিলিন্ডার আনতে সময় ও টাকা দুই-ই ব্যয় হচ্ছে। এজন্য তাঁরা শুকনো ডালপালা দিয়ে কাজ সারছেন। সাংসদ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

উজ্জ্বলা গ্যাস যোজনায় সংযোগ পাওয়া সাহেবপাড়ার আজেমা নেছা, ভুন্দারুগছের রাহেলা খাতুন, বিহারুহাটের জরিনা খাতুনদের অভিযোগ, ১০ কিলোমিটার দূর থেকে সিলিন্ডার আনতে হয়। এজন্য তাঁরা দেড় বছর ধরে সিলিন্ডার নিচ্ছেন না। রাহেলা, জরিনারা জানান, তাঁরা গরিব মানুষ। দিনের অর্ধেকটা নষ্ট করে বাড়তি টাকা খরচ করে ফুলবাড়ি থেকে গ্যাস আনা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা কেন্দ্রের সুযোগ গ্রহণে অক্ষম।

বছর চারেক আগে সন্ন্যাসীকাটায় হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম (এইচপি)-এর গুদাম তৈরি হয়। বছরখানেক পর স্থানীয় থানায় গুদামে চুরির অভিযোগ জানিয়ে সেটি ফুলবাড়িতে সরানো হয়। ফলে, সমস্যায় পড়েন সন্ন্যাসীকাটার প্রায় হাজার চারেক গ্রাহক।

গুদামের মালিক শিবরতন নাকিপুরিয়া বলেন, 'ওখানে চুরি হওয়ায় কোম্পানিকে জানিয়ে গুদাম সরানো হয়। গ্রাহকরা সাংসদ কেন যেখানে ইচ্ছা অভিযোগ জানাতে পারেন।'

মঙ্গলবার সদস্য সংগ্রহ অভিযানে সন্ন্যাসীকাটা গেলে সাংসদের হাতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। জয়ন্তকুমার রায় বলেন, 'কেন্দ্র গরিবদের উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস দিচ্ছে। অথচ তাঁরাই বঞ্চিত হচ্ছেন।'

রাস্তা সারাইয়ের উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : জেলার গ্রামীণ রাস্তাঘাট সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নিল জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অর্থ স্থায়ী সমিতি। সোমবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত চলা বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা ও আরআইডিএফ খাতের টাকায় রাস্তা মেরামত ও সংস্কার করছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা। কিন্তু রাজ্যের নিজস্ব তহবিলের টাকায় জেলার নয়টি পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে থাকা বেহাল রাস্তা সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন।

জেলা বইমেলা ময়নাগুড়িতে

ময়নাগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : ৩৬তম জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলা এবার ময়নাগুড়িতে হবে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত শহরের খেলার মাঠে বইমেলার আসর বসে। মঙ্গলবার দুপুরে এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি পুরসভার হলঘরে একটি প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বইমেলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এদিনের সভায় আট সদস্যের সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়েছে। ছিলেন জলপাইগুড়ির এডিএম (ডেভেলপমেন্ট) পুষ্পক রায়, মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ইমরান শেখ। এছাড়া ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী, ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়, ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় সহ কাউন্সিলার এবং ময়নাগুড়ির বিভিন্ন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকরাও শামিল হন। এবারের বইমেলার থিম 'ভাষা দিয়ে সম্প্রীতি গড়ব'। ২৬ নভেম্বর আরেকটি সভা ডাকা হয়েছে। সেখানে মূল কমিটি সহ বিভিন্ন

প্রশাসনিক সভা। মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি পুরসভা হলঘরে।

উপসমিতি গঠন করা হবে।

জেলা গ্রন্থাগারিক ইমরান শেখ বলেন, 'কলকাতা, জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ির পাবলিশার্সদের স্টল থাকবে। স্টলের মোট সংখ্যা সত্তর। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন থাকবে।' বইমেলা উপলক্ষ্যে এখান থেকে বিশেষ পত্রিকা প্রকাশিত হবে। সেই পত্রিকায় থাকবে ময়নাগুড়ির ঐতিহ্য এবং প্রাচীন ইতিহাস।

স্থানীয় এলাকার কৃষ্টি, সংস্কৃতি লিটল ম্যাগাজিনের স্টলে তুলে ধরা হবে। সেজন্য লিটল ম্যাগাজিনের একটি আলাদা স্টল থাকবে। মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'মেলা জমবে বলে আশা করা হচ্ছে। এদিনের সভায় প্রস্তাব দিয়েছি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা সভার জন্য।'

পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী জানালেন, সুষ্ঠুভাবে মেলা আয়োজনের বিষয়ে এদিন মেলায় আলোচনা করা হয়েছে। ময়নাগুড়ি রাধিকা লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক কৃষ্ণকান্ত রায় আশাবাদী, ময়নাগুড়িতে ভালো বই বিক্রি হবে। হেলাপাকড়ি পদমতি ইউনিয়ন রহিমুদ্দিন হাইস্কুলের শিক্ষক তনয় মণ্ডলও একই কথা বলেন। চূড়াভাণ্ডার ভেলভেলা হাইস্কুলের শিক্ষক পঙ্কজ রক্ষিত বলেন, 'বইয়ের প্রতি মানুষকে আগ্রহী করে তুলতে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই বইমেলা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

পৌষমেলা

পৌষমেলা ফের হতে চলেছে পূর্বপল্লির মেলার মাঠে। তবে এবার পরিবেশবান্ধব মেলা হবে। ব্যবসায়ী সংগঠনের আশা, এবার ছয়দিনের মেলা হবে।

টাস্ক ফোর্সের হানা

মঙ্গলবার মানিকতলা, বাগমারি ও গুরুদাস মার্কেটে হানা দিল টাস্ক ফোর্স। শীতকালীন সবজি উঠলেও তার দাম কেন বাড়ছে, তা নিয়েও তারা খোঁজ করে। এদিনও পেঁয়াজ ৮০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

সোনা সহ ধৃত

সোমবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার আঁচলপাদা গ্রামে ৫.৯ কেজি সোনার বিস্কুট সহ এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেপ্তার করেছে বিএসএফ। এই সোনার আনুমানিক মূল্য ৪.৩৬ কোটি টাকা।

হাইকোর্টে দম্পতি

আইভিএফ বা টেস্টটিউব পদ্ধতিতে সন্তান নিতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন এক দম্পতি। নিয়মানুযায়ী স্বামীর বয়স বেশি হওয়ায় স্বাস্থ্য ভবন অনুমতি দেয়নি।

বন্ধ কারখানার জমি ব্যবহারের উদ্যোগ

বিল আসছে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বন্ধ কারখানার জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করতে চায় রাজ্য সরকার। রাজ্যে বন্ধ কারখানার অব্যবহৃত কয়েক হাজার একর জমি পড়ে রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মামলা চলার কারণে ওইসব জমি কোনও কাজেই ব্যবহার করা যায় না। এবার আইন এনে ওই জমিগুলো বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করতে আগ্রহী রাজ্য সরকার। বিধানসভার আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে এই নিয়ে বিল পেশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা বিষয়টি নিয়ে আইনজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলছেন। হাওড়া, হুগলি ও ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে এই ধরনের প্রচুর জমি রয়েছে। উত্তরবঙ্গেও এই ধরনের জমি চিহ্নিত হয়েছে। ওই জমিগুলি যদি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যায়, তাহলে আরও নতুন শিল্প সংস্থাকে সহজেই জমি দেওয়া সম্ভব হবে।

রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘এই ধরনের প্রচুর জমি অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থা বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। ওই সংস্থাগুলিকে বাণিজ্যিক কাজে জমি ব্যবহারের অনুমতি দিলে জমির সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে। সেই কারণে বিধানসভার আসন্ন অধিবেশনে এই নিয়ে বিল আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ২২ নভেম্বর বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক রয়েছে। ওই বৈঠকেই বিষয়টি চূড়ান্ত হবে।’

রাজ্যের ভাবনা

- বন্ধ কারখানার অব্যবহৃত কয়েক হাজার একর জমি পড়ে রয়েছে
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে মামলা চলায় ওইসব জমি কোনও কাজেই ব্যবহার করা যায় না
- আইন এনে ওই জমিগুলো বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করতে আগ্রহী রাজ্য সরকার
- বিধানসভার আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে বিল পেশ হওয়ার সম্ভাবনা
- রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা বিষয়টি নিয়ে আইনজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলছেন

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা বলেছেন, ‘বহু সংস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা দেখা গিয়েছে, ওই কারখানায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আনার ফলে তাদের হাতে যে পরিমাণ জমি রয়েছে, তা অতটা কাজে লাগছে না। তাই তাদের অব্যবহৃত জমি যাতে ব্যবহার করা যায়, সেই জন্যই আইন সংশোধনের চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন নানা কারণে বন্ধ কারখানার জমি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ফলে সেই জমি নষ্ট হচ্ছে।’

কয়েকদিন আগেই এই বিষয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের ল্যান্ড ব্যাংক আরও বাড়াতে এইভাবে জমির সংস্থান করার প্রস্তাব দেন তিনি। তারপরই বিষয়টি নিয়ে বিল পেশ করতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হবে। এবারও দেশ-বিদেশের শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার বহু প্রতিনিধি বাণিজ্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন বলে রাজ্য সরকার মনে করছে। কিছুদিন আগেই রাজ্যের বণিক সভাগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি তাঁর এই আশার কথা জানিয়ে দেন। বিনিয়োগ টানতে হলে সংস্থাগুলিকে তাদের পছন্দমতো জায়গায় জমি দিতে হবে। এইসব অব্যবহৃত জমি তাদের পছন্দ হবে বলেই মনে করছেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা।

আবাসের টাকা ডিসেম্বরেই

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যেই আবাস যোজনার টাকা বরাদ্দ শুরু করতে হবে। মঙ্গলবারই রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর এই নিয়ে জেলাগুলিকে নির্দেশ পাঠিয়েছে। তবে তার আগে তিনটি স্তরে হবে আবাস তালিকার অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়া। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামসভা, ব্লক লেভেল ও জেলাস্তরে তালিকা অনুমোদন দেওয়ার পরই টাকা বরাদ্দ শুরু হবে। আবাস যোজনার তালিকা প্রত্যেকটি ব্লক, মহকুমা শাসক, জেলা শাসকদের অফিসে টাঙাতে হবে ও জেলার ওয়েবসাইটগুলিতে ২৯ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে আপলোড করতে হবে। ওই সময়সীমার মধ্যেই তালিকা নিয়ে কোনও অভিযোগ হলে তার মীমাংসাও করতে হবে। আবাস যোজনার টাকার দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যজুড়ে গোলমাল হয়েছে। অযোগ্যদের নাম তালিকায় থাকা নিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে শাসকদলের নেতা ও সরকারি অফিসারদের। তালিকায় স্বচ্ছতা আনতে কিছুদিন আগেই ১১ দফার একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর তৈরি করেছে পঞ্চায়েত দপ্তর। এবার বরাদ্দ করার নির্দেশ দেওয়া হল।

উপভোক্তাদের তালিকা প্রকাশ শীঘ্রই

রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, ‘চলতি বছরেই আবাস যোজনার টাকা বিলি করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। সেই মতো দ্রুত তালিকা তৈরির কাজ চলছে। ২৯ নভেম্বর থেকেই ওই তালিকা বিভিন্ন অফিসে টাঙিয়ে রাখা হবে। আবাস যোজনা নিয়ে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে।’

২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনায় ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেয়। কিন্তু ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবর্ষে আবাস যোজনায় বরাদ্দ টাকা খরচে অনিয়মের অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে দেয়। টাকা বরাদ্দ করার জন্য একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বরাদ্দ করেনি। রাজ্যের তৃণমূল সাংসদরা এই নিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। আবাসের টাকা বরাদ্দের দাবি নিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে ধর্নাও দেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বরাদ্দ না করায় রাজ্য ওই ১১ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেবে বলে ঘোষণা করে। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় প্রায় ২০ শতাংশ নাম বাদ যায়। তা নিয়ে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ শুরু হয়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী নতুন ভাবে তালিকা যাচাই করতে নির্দেশ দেন। তিনি জানিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় সরকারের মতো অত নিয়ম রাজ্য মানবে না। রাজ্য মানবিকভাবে বিষয়টি দেখবে। কেউ বাড়ির একটি পাঁচিল পাকা করলে তাঁর বরাদ্দ বাতিল হবে না। এরপরই নতুন করে সমীক্ষা শুরু করা হয়। সোমবারই সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে।

হোটেল ভাঙার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে নির্দেশ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : ২০ নভেম্বরের মধ্যে মন্দারমণির ১৪০টি হোটেল ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যে ৩০টি হোটেলকে চিহ্নিতও করা হয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরেই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবিলম্বে জেলা প্রশাসনকে এই নির্দেশ প্রত্যাহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যসচিবের সঙ্গে আলোচনা না করে জেলা প্রশাসনকে কেন এই সিদ্ধান্ত নিল, তাও তিনি জানতে চেয়েছেন। হোটেল ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এই ব্যবসার সঙ্গে প্রচুর মানুষ জড়িয়ে আছেন। হোটেলগুলি ভেঙে দিলে তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। মন্দারমণি হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মির মমরেজ আলি বলেছেন, ‘সরকারপক্ষের কাছে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য আমরা অনুরোধ করেছি। এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হলে প্রচুর মানুষ উপকৃত হবেন।’

নিয়ম না মেনে ১৪০টি হোটেল তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই বেআইনি হোটেলগুলি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ৩০টি হোটেল চিহ্নিত করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় এসে বিষয়টি জানতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যসচিবের সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কি না, তা তিনি জানতে চান। মুখ্যসচিব বিষয়টি জানেন না বলে জানিয়ে দেওয়ার পরই ক্ষুব্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী। কেন তাঁর সঙ্গে আলোচনা না করে জেলা প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত নিল, তা নিয়ে কৈফিয়ত তলব করতে মুখ্যসচিবকে তিনি নির্দেশ দেন।

সারি সারি জিনস। কলকাতার মহাত্মা গান্ধি রোডে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

নেতাদের মুখে লাগাম দিতে কড়া তৃণমূল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : দলের মন্ত্রী-নেতা, সাংসদ ও বিধায়কদের মুখের লাগাম টেনে ধরতে কড়া পদক্ষেপ করছে শাসকদল তৃণমূল। এর আগেও এ ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে দল। তাতেও কাজ হয়নি। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে একাধিক ইস্যুতে দলের লোকেদের মুখ বন্ধ রাখতে বলেছেন। ফরমান জারি করে মুখ্যমন্ত্রী এও বলেছেন, ‘যা বলার তিনিই বলবেন।’ তারপরেও দলের লোকেদের বিভিন্ন মন্তব্য অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করায় স্বাভাবিকভাবেই তিতিবিরক্ত ও ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। হঠাৎ করে তাঁর অধীনে থাকা পুলিশ দপ্তর নিয়ে মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কদের কট্টর সমালোচনায় ঘনিষ্ঠমহলে আবার মুখ্যমন্ত্রী এ নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মঙ্গলবার দলীয় সূত্রে খবর, অবিলম্বে এঁদের মুখ বন্ধ করতে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার, তা নিতে দলের শীর্ষ রাজ্য নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দলের রাজ্য নেতৃত্ব সূত্রে জানা গিয়েছে, ‘শুধু দলের মন্ত্রী-নেতা, সাংসদ ও বিধায়কদের মুখে লাগাম পরানো নয়, দলের রাশ টেনে ধরতে যত শীঘ্র সম্ভব এ বিষয়ে বার্তাও দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তার জন্য দলের রাজ্যস্তরে বর্ধিত বৈঠক ডাকার কথাও বলেছেন তিনি। বৈঠক প্রয়োজনে ভার্চুয়াল করা যেতে পারে।

নেত্রীর এই কড়া মনোভাবের পর মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে ‘সেন্সর’ করা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। দলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মতো দলের ‘সিনিয়ার লিডারদের’ পুলিশের সমালোচনায় গলা মেলানো ও বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা মোটেই ভালো চোখে নিচ্ছেন না দলনেত্রী। দলনেত্রী মনে করছেন, দলের লোকেদের পুলিশি সমালোচনা তো বিরোধীদের অভিযোগকেই মান্যতা দেবে। তাই মুখ্যমন্ত্রী অবিলম্বে মুখ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সদ্যোজাতকে নিয়ে গেল কুকুর

বাঁকুড়া, ১৯ নভেম্বর : সরকারি হাসপাতাল থেকে সদ্যোজাতকে টেনে নিয়ে গেল একটি পথকুকুর। ঘটনাটি বাঁকুড়ার সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে ঘটেছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষজন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন।

স্থানীয় কোচডিহি গ্রামের প্রিয়া রায় নামের এক প্রসূতি সোমবার রাতে পেটের ব্যথা নিয়ে ভর্তি হন সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে। তাঁর পরিবার জানিয়েছে, রোগীকে ভর্তি করার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর ইউরিন টেস্টের কথা বলেন। ওই প্রসূতি ইউরিন সংগ্রহের জন্য বাথরুমে যান। সেখানেই তিনি একটি অপরিণত শিশুর জন্ম দেন। পরিবারের লোকজন কর্তব্যরত নার্সদের ডাকেন। তাঁদের অভিযোগ, নার্সরা আসতে অনেক দেরি করেন। এমনকি সেই সদ্যোজাতকে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে প্রসূতিকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিয়ে যান। সদ্যোজাত সেখানেই পড়ে থাকে। পরে পরিবারের লোকজন অপরিণত শিশুকে দেখতে এলে সেখানে আর তাকে পাওয়া যায়নি।

এরপর দেখা যায়, একটি কুকুর ওই অপরিণত শিশুকে মুখে করে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এতে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বচসা শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনামুখী থানার পুলিশ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বেগতিক বুঝে তড়িঘড়ি প্রসূতিকে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়। এই ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা ও কর্মীদের গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তাছাড়া হাসপাতাল চত্বরে একাধিক কুকুরকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখছে। সোমবার রাতে যাঁরা ডিউটিতে ছিলেন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা হবে। এই ঘটনায় সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা ফের প্রশ্নের মুখে।

বাবরি ধ্বংসে বন্ধ বিধানসভা

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন। প্রতি বছর এই দিনটি সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে তৃণমূল। এবার ওইদিন বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন চলবে। ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন চলার কথা। সাধারণত শনি, রবি ও ছুটির দিনে অধিবেশন বন্ধ থাকে। এই বছর সেই কারণে ওইদিন বিধানসভা ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে সরকার। ২২ নভেম্বর বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক রয়েছে। ওই বৈঠকেই এই নিয়ে চূড়ান্ত সিলমোহর দেওয়া হতে পারে।

প্রশ্নবাণ

- আসানসোলের কাছে সেন-র‍্যালে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে ভারতে সাইকেল চলার পথ সুগম করেছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকারের জামাই। কী নাম তাঁর?
- ফেলুদার প্রথম গল্প ‘ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি’-তে তোপসে সম্পর্কে ফেলুদার কী ছিল?
- আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগর যেখানে যুক্ত হয়েছে তার নাম কী?

আগের দিনের উত্তর

ইতালিয়ান ডাক্তার ফিলিবার্তো মনক্যালেরি, ডঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান, লিয়েন্ডার পেজ

ঠিক উত্তরদাতা : পিংকি মাহাতো-বালুরঘাট, পিউলি কর্মকার-শিলিগুড়ি, অমিত রায়-রায়গঞ্জ।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

রুষ্ট কোর্ট

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : শুধুমাত্র উৎসশ্রী পোর্টাল বন্ধ থাকার যুক্তিতে বদলির আবেদন খারিজ করা যায় না বলে মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। এই প্রেক্ষিতে এক শিক্ষকের বদলির আবেদন আট সপ্তাহের মধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বিচারপতির মন্তব্য, ‘শিক্ষকের আবেদন আইনসম্মত পদ্ধতিতে খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কমিশনকে।’ মামলাকারী শিক্ষকের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, ‘২০২১ সালে উৎসশ্রী পোর্টালে বদলির আবেদন জানানো হয়েছিল। তবে এখনও কর্তৃপক্ষ কোনও সুরাহা করতে পারেনি।’

১০ দফা দাবি

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : আরজি করের ঘটনার দ্রুত নিষ্পত্তি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে স্মারকলিপি জমা দিল ওয়েস্টবেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার তারা ১০ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি আদালতে জমা দেয়। তাদের দাবি, এই ধরনের ঘটনার দ্রুত বিচার না হলে মানুষ আস্থা হারাবে। তাদের সহকর্মীরাও আশাহত হবেন। তাই তারা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে এই মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি করছে। পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টের নজরদারিতে যাতে বিচারপ্রক্রিয়া চলে সেই আর্জি জানানো হয়েছে।

হেলমেট না থাকায় শাস্তি দিলেন মন্ত্রী

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১৯ নভেম্বর : রাজ্যের মন্ত্রী থেকে শুরু করে সাংসদ - সবার কাছেই পুলিশ যেন এখন চক্ষুশূল। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে পাঁচবারের সাংসদ সৌগত রায়ের মুখেও শোনা যাচ্ছে পুলিশের সমালোচনা। ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর তো পুলিশমন্ত্রী বদলের দাবি তুলে বসেছেন। এমন আবহে বিনা হেলমেটে বাইক চালানো তিন তরুণকে পুলিশের সামনে কান ধরে ওঠবস করালেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এই ঘটনায় তিনি যেন পুলিশকেই খোঁচা দিয়ে বসলেন। ঘটনাটি সোমবার কালনায় ঘটেছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, ওইদিন কালনা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সিটি স্ক্যান মেশিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠান শেষে হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে মন্ত্রী দেখেন, হেলমেট না পরে বাইকে চেপে তিন তরুণ হাসপাতালে ঢুকছে। এমনটা দেখে তিনি বাইক আরোহী ওই তিন তরুণকে দাঁড় করিয়ে বকাবকি করেন। তা দেখে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা সেখানে যান। হেলমেট না পরা ওই তিনজনকে পুলিশের সামনেই মন্ত্রী প্রথমে পথ সচেতনতার পাঠ দেন। একটি বাইকের দামের চাইতেও একজন মানুষের জীবনের মূল্য কতটা, তার তুলনা করেন। অভিযোগ, এরপরই মন্ত্রী সকলের সামনে তাঁদের কান ধরে ওঠবস করান। সেই দৃশ্য অনেকেই ক্যামেরাবন্দি করেন।

শাস্তি দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘কালীপুজোর রাতে বাইক থেকে পড়ে গিয়ে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের চার তরুণের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে তিনজন ছিল স্থানীর পারুলডাঙ্গা নসরতপুর হাইস্কুলের ছাত্র। এছাড়া রাস উৎসবের রাতে বাইক থেকে পড়ে দুজনের মৃত্যু হয়। কয়েকজন আহতও হন। এতকিছুর পরেও লেখাপড়া জানা ছেলেরা সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিনা হেলমেটে বাইক চালাচ্ছে। এটাই আক্ষেপের বিষয়।’

এই ঘটনার জেলা বিজেপির সহ সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্রর বলেন, ‘এটা মন্ত্রীমশাই করতে পারেন না। দেশে আইন ও বিচার ব্যবস্থা থাকতে তিনি কাউকে শাস্তি দেওয়ার কে?’ অন্যদিকে, সিপিএমের কালনা শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘প্রকাশ্যে ওই তরুণদের কান ধরে ওঠবস করিয়ে মন্ত্রী ঠিক কাজ করেননি।’

পুলিশকর্মীর সাক্ষ্যগ্রহণ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : আরজি কর ধর্ষণ ও খুনে পুলিশের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হল। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার এক কর্মীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়। ঘটনার দিন তিনি অকুস্থলের ভিডিওগ্রাফির দায়িত্বে ছিলেন। এদিন আরও এক সরকারি কর্মীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়। সোমবার সময় পেরিয়ে যাওয়ার কারণে এক মহিলা চিকিৎসকের সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব সম্পূর্ণ করা যায়নি। এদিন প্রথমেই তাঁর সাক্ষ্যগ্রহণ করে আদালত। দুপুর ১২টায় আদালতে আনা হয় আরজি করের ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে। এদিনও কালো কাচে ঢাকা সাদা গাড়িতে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আদালতে তোলা হয় সঞ্জয়কে। এই ঘটনায় এখনও তদন্ত চলছে বলে সিবিআইয়ের দাবি। এদিন আবার সোদপুরের ঘোলা থানার প্রাক্তন আইসি কৌশিক সরকারকে তলব করে সিবিআই।

হুমায়ুনকে চ্যালেঞ্জ ববির

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার আরও উন্নতি করতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপমুখ্যমন্ত্রী করে পুলিশ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য সওয়াল করেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এবার তাঁর এই মন্তব্য উল্লেখ না করে চ্যালেঞ্জ করলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, ‘যাঁরা এত কথা বলছেন, তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে নির্বাচনে নামুন। তারপর তাঁরা জিতে দেখান। বুঝে যাব সবকিছু। তিনি এখনও সব দপ্তর ও দলকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।’

বাহিনী মোতায়েনের দাবি পদ্মর

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বেলডাঙার সাম্প্রতিক হিংসা ও অশান্তির ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট তলব করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিকে এই ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানাল বিজেপি। মঙ্গলবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যপালের বেলডাঙা সফরের দাবি করেছেন বিরোধী

রিপোর্ট তলব রাজ্যপালের

দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে এই ঘটনায় সিমি বা পিএফআই-এর মতো নিষিদ্ধ সংগঠনের যোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে এনআইএ-র মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

বেলডাঙার হিংসা ও অশান্তির ঘটনায় এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্য সরকারকে বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বেলডাঙার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য প্রশাসন কী পদক্ষেপ করেছে, সে বিষয়ে অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন তিনি। চিঠিতে রাজ্যপাল বলেছেন, গত ১৬ নভেম্বর থেকে বেলডাঙায় যেসব ঘটনা ঘটেছে, তাতে তিনি উদ্বিগ্ন। বিভিন্ন সূত্রে তিনি যা খবর পেয়েছেন তাতে সেখানে হিংসা অব্যাহত রয়েছে। উত্তেজনা প্রশমনে ও সাধারণ মানুষের জীবনহানি ও সম্পত্তি রক্ষায় রাজ্য প্রশাসন কী পদক্ষেপ করেছে, সে বিষয়ে অবহিত করতে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন তিনি। এদিন বেলডাঙার ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি তুলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রকের কাছে দাবি জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

প্রাক্তন সেনাকল্যাণ অধিদপ্তর

(প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়)

চাকরি মেলা ঃ কলকাতা

২৯ নভেম্বর ২৪ - সকাল ৭:০০ থেকে

(সকাল ১০:০০ অবধি নিবন্ধীকরণের সময়)

স্থান ঃ সল্টলেক সেনা শিবির (নিকো পার্কের নিকট)

সল্টলেক সেক্টর ৫, কলকাতা

যে নথিপত্রগুলি প্রয়োজন ঃ-

ইএসএম আই কার্ড, সিভি/নিজস্ব তথ্যের বিবরণ সঙ্গে ছবির পাঁচটি অনুলিপি প্রয়োজন।

ইএসএম চাকরি সন্ধানকারীর সুবিধা ঃ-

শীর্ষস্থানে থাকা পিএসইউ/কর্পোরেটে (কর্মরত) নিয়োগকারীদের সহিত সরাসরি সাক্ষাৎকার

ঝামেলাবিহীন নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া

একাধিক চাকরির সুযোগের জন্য কোনোরকম অর্থ উপলব্ধির প্রয়োজন নেই।

ইচ্ছুক ইএসএম আরও নিবন্ধীকরণ করতে পারবেন kolkatajobfair29nov24@gmail.com-এ

নিয়োগকর্তাদের জন্য সুবিধা

আপনার কোম্পানির স্টলের অগ্রিম বুকিং-এর জন্য অনলাইনে নিবন্ধীকরণ করবেন - www.dgrindia.gov.in এতে।

স্টল বরাদ্দ করা হবে ‘আগে আসলে আগে পাবে’-নিয়মের হিসাবে।

আরও অনুসন্ধান এবং সহায়তার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন ঃ

যুগ্ম পরিচালক (এসই এবং সিআই)
প্রাক্তন সেনাকল্যাণ অধিদপ্তর
পশ্চিম ব্লক ৪, আরকে পুরম
নিউদিল্লি - ১১০০৬৬
টেলি ঃ (অফিস) ০১১-২০৮৬২৫৪২
ইমেল ঃ seopadgr@desw.gov.in
ওয়েব ঃ http://www.dgrindia.gov.in

ডিআরজেড (পূর্ব) কলকাতা
টেলি ঃ (অফিস) ০৩৩-২৯৫৩০১৯৫
ইমেল ঃ drzekol@desw.gov.in
ইএসএম এবং স্থান অনুসন্ধান ঃ-
ওআইসি ঃ ৭২১৭৩৬১৩৯৯
জেসিও আইসি ঃ ৯৬৮২৫৫১৮৭৪

CBC 10401/11/0015/2425

বুধবার, ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২০ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৮১ সংখ্যা

তৈরি করা বিদ্বেষ

এ সংস্কৃতি মণিপুরের নয়। ঐতিহ্য ভেঙে খানখান। নিজ সংস্কৃতির জন্য বিশ্বে পরিচিত ছিল রাজ্যটা। সেই চেহারাটাই বদলে গিয়েছে। বৈষ্ণব সংস্কৃতির ক্ষেত্র মণিপুর এখন শুধুই বধ্যভূমি। বৈষ্ণব সহনশীলতার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের একেবারে বিপরীত ছবি যেন। জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সমন্বয় ছিঁড়েখুঁড়ে হতশ্রী দশায় মণিপুর। পরস্পরের প্রতি ন্যূনতম মর্যাদাবোধটাও আর নেই। সম্প্রীতির চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। সৌন্দর্যে ছবির মতো সাজানো রাজ্যটার এখানে-ওখানে শুধুই আগুন, ধ্বংসস্তূপ।

দেড় বছর ধরে বিদ্বেষের ক্ষত যেন ক্রমশ বেশি পেকে উঠছে। নিরাময়ের চেষ্টা সেভাবে না হওয়ায় ক্ষতস্থানের অবস্থা ভয়ানক হয়ে গিয়েছে। এই ক্ষতের শুশ্রূষায় প্রথম থেকে অনীহা ছিল। জনগোষ্ঠীগুলির বৃহদাংশ সেই চেষ্টাই করেনি। প্রশাসন খানিকটা হাত গুটিয়ে বসেছিল। তাছাড়া জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিভেদকেই যেন প্রশ্রয় দিয়েছে প্রশাসন। রাজ্য সরকারের তরফে একটি জনগোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাত বেআব্রু হয়ে গিয়েছিল প্রথমেই। তাতে অন্য জনগোষ্ঠীগুলির সরকারের ওপর আস্থার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই আর।

এক মণিপুরের মধ্যে যেন দুটি পৃথক ভূখণ্ড তৈরি হয়েছে। পৃথক দুই জনগোষ্ঠী সেই ভূখণ্ডকে নিজেদের বসবাসের জন্য আলাদা করে নিয়েছে। অন্য এলাকায় পরস্পরের বসবাস দূরের কথা, যাতায়াতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নিজেরাই। সেই নিষেধাজ্ঞা কেউ একজনও অমান্য করলে জীবন দিয়ে সেই 'অন্যায়'-এর খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। আলাদা থেকেও ক্ষান্ত হচ্ছে না কেউ। বরং মাঝেমধ্যে নিজেদের তৈরি করা সীমানা পেরিয়ে অন্য জনগোষ্ঠীর বসতিতে হামলা চলছে।

নতুন করে হিংসার সূত্রপাত সেই হামলাকে কেন্দ্র করে। এতদিন আপাত শান্ত জিরিবাম জেলা সেই সুবাদে নতুন করে বধ্যভূমি হয়ে গিয়েছে। পরিণতিতে পুরো ইম্ফল উপত্যকা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সেই রাগ, ক্ষোভ এত তীব্র যে এতদিন পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ করেও রেহাই পাচ্ছে না সরকার। খোদ মন্ত্রীদের বাড়ি আক্রান্ত হচ্ছে। নিরাপদ থাকছে না মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনও।

বিজেপির ওপর ক্ষুব্ধ দলের লোকেরাই। ইম্ফলে কংগ্রেসের পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জিরিবাম জেলায় বিজেপি নেতাদের দল থেকে পদত্যাগের হিড়িক পড়েছে। পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে ওঠায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ পর্যন্ত সরকারের নিষ্ক্রিয়তার কঠোর সমালোচনা করছে। এর আগেও সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত মণিপুর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কর্ণপাত করেনি কেন্দ্র।

বিরোধীদের বারবার আবেদন সত্ত্বেও গত দেড় বছরে মণিপুরে যাননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একবার বুড়ি ছুঁয়ে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এবার নতুন করে হিংসার দাবানল জ্বলতে শুরু করায় তিনি মহারাষ্ট্রের ভোট প্রচার বন্ধ করে দিল্লি চলে গিয়েছেন। মণিপুর যাওয়ার কথা ভাবেননি। এখন অতিরিক্ত বাহিনী পাঠিয়ে বলপ্রয়োগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মণিপুরে বিভাজনের যে আগুন জ্বলে উঠেছে, শুধু দমনপীড়নে তা রোখা প্রায় অসম্ভব।

জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সদ্ভাব না হোক, সহাবস্থানের স্বার্থে নতুন করে সমন্বয়ের পরিবেশ গড়ে তোলা এখন অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। কিন্তু মেইতেই জনগোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ থাকায় সরকার সেই চেষ্টা করলেও সফল হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কেননা, মণিপুরে এই হিংসার মূলে রয়েছে হিন্দুত্ববাদকে উৎসাহিত করার কৌশল।

মেইতেই জনগোষ্ঠী পরম্পরাগতভাবে বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী। কিন্তু মণিপুরের অন্য জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভিন্ন ধর্মের প্রভাব বেশি। বিজেপি এখন শাক্ত, বৈষ্ণব, বিভিন্ন আদিবাসী, দলিত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্মাচরণকে হিন্দুত্বের ছাতার তলায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। সেটা করতে গিয়ে যে বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়ে পড়েছে, তার প্রভাবে মণিপুর এখন উত্তপ্ত। সেই দায় তাই বিজেপি ও সরকারেরই।

অমৃতধারা

অবিশ্বাসী মনের লোক কখনও শান্তি পায় না এবং যার মনে শান্তি নেই সে সুখী কী করে পাবে? তুমি যখনই কোনও কিছুতে বোঝা বোধ করবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই বোঝা ঈশ্বরের কাঁধে চাপিয়ে দাও, তাঁর বিশাল প্রশস্ত স্কন্ধ বিশ্বের সব বোঝা নেবার জন্য সদা প্রস্তুত। নীরবতার অর্থ শুধু শব্দহীনতা নয়, অবিচল, নিস্তরঙ্গ মনের অবস্থাও বোঝায়। প্রশংসায় যদি আমি আনন্দ অনুভব করি, তাহলে নিন্দায় আমি অতি সহজেই আঘাতপ্রাপ্ত হব। স্বাধীনতার নিয়মাবলি যখন তুমি গ্রহণ করতে পারবে, তখনই তুমি নিজেকে স্বাধীন বলতে পারবে। প্রত্যহ সকালবেলায় যদি তুমি কিছু সময় একান্তে নিজের চিন্তাস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করতে পার এবং ঈশ্বরকে একমনে স্মরণ কর, তাহলে তোমার সারাদিন কাটবে ম্যাজিকের মতো।

-ব্রহ্মাকুমারী

আলোচিত

যখন চারদিক থেকে হতাশা ঘিরে ধরে, তখন উঠে দাঁড়াতে হয়। নিজেকেই নিজে বলুন, চুপ করো, উঠে দাঁড়াও এবং হতাশাকে জয় করো। জীবনে তাই ঘটবে, যা হওয়ার আছে। তাই জীবনকে দোষারোপ না করে নিজের কাজ করে যেতে হবে। মনে কোরো না, দুনিয়ার সবাই তোমার বিরুদ্ধে।

-শাহরুখ খান

ভাইরাল

মায়ের সঙ্গে মোপেডে বাড়ি ফিরছিল মেয়েটি। রাস্তায় কয়েকজন ছাত্রী তাকে আটকায়। গাড়ি থেকে টেনে মেয়েটিকে নীচে ফেলে দেয়। তার ওপর চড়াও হয়। একে অপরের চুলের মুঠি ধরে টানাটানি শুরু করে। মেয়েকে বাঁচাতে আসেন মা। এক পথচারীর হস্তক্ষেপে গোলমাল থামে। হামলার কারণ জানা যায়নি।

আজ

১৯২১

অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯১০

আজকের দিনে প্রয়াত হন রুশ সাহিত্যিক লিও টলস্টয়।

সোজা-সাপটা

সলিল চৌধুরী ছিলেন একজন চিন্তক। নিজের একটা জীবনের মধ্যে তিনি নিয়েছিলেন হাজার জীবন। তাই আমি সুরকার-গীতিকারের চাইতে চিন্তাবিদ সলিল চৌধুরীকেই এগিয়ে রাখব। সলিল চৌধুরী আসলে এক এভারেস্ট।

সলিলদা শেক্সপিয়রের সাহিত্য, মনের জানলা খুলে দেন

দেবজ্যোতি মিশ্র

সংগীতের জগৎ। এ এক মহাসমুদ্র। অন্তহীন পথ চলাই এখানে জীবন। এই সংগীতের জগতে প্রথম দেখা বিস্ময়কর মানুষটি আমার বাবা। বাবাকে আমি দেখেছি বাহাদুর খাঁ, ঋত্বিক ঘটক, উদয়শংকরদের সঙ্গে। খুব ছোটবেলার স্মৃতি সেসব। কিন্তু বুঝতে পারতাম আমার বাবা খুব সহজ সরল, আমার অন্যান্য বন্ধুর বাবাদের মতো নন। যারা স্নেহশীল, যারা সংসার দেখেন, ওই কলোনি পাড়াতেই যে যার সাধ্যমতো অফিসে যান-ফেরেন, কিংবা স্কুল যান বাড়ি ফেরেন, সেরকম নয়।

দেখেছি, আমার মা মাসের মাঝবরাবর প্রায়সময় উদ্বিগ্ন মুখে থাকতেন। বাবাকে তখন দেখেছি কি অবলীলাক্রমে ওয়েস্টার্ন ম্যানুস্ক্রিপ্ট থেকে বাংলা স্বরলিপি তৈরি করছেন। খুব আশ্চর্য লাগত। পরবর্তী সময়ে সেই স্বরলিপি বাজিয়েছি। মুগ্ধ বিস্ময়ে বাবাকে আবিষ্কার করেছি যে, তিনি একজন অতীব গুণী মানুষ। মাকে জিজ্ঞেস করতাম, এরকম একটা মানুষকে নিয়ে সংসার করতে তোমার... মনে হয়নি কখনও, তোমার জীবন অন্যরকম হতে পারত! বাবার মৃত্যুর পর মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কথাটা। মা বলেছিলেন, নারে! প্রথমে ভাবতাম এসব। সবার যেমন সংসার হল আমার তেমন হল না। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, যে মানুষ আমাকে এত ভালোবাসল, তার এমন কিছু জিনিস ছিল যা দেখে আমি মুগ্ধ হতাম। এই কথা আজ লিখতে গিয়ে আমিও বিস্মিত হচ্ছি।

বাবার পরই মনে পড়ছে সলিল চৌধুরীর কথা। বাবা যদি হন ব্যাকরণের বই 'রায় অ্যান্ড মার্টিন', সলিলদা যেন আমার কাছে শেক্সপিয়রের সাহিত্য, তাঁর সনেট, তাঁর আলো... আমার মনের সমস্ত জানলা খুলে দিয়েছে। সেই আলোয় আমি সমস্ত পৃথিবীকে দেখেছি। ওই যে গানের মধ্যে আছে না, 'কারা যেন ভালোবেসে আলো জ্বেলেছিল, সূর্যের আলো তাই নিভে গিয়েছিল'। এই ভালোবাসার আলো আমি সলিল চৌধুরীর মধ্যে দেখেছিলাম। সত্যজিৎ রায়কে দেখেছি। একেবারে ভিন্ন মেরুতে। তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। অবাক হতাম এই ভেবে যে, এত-এত কাজ করে যাচ্ছেন যে মানুষটা, তিনি নির্বিকারভাবে একটা গাড়িতে করে এলেন, এইচএমভি-র ফ্লোরে ঢুকলেন এবং কাজ শেষ করে ফিরে গেলেন। যে কাজ একবার করলেন সে কাজ তিনি আর ফিরেও দেখলেন না! তাঁকে নিয়ে আমার লেখা বই 'কম্পোজার সত্যজিৎ'।

গানের পিঠে গানের মতো, কথার পিঠে কথা হয়ে একটি ঘটনার কথা মনে আসে। মৃণাল সেনের ছবি আকালের সন্ধানে। লোকেশন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও। আছেন সলিল চৌধুরী, মৃণাল সেন, রেকর্ডিস্ট দুর্গাদাস মিত্র। গান শেষ হল। হেই সামালো ধান হো, কাস্তেটা দাও শান হো। মৃণালদা ওঁর দীর্ঘক্ষণ ধরে না ফেলা সিগারেটের ছাইটা ফেললেন। চিরাচরিত ভঙ্গিমায় হাত রাখলেন বন্ধু সলিলের কাঁধে। আমি তখন সদ্য সলিল চৌধুরীর গানের ট্রুপে ভিড়েছি, সলিলদার ফ্রেন্ড সার্কেলকে কাছ থেকে কিছুই দেখা হয়নি তখনও। কিন্তু সেদিন ওই ছাই ঝেড়ে ফেলা তীব্র চোখ দুটো যখন সলিল চৌধুরীর আগুনচোখের দিকে তাকাল- স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম, আগুনের ফিজিকাল স্ট্রাকচার কাকে বলে!

মৃণালদা আগুন বুনতেন ফ্রেমে। আর সলিল চৌধুরী বুনতেন আগুনের স্বরলিপি। দুই বন্ধু চিরকাল আগুনের মতো সততাকে 'নেতা' বলে মেনেছেন। আর আগুন? তার কী সন্ধান? আগুন খোঁজে আকাল। কারণ, আকালকে সর্বাঙ্গে পোড়াতে না পারলে আগুনের জন্ম হয় না। ফিল্ম কোম্পানির গাড়িগুলো গাঁয়ের পথ বেয়ে শোঁ শোঁ করে বেরিয়ে গেল। দূরে ধানখেত। ট্রেনলাইন। সেই সবুজ ধানের খেতের উপর হেই সামালো ধান হো, কাস্তেটা দাও শান হো-র রোদের ঝিলিক। গাঁয়েরই একটা লোক গাড়িগুলোর দিকে চেয়ে স্বগতোক্তি করে, 'বাবু এয়েচেন আকালের ছবি তুলতে, আকাল তো আমাদের সব্বাঙ্গে!'

সেই 'সব্বাঙ্গ আকালের' ছবিতে এখন সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্র। অসহিষ্ণুতা আর ক্ষমতার আস্ফালন গ্রাম-নগরকে গিলে ফেলছে ক্রমশ, একটা বিশাল বিশ্বজনীন সাপের মতো। মৃণাল সেন এই সাপের সরসর ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে আর্ট। কারণ সৎ আর্টের কাজ মানুষকে নিয়েই। মানুষই পারে বিদ্রোহ করতে। মানুষই পারে আগুন জ্বালতে! আর জানতেন বলেই তাঁর জন্মদিন কখনও ফুরোয় না। অনন্ত জন্মের মধ্যে একজন মৃণাল সেন হেঁটে চলেছেন। তাঁর বন্ধু সলিলও তাই।

১৯৭৯-র সেই আকালের সন্ধানের পর, আমি মৃণালদাকে অনেকটা চিনেছি। আমি সেদিন ওই শোকের দিনেও যেন দেখতে পেয়েছিলাম মৃণালদার চোখে তাঁর ভবিষ্যৎ বক্তব্য : পৃথিবী ভাঙছে পুড়ছে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে, তবুও মানুষ বেঁচেবর্তে থাকে, 'মমত্বে, ভালোবাসায়, সহমর্মিতায়!' আমার ভুবন ছবিতে আমি কাজ করেছিলাম মৃণালদার সঙ্গে, সংগীত পরিচালক হয়ে। ছবির শেষে যখন মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে গানটি বেজে উঠেছিল, মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ যেন মিলিয়ে দিলেন দুই বন্ধু মৃণাল সেন আর সলিল চৌধুরীকে। যাঁরা মানুষের জীবনের মৃদঙ্গের তান শুনতে পেয়েছিলেন। মৃণাল শতবর্ষ পেরিয়ে এসেছেন আর সলিল শতবর্ষের দিকে আগুনের পথে হেঁটে যাচ্ছেন। দুজন মশাল। দুজন অনন্ত জীবনের বন্ধু।

গানের রানার সলিল চৌধুরী। আকাশে একসময় অনেক গানের পাখি উড়িয়েছিলেন। সুরের নানা আঙিনায় অবাধ বিচরণ ছিল ওঁর। ভালোবাসার গান, সংঘবদ্ধ হওয়ার গান, গণ আন্দোলনের গান- নানা বিষয়ে ওঁর বিচরণ সপ্রতিভ। এক শিক্ষক দিবসেই প্রয়াত হন সলিল চৌধুরী। তাঁর সংগীত সফরে দীর্ঘদিন সহযোগী-যন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছি। এমন প্রণম্য সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ। এর সূত্রপাত হয়েছিল সান ফ্রান্সিসকোর বে শহরে বঙ্গমেলায়। প্রবাদপ্রতিম গায়কের জীবনভিত্তিক এক মিউজিক্যাল থিয়েটার সেখানে হাজির করেছিলাম আমরা- জীবন উজ্জীবন। সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য আমার লেখা। সংগীত আয়োজনও আমার। যেখানে উঠে এসেছে অসমের চা বাগান থেকে সলিল চৌধুরীর মুম্বই সফরের কথা। গানে কখনও দো বিঘা জমিন তো কখনও আনন্দ ছবির জিন্দেগি ক্যায়সি পেহেলি, কখনও মধুমতী, না মন লাগে না, এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, পথে এবার নামো সাথী থেকে আহ্বান শোনো আহ্বান।

সলিল চৌধুরীকে নিয়ে সেবার একটা জীবনীভিত্তিক মিউজিক্যাল থিয়েটার করার কথা আমার মাথায় এসেছিল। এবং এই কথাটি সান ফ্রান্সিসকোর বে অঞ্চলের ডালিয়া চট্টোপাধ্যায় সেন জানতে পেরেছিলেন। সেই শুরু। নাটক পরিচালনা করেছিলেন অনিন্দ্য চক্রবর্তী। এই প্রযোজনা আরও বড় করে কলকাতা ও অন্যান্য শহরে আমরা হাজির করেছি। সম্ভবত এদেশে এটাই প্রথম সলিল চৌধুরীর জীবনভিত্তিক কোনও মিউজিক্যাল থিয়েটার।

অনায়াসে যিনি ঝড়ের কাছে রেখে যেতে পারেন তাঁর ঠিকানা। বলা ভালো রানার-এর চলার গতিকে দিতে পারেন অন্য মাত্রা, তিনি আর কেউ নন, সলিল চৌধুরী। যাঁর সুরের সলিলে ডুবেছে গোটা দেশ। আর এই সলিল চৌধুরীকে নিয়েই আমার বই, 'সলিলদা ও গানের একগুচ্ছ চাবি'।

সলিল চৌধুরী ছিলেন একজন চিন্তক। নিজের একটা জীবনের মধ্যে তিনি নিয়েছিলেন হাজার জীবন। তাই আমি সুরকার-গীতিকারের চাইতে চিন্তাবিদ সলিল চৌধুরীকেই এগিয়ে রাখব। সলিল চৌধুরী আসলে এক এভারেস্ট। আমার লেখা বইটি অন্য কারও সলিল চৌধুরীকে নিয়ে লেখা বইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। বইটি বিশেষ কোনও শ্রেণির জন্যও নয়। সকলের জন্য।

সলিল চৌধুরী অত বড়মাপের একজন কম্পোজার হয়েও কখনও তাঁর মধ্যে সেলেব্রিটি সুলভ আচরণ ছিল না। সবার সঙ্গে অনায়াসে মিশে যেতে পারতেন। সারল্য সুলভ ছিল তাঁর আচরণ। ওঁর মুম্বইয়ের বাড়িটি ছিল মিউজিশিয়ানদের জন্য অবারিতদ্বার। বর্তমান কঠিন সময়ে ওঁর এই দিকগুলোর কথা, গুণগুলোর কথাই বেশি করে মনে পড়ছে। জীবনে অনেক কিছুই শিখেছি। তার মধ্যে সলিলদা শিখিয়েছেন কীভাবে সবার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঁচা যায়। এই যে নিজেকে সেলেব্রিটি ভেবে অন্যদের থেকে দূরে থেকে বাঁচার চেয়ে সবার সঙ্গে বাঁচার যে অনাবিল আনন্দ, সেটা সলিলদার জীবনযাপনের থেকে পাওয়া। এই সলিল চৌধুরীও সংগীতশিল্পী সলিল চৌধুরীর মতোই আমার জীবনযাপনে গুরুত্বপূর্ণ।

ওঁর ইচ্ছা ছিল সুরকার কীভাবে তৈরি করা যেতে পারে, সেই বিষয়ে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক। যেখানে মিউজিক, কম্পোজিশন নিয়ে যাঁরা ভাবছেন তাঁরা সেই বিষয়ে খুঁটিনাটি সবকিছু শিখতে পারবেন। যদিও সেই ভাবনা বাস্তবে রূপ পায়নি। কিন্তু কত মিউজিশিয়ান তিনি যে তৈরি করে গিয়েছেন, আজও তাঁর গান থেকে যে কতজন কত কিছু শিখছেন, তা ভাবলে অবাক হই। আমিও গানের পাঠশালা তৈরি করেছি। ওই যে বলেছিলাম, সুতোয় বাঁধা পড়ে রয়েছি।

এক শিক্ষক দিবসে, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সালে আমার মহাগুরু সলিল চৌধুরী তাঁর হারমোনিয়াম, কত শত গান, তাঁর পিয়ানো, তাঁর কত লেখা, প্রিয় বই আর রেকর্ড ফেলে রেখে, সব মায়া আর ভালোবাসার দড়িদড়া ছিঁড়ে ফেলে চলে গিয়েছেন একেবারে নিরুদ্দেশে। আমি নেহাত তাঁর মূর্খ শিষ্য বলে তেরো-চোদ্দো বছর তাঁর কাছে সারাটা দিন পড়ে থেকেও কিছুই তেমন শিখতে পারিনি।

সলিলদা, আমাদের দেশ, রাজ্য, পৃথিবীটা আজ একদম ভালো নেই। আমাদের এখন সুরের খুব দরকার! আপনি ছাড়া আমাদের এই এত খারাপ সময়ে আর কে আছে বলুন?

(অনুলিখন)

জনমন জনমত

নীরবে পার সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ

সংগীতসাধক সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ পূর্তির তারিখ ১৯ নভেম্বর কিছুটা নীরবেই চলে গেল। তেভাগা আন্দোলন, নৌবিদ্রোহতে তাঁর লেখা গান আশ্রয় করে ভারতের জনজাগরণ এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়! গণসংগীতের পুরোধা এই মহান মানুষটি বলিউডে পা রাখার পর থেকে অসংখ্য জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন।

আন্দামানের জেলে আটক কয়েদিদের মুক্তির দাবিতে, ডাকশিল্পের ধর্মঘটে তাঁর লেখা ও সুরারোপিত গান অমর হয়ে থাকবে। তাঁর গানে যেমন পথ হারানোর কথা আছে, আছে পথে নেমেই পথ চলার কথা, আছে অধিকার বুঝে নেওয়ার কথা, সেইসঙ্গে আছে ভাগ্যের ভরসায় থাকা অসহায় মানুষের ভার কাঁধে তুলে নেওয়ার আহ্বান। এই কিংবদন্তি গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, কবি, প্রাবন্ধিকের শততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁকে নিয়ে নতুনভাবে, নতুন করে চর্চা হোক।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী
বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

দৃষ্টিহীনদের সাফল্য নিয়ে খবর প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ

১০ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের দুইয়ের পাতায় প্রকাশিত 'দৃষ্টি কমছে, ভরসা পড়ুয়াদের সখ্য' শীর্ষক খবরটি পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি নিজেও একজন পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীন শিক্ষক। দৃষ্টিহীনদের সাফল্য নিয়ে এত সুন্দর খবর করার জন্য আপনাদের প্রতিবেদক সুভাষচন্দ্র বসু সহ উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই প্রসঙ্গে বলি, আমি ২০০৭ সালের ২৯ নভেম্বর শিক্ষকতায় যোগদান করি। আমাকে নিয়ে একটি খবর করা হয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে, যা ২০০৮ সালের ৪ জানুয়ারি ব্রেইল পদ্ধতির জনক লুই ব্রেইলের জন্মদিনে প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য বাড়িঘর বদলের কারণে আমাকে নিয়ে খবর প্রকাশ পাওয়া ওই কাগজটি যে কোনওভাবেই হোক হারিয়ে গিয়েছে। চলতি মাসের ১০ তারিখে একই রকম খবর দেখে খুব আনন্দ পেয়েছি।

দৃষ্টি কমছে, ভরসা পড়ুয়াদের সখ্য

এইসব খবর দেখলেই বুঝতে পারি আমাদের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ দৃষ্টিহীনদের প্রতি প্রচণ্ড সংবেদনশীল। সেজন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষকে জানাই অকৃত্রিম অজস্র ধন্যবাদ। জনমতের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, দৃষ্টিহীনদের অনেক রকম সমস্যা আছে। সেগুলি আপনাদের কাগজে উপস্থাপন করলে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। তাতে দৃষ্টিহীনরা অনেকটাই উপকৃত হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমাদের উত্তরবঙ্গে কোনও ব্রেইল ছাপাখানা নেই। তাই কোচবিহারে একটি ব্রেইল ছাপাখানা তৈরি করা খুব দরকার। হতদরিদ্র অসহায় বেকার পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীনদের ডালভাত খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য সরকারের তরফে প্রতি মাসে সাত হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া দরকার। উত্তরবঙ্গ সংবাদ দৃষ্টিহীনদের ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং মানবিক হওয়ার কারণেই সাংবাদিকরা এ ধরনের খবর করতে পারছেন। কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, যদি দয়া করে সাংবাদিকদের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনদের বিভিন্ন সমস্যা আরও বেশি করে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে দৃষ্টিহীনদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই বাড়বে বলে আমার ধারণা। যেমন, দৃষ্টিহীনদের মধ্যে থেকে জনপ্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করা খুব জরুরি। কারণ, অনেকেই দৃষ্টিহীনদের প্রকৃত সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন না। অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষক ও সম্মাননীয় সুবিনয় দাসের খবরটি প্রকাশ করার জন্য আরও একবার বেলাকোবার প্রতিবেদক এবং উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষকে আমার অন্তরের প্রণাম ও ধন্যবাদ জানাই।

বিপদতারণ দাস
তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

উমা আমাদের স্মরণে-মননে

বিসর্জনের বাজনার পরেও দেবী দুর্গার আবাহনের প্রত্যাশায় ব্যাকুল থাকে সমগ্র বাঙালি সমাজ। কিন্তু আমাদের ঘরের উমা (দাশগুপ্ত), আমাদের মনের মণিকোঠায় থাকা পথের পাঁচালীর দুর্গা, অপুর দিদি, পর্দার দুর্গার এই বিসর্জনের পর আবাহনের বার্ষিক প্রত্যাশা আর নেই।

বোড়ালের নিশ্চিন্দপুর কিংবা বর্ধমানের পালসিটের সেই কাশবনে অপুর সঙ্গে তার দিদির ছুটে চলার পদচিহ্ন অনেক বছর আগেই মুছে গিয়েছে। কিন্তু তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন, পথের পাঁচালীর সেই আইকনিক দৃশ্য- কাশবনে দুই ভাইবোনের রেলগাড়ি দেখতে ছুটে যাওয়া, গোটা বাঙালি তথা চলচ্চিত্র সমাজের স্মৃতিপটে আজও ভাস্বর।

সেদিন পর্দায় দুর্গার মৃত্যু দৃশ্যে কেঁদে উঠেছিল চলচ্চিত্র সমাজ। দুর্গার মৃত্যুর পর ঝড়-জলের রাতের শেষে 'দুগ্গা দুগ্গা' বলে হরিহরের ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সর্বজয়ার সেই নিরুচ্চার ক্রন্দন আর সানাইয়ের সেই করুণ সুর- আজও পর্দার সামনে আমাদের শোকাচ্ছন্ন করে রাখে।

না, দুর্গার সেই মৃত্যু আমরা আজও মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু সে তো পর্দায়! তবুও কী জীবন্ত সেই চলচ্চিত্রায়ণ!

প্রায় ৭০ বছর ধরে যে দুর্গা পর্দার বাইরেও চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মণিকোঠায় জীবিত হয়েই উজ্জ্বল ছিলেন, আজ তিনি শুধু চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য থেকেই নয়, বাস্তবের চিত্রনাট্য থেকেও বহু দূরে চলে গেলেন। কিন্তু থেকে গেলেন আমাদের স্মরণে, মননে, চিন্তায় ও চেতনে। পর্দার বাইরে অপু-দুর্গার স্মৃতিচারণে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন অপু তথা সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

গৌতমেন্দু নন্দী, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৯২

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। শাস্তিদান সম্বন্ধীয় আইন ৫। বাঁকা বা চোরা চাহনি, পরোক্ষভাবে বিরুদ্ধ সমালোচনা বা শ্লেষ ৬। ঘরের সংলগ্ন ঘেরা বারান্দা বা বড় ঘর ৮। তিন ফোঁটাযুক্ত তাস ৯। মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতিবিশেষ ১১। জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে বা বিষপান করে মৃত্যুবরণের ব্রত ১৩। তুষার, বরফ ১৪। হাতির আস্তাবল।

উপর-নীচ: ১।পোকামাকড়বাপ্রাণীরপ্রচুরসংখ্যায়অবস্থানসূচক ২। নিপুণ, পটু ৩। জ্বরমুক্ত ৪। পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, জ্ঞান ৬। শতরঞ্চি, সুজনি, গুহা, কন্দর ৭। পুত্র, বালক ৮। অন্ধকার, চোখের রোগবিশেষ, ছানি ৯। ১০০ সংখ্যা, ১০০ সংখ্যক, বহু, অসংখ্য ১০। ঘনিষ্ঠ মেলামেশা বা বন্ধুত্ব ১১। দস্তা ১২। লতা ১৩। মূল সাতটি রংয়ের অন্যতম।

সমাধান ■ ৩৯৯১

পাশাপাশি : ১। হাতিয়ার ৩। নতুবা ৫। পবননন্দন ৬। শপথ ৭। সত্তম ৯। খাণ্ডবদাহন ১২। মগজ ১৩। কিলবিল।

উপর-নীচ : ১। হাতযশ ২। রবাব ৩। নন্দন ৪। বাথান ৫। পথ ৭। সন ৮। মলমল ৯। খাদিম ১০। বরজ ১১। হত্তুকি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বীরেনের বৈঠকে নেই বহু বিধায়ক

উদ্বেগ বাড়ছে উপজাতি এলাকায় ■ কটাক্ষ কংগ্রেসের

ইম্ফল, ১৯ নভেম্বর : অগ্নিগর্ভ মণিপুর। হিংসা ঠেকাতে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছে এনডিএর শরিক দল এনপিপি। পালটা শক্তি প্রদর্শনের জন্য সোমবার রাতে এনডিএ জোটের বিধায়কদের বৈঠকে ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। কিন্তু সেখানে বিধায়কদের বড় অংশের অনুপস্থিতি শাসক শিবিরের অস্বস্তি বাড়িয়েছে।

বৈঠকে মোট ২৬ জন বিধায়ক যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৪ জন সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া এনপিপির সদস্য। যদিও মণিপুর বিধানসভায় বিজেপির বর্তমান বিধায়ক সংখ্যা ৩৭। এছাড়া জেডিইউয়ের ১ এবং ৩ জন নির্দল বিধায়ক সরকারকে সমর্থন করছেন। অর্থাৎ, এনপিপি সমর্থন প্রত্যাহারের পরেও বিধানসভায় বিজেপি জোটের পক্ষে ৪১ জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবারের বৈঠকে এনপিএফের ৪ বিক্ষুব্ধ বিধায়ক বাদে মাত্র ২২ জন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। পাটিগণিতের হিসাবে অনুপস্থিত বিধায়কের সংখ্যা ১৯।

৬০ আসনের মণিপুর বিধানসভায় সরকার টিকিয়ে রাখতে বীরেন সিংয়ের অন্তত ৩১ জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে প্রায় অর্ধেক বিধায়কের অনুপস্থিতিকে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস। এক্স পোস্টে দলের মিডিয়া সেলের প্রধান জয়রাম রমেশ লিখেছেন, 'সোমবার রাতে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এনডিএ-র সমস্ত বিধায়ককে ইম্ফলে একটি বৈঠকে ডেকেছিলেন। তিনি ছাড়া, মাত্র ২৬ জন উপস্থিত হয়েছেন। এই ২৬ জনের মধ্যে ৪ জন এনপিপি-র, যার সভাপতি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করার জন্য বিজেপির জাতীয় সভাপতিকে চিঠি দিয়েছেন।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে নিশানা করে রমেশ লিখেছেন, 'দেওয়াল লিখন স্পষ্ট। কিন্তু মণিপুরের মহান সূত্রধর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যাঁকে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের যাবতীয় দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি কি সেই লেখা পড়তে পারছেন?'

গোটা ইম্ফলের রাস্তা দখল নিয়েছে আধাসেনা বাহিনী। মঙ্গলবার।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এনডিএ বিধায়কদের বড় অংশের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মণিপুরে পালাবদলের সম্ভাবনা নেই। সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের পর ৭ বিধায়কের

> দেওয়াল লিখন স্পষ্ট। কিন্তু মণিপুরের মহান সূত্রধর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যাঁকে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের যাবতীয় দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি কি সেই লেখা পড়তে পারছেন?
>
> **জয়রাম রমেশ**

দল এনপিপিতে ভাঙনের ইঙ্গিত স্পষ্ট। মঙ্গলবার বীরেন সিংয়ের ডাকা বৈঠকে হাজিরা দেওয়া ৪ বিধায়ককে কারণ দর্শানোর চিঠি পাঠানো হয়েছে।

রাজ্যের অপর বিরোধী দল কংগ্রেসের বিধায়ক সংখ্যা মাত্র ৫। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের পক্ষে অনাস্থা আনা কার্যত অসম্ভব। এদিকে অনুপস্থিত বিধায়কদের ওপর চাপ বাড়িয়েছে বিজেপিও। দলের অন্তত ১১ বিধায়কের কাছে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে। বৈঠকে গরহাজির বিধায়কদের অধিকাংশ কুকি-জো সম্প্রদায়ের। নিরাপত্তার অভাব বোধ করে তাঁরা মেইতেই অধ্যুষিত ইম্ফলে এসে বৈঠকে যোগ দিতে রাজি হননি। এদিকে তাঁদের অনুপস্থিতিতে হওয়া বৈঠকে কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যা উপজাতি গোষ্ঠীগুলির উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে মণিপুরের জঙ্গি সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্যে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী। এদিকে পার্বত্য এলাকার পাশাপাশি ইম্ফল উপত্যকায় তল্লাশি অভিযান ও অস্ত্র উদ্ধারের দাবি করেছেন উপজাতি নেতারা। তাঁদের আশঙ্কা, শুধু উপজাতি এলাকায় অভিযান হলে উপজাতিদের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়বে। তখন নিরস্ত্র কুকি-জো-রা মেইতেই সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির সহজ নিশানায় পরিণত হবে।

মঙ্গলবার পার্বত্য এলাকায় একটি কফিন মিছিল বের করেছিল বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়। সেখানে জাতি হিংসায় নিহতদের ছবি সহ নকল কফিন কাঁধে বহু মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। উপজাতি সংগঠন জোমি মাদার্স অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র লিন্ডা কিম বলেন, 'আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিষ্ক্রিয় পর্যবেক্ষক হওয়া বন্ধ করে এই নৃশংসতাকে জরুরি ভিত্তিতে মোকাবিলা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

সঙ্গিনীর খোঁজে ৩০০ কিমি পথ পাড়ি জনির

হায়দরাবাদ, ১৯ নভেম্বর : জনি জনি! ইয়েস পাপা। লুকিং ফর আ মেট? নো পাপা। টেলিং লাইজ? নো পাপা। ওপন ইয়োর ব্রেস্ট। হা হা হা!

নাম জনি হলেও সে তো আর শৈশবের সরল মিথ্যা বলতে পারে না। পারে না 'পাত্রী চাই' কলমে বিজ্ঞাপন দিতেও। কারণ, এই জনি প্রজাতিতে পুরুষ বাঘ। তার এখন সঙ্গিনী চাই। চাহিদা এতটাই যে, অচেনা প্রেমিকার খোঁজে সুদূর মহারাষ্ট্রের নান্দেদ জেলার টিপেশ্বর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য থেকে পাহাড়, নদী-নালা পেরিয়ে ৩০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে তেলেঙ্গানার নির্মল জেলায় ছুটে আসতে হয়েছে বছর ছয় বা আটের টগবগে জনিকে। সে প্রমাণ করেছে, বাঘের প্রেমও সিগন্যাল মানে না।

জনির এই দূরপাল্লার পাত্রী চাই অভিযানের শুরু অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে। রেডিও কলার লাগানো জনি তার এই সফরে জঙ্গল, চাষের জমি, এমনকি হায়দরাবাদ-নাগপুর জাতীয় সড়ক পার করেছে। তার পথের মধ্যে আদিলাবাদ আর নির্মলের কুন্তলা, সরঙ্গাপুর, মামাদা এবং পেন্বি মন্ডল পড়েছে। এখন সে তিরিয়ানি অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে বলে মনে করছেন নজরদারি বনকর্তারা।

পাত্রী-সন্ধানী জনির এহেন লম্বা সফরে বিস্মিত নন পশু বিশেষজ্ঞরা। আদিলাবাদের বনাধিকারিক প্রশান্ত বাজিরাও পাতিল বললেন, 'সঙ্গিনী খুঁজতে বাঘের লম্বা পথ পাড়ি দেওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। শীতকাল বাঘেদের প্রজননের সময়। এলাকায় সঙ্গিনী অমিল হলে পুরুষ বাঘেরা হামেশাই দূর-দূরান্তে ছুটে যায়। গন্ধ শুঁকে তারা তাদের প্রেয়সী খুঁজে বের করে। জনির মতো বাঘেরা ১০০ কিলোমিটার দূর থেকেও সঙ্গিনীর গন্ধ পায়!'

তবে খালি পেটে কী প্রেম হয়! তাই সঙ্গিনী খোঁজার ফাঁকে ইতিমধ্যে জনি পাঁচ পাঁচটি গোরু শিকার করেছে বলে জানিয়েছেন পাতিল। কিন্তু জনির লম্বা পথে জনপদ পড়লে তাতে কি বিপদ ঘটার আশঙ্কা নেই? পাতিলের কৌতুকপূর্ণ জবাব, 'প্রেমে মশগুল থাকলে বাঘ সাধারণত মানুষকে আক্রমণ করে না। তবে প্রেমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে বাধবে লড়াই, মরতে হবে!'

জনি যে পথে এগোচ্ছে, তাতে তেলেঙ্গানার আদিলাবাদের কওয়াল টাইগার রিজার্ভ তার অন্তিম গন্তব্য হতে পারে। কিন্তু সেখানে সে ঘর বাঁধবে কি না, তা নিয়ে নিশ্চিত নন সেখানকার বনাধিকারিকরা। ওই অভয়ারণ্যের প্রধান এলুসিং মেরু বললেন, 'বাঘ প্রজননের জন্য নতুন কোনও জায়গায় কিছুদিন থাকে বটে। কিন্তু সেখানে স্থায়ী বাসা বাঁধে না। এখানে জনি স্থায়ীভাবে থেকে গেলে সেটা এই অভয়ারণ্যের পক্ষে একটা মোড় ঘোরানো মুহূর্ত হবে। কারণ, ২০২২ সাল থেকে এই জঙ্গলে কোনও বাঘ নেই।'

মেলোনির সঙ্গে মোদির বৈঠক ব্রাজিলে

রিও ডি জেনেইরো, ১৯ নভেম্বর : জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে মঙ্গলবার পরের পর দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ঝালিয়ে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনেইরোতে এই বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে মধ্য এশিয়া, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, অপ্রচলিত শক্তিসম্পদের ব্যবহার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা।

বহুপাক্ষিক আদানপ্রদানের

জি ২০

পঞ্চবার্ষিকী রূপরেখা নিয়ে মতবিনিময় করেছেন মোদি ও মেলোনি। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গেও প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, মহাকাশ গবেষণা ও তথ্য আদানপ্রদান নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের আমলে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দিল্লির আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছিল। ব্রিটেনে পালাবদলের পর সেই চুক্তি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এদিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মারের সঙ্গেও মোদি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মতবিনিময় করেছেন।

আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক জোরাল করে চিনের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে ভারত। প্রধানমন্ত্রীর এই সক্রিয়তা তাই তাৎপর্যপূর্ণ। জি ২০-র প্রথম দিনের ভাষণে ২০২৩-এ দিল্লি সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়নে সাহায্যের জন্য ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা ডি'সিলভার প্রশংসা করেন মোদি। তিনি বলেন, 'গ্লোবাল সাউথের দেশগুলি বিশ্বব্যাপী সংঘাতের কারণে খাদ্য, জ্বালানি এবং সারের অভাবে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে। আমাদের আলোচনা সফল হবে সেই চ্যালেঞ্জ এবং অগ্রাধিকারকে বিবেচনা করব।'

জি২০ মঞ্চে ফের দেখা। হাসিমুখে ফোটোসেশনে নরেন্দ্র মোদি ও জর্জিয়া মেলোনি।

সংসদের শীত অধিবেশনের আগে সর্বদল বৈঠক রবিবার

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল কেন্দ্র। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এক্স পোস্টে জানিয়েছেন, বৈঠকে সরকারের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত আলোচ্যসূচি তুলে ধরা হবে। আলোচনা হবে বিরোধীদের তোলা নানা বিষয় নিয়ে। শীতকালীন অধিবেশন ২৫ নভেম্বর শুরু হবে। চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ সংসদ ভবনে হবে সর্বদলীয় বৈঠক। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ওই বৈঠকে যোগ দেবেন লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন।

এবারের শীতকালীন অধিবেশন বিভিন্ন কারণে তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। আসন্ন অধিবেশনে 'এক দেশ, এক নির্বাচন' বিল পেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে কেন্দ্র। এজন্য সরকারবিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাবে তারা। কারণ, এই বিলের জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন, বিরোধী দলগুলির বড় অংশের সমর্থন ছাড়া যা কার্যত অসম্ভব। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছেন, তাঁর সরকার 'এক দেশ এক নির্বাচন' বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। এর মাধ্যমে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। রিজিজু জানান, ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবসে সংসদের সেন্ট্রাল হলে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

অধিবেশনে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশ করারও প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। এই বিল বর্তমানে যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে রয়েছে। ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চালাচ্ছে। সংশোধনী বিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এবং বিলের উপর সাধারণ ঐকমত্য গঠনের চেষ্টা চলছে।

ভারতে আসবেন পুতিন

মস্কো, ১৯ নভেম্বর : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন খুব তাড়াতাড়ি ভারত সফরে আসতে পারেন। তবে তারিখ এখনও ঠিক হয়নি। মঙ্গলবার এই বার্তা দিয়েছেন পুতিনের প্রেসসচিব তথা ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকো। আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা স্পুটনিক একই তথ্য জানিয়েছে। নয়াদিল্লি এই বিষয়ে কিছু জানায়নি।

২০২২-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ চলছে। তারপর ভারতে আসেননি পুতিন। তিনি ভারতে শেষ বার এসেছেন ২০২১ সালে। সেবছর ৬ ডিসেম্বর ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলন হয়। সম্মেলন উপলক্ষ্যেই ভারতে আসেন।

ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকেই বিদেশ সফর সম্পর্কে সতর্ক পুতিন। ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। গত মার্চে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

পরমাণুনীতি বদল মস্কোর : আর তিন মাস হলে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ তিন বছরে পড়বে। তার আগে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির পাশে দাঁড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের দেওয়া দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়ার ফেলার অনুমতি দিল। এই পরিস্থিতিতে পরমাণু নীতি বদলাল ক্রেমলিন।

মঙ্গলবারর পুতিন রাশিয়ার পরমাণু বিধিতে সই করে জানিয়েছেন, তাঁর দেশ পরমাণু নীতি পালটাল। শুধু পরমাণু শক্তিধর দেশেই নয়, পরমাণু শক্তিধর নয় এমন দেশেও এবার হামলা চালাবে মস্কো।

রাশিয়ার বন্ধুদেশ বেলারুশে হামলা হলে রাশিয়া মেনে নেবে না। আক্রমণকারী দেশে পরমাণু বোমা ফেলতে পারে। বেলারুশের মধ্যে দিয়েই রুশ সেনা ইউক্রেনে ঢুকেছে। রাশিয়ার কিছু কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র বেলারুশে আছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন তাঁদের দেওয়া দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়ার ভেতরে যে কোনও লক্ষ্যবস্তুতে ফেলার যে সম্মতি দিয়েছেন, তার পালটা হিসেবে পরমাণু নীতির বদল ঘটিয়ে পুতিন জানিয়েছেন, কোনও দেশ রাশিয়ার ওপর আঘাত হানলে ও কোনও পরমাণু শক্তিধর দেশ সেই আক্রমণকারীকে মদত দিলে মস্কো তা যৌথ আক্রমণ হিসেবেই দেখবে।

মহারাষ্ট্রে নগদ বিলি অভিযুক্ত পদ্ম নেতা

মুম্বই ও রাঁচি, ১৯ নভেম্বর : রাত ফুরোলেই মারাঠা ভূমে বিধানসভা নির্বাচন। আগামীকাল ঝাড়খণ্ড বিধানসভার শেষ দফা ভোট। লোকসভা ভোটে ধাক্কা খাওয়ার পর হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত জয় পেয়েছে বিজেপি। ফলে এনডিএ ও ইন্ডিয়া জোটের দখলে থাকা যথাক্রমে মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডের ভোট দু-পক্ষের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ভোটগ্রহণের ২৪ ঘণ্টা আগে ভোটারদের মধ্যে টাকা বিলির বিস্ফোরক অভিযোগ উঠেছে মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতা বিনোদ তাওড়ের বিরুদ্ধে। বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তাওড়ের বিরুদ্ধে পুলিশে এফআইআর দায়ের করেছে নির্বাচন কমিশন। তাওড়ে অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

মহারাষ্ট্রে বিজেপি বিরোধী আঞ্চলিক দল বহুজন বিকাশ আঘাড়ির নেতাদের অভিযোগ, পালঘরের একটি হোটেলে বসে টাকা বিলি করছিলেন তাওড়ে।

আজ ভোট ২ রাজ্যে

খবর পেয়ে হোটেল ঘিরে ফেলেন বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা। যে ঘরে তাওড়ে ছিলেন সেখানেও ঢুকে পড়েন তাঁরা। বিরোধীদের দাবি, হোটেলে বসে ৫ কোটি টাকা বিলি করছিলেন বিজেপি নেতা। ওই ঘর থেকে কয়েক লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। বহুজন বিকাশ আঘাড়ির প্রধান তথা ভাসাইয়ের বিধায়ক হিতেন্দ্র কুমার বলেন, 'মানুষের ভোট কেনার জন্য টাকা বিলি করছিলেন বিনোদ তাওড়ে। পালঘরের বিরারে একটি হোটেলে ঘাঁটি গেড়েছিলেন তিনি।' খবর পেয়ে ছেলে ক্ষিতিশ ঠাকুরকে কর্মীদের নিয়ে ওই হোটেলে যেতে বলেন হিতেন্দ্র। তাঁর দাবি, নালাসোপারার বিধায়ক ক্ষিতিশ ও তাঁর সঙ্গীরা তাওড়ের ঘর থেকে টাকা ছাড়াও একটি ডায়েরি উদ্ধার করেছেন। তাতে ১৫ কোটি টাকা লেনদেনের উল্লেখ রয়েছে। কাকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে সেই তথ্যও রয়েছে ডায়েরিতে।

বুধবার শেষ দফায় বিধানসভার ৮১টি আসনের মধ্যে ৩৮টিতে ভোটগ্রহণ হবে। দুই রাজ্যেই ভোটগণনা ২৩ নভেম্বর।

দিল্লিকে বাঁচাতে কৃত্রিম বৃষ্টি দাবি আপের

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : দূষণের গ্রাসে দিল্লি। প্রত্যেকদিন দূষণের মাত্রা যেন বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে দূষণ মোকাবিলায় কৃত্রিম বৃষ্টির ব্যবস্থা করতে নরেন্দ্র মোদি সরকারের দ্বারস্থ হলেন দিল্লি সরকারের মন্ত্রী গোপাল রাই।

মঙ্গলবার দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই কেন্দ্রীয় সরকারকে লেখা এক চিঠিতে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানান। মন্ত্রী বলেন, 'উত্তর ভারতের ওপর ধোঁয়ার স্তর ছেয়ে গিয়েছে। এই ধোঁয়া দূর করার একমাত্র সমাধান কৃত্রিম বৃষ্টি। এটা কার্যত স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা পরিস্থিতি। প্রধানমন্ত্রীর নৈতিক দায়িত্ব বায়ুদূষণ মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ করা।' তবে রাই এও জানান, 'কৃত্রিম বৃষ্টি দূষণ দূর করার কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। কানপুর আইআইটি-র বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এই নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া শুরু করতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি প্রয়োজন।' এ বিষয়ে আপ সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে প্রস্তুত বলে তিনি জানান।

গত বছরের মতোই দিল্লি সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে কৃত্রিম বৃষ্টির প্রস্তাব দিয়েছিল। তবে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। রাইয়ের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব তাঁর পাঠানো একাধিক চিঠির কোনও জবাব দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি। রাইয়ের কথায়, 'যদি কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের পরিবেশমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।'

কৃত্রিম বৃষ্টি কীভাবে

কৃত্রিম বৃষ্টি তৈরিকে 'ক্লাউড সিডিং' বলা হয়। কৃত্রিম বৃষ্টি ঘটাতে জলীয় বাষ্প ভরা নির্দিষ্ট প্রকৃতির মেঘের মধ্যে সিলভার আয়োডাইড, পটাশিয়াম আয়োডাইড এবং শুষ্ক বরফ (জমাটবাঁধা কার্বন ডাইঅক্সাইড) মিশিয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণত ৩০ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি আনা যায়।

মঙ্গলবারও দিল্লির বায়ুর গুণমান সূচক (একিউআই) 'চরম বিপজ্জনক' পর্যায়ে ছিল। এদিন শহরের বিভিন্ন অংশে একিউআই ৫০০-এর কাছাকাছি পৌঁছোয়। যদিও 'গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান' (গ্র্যাপ)-এর চতুর্থ ধাপের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হলেও পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

স্কাইমেট ওয়েদারের আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগের উপ-সভাপতি মহেশ পালওয়াত বলেন, 'আগামী দু-তিনদিনের মধ্যে দূষণ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে বৃষ্টিপাত হলে দূষণের মাত্রা কমবে।'

বাতাসে দূষণের বিষ। মাস্ক পরে পর্যটকদের তাজ দর্শন। মঙ্গলবার আগ্রায়।

মঙ্গলবার সকালে সুপ্রিম কোর্টের কার্যাবলি শুরু হওয়ার মুখে বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কপিল সিবাল সহ বেশ কয়েকজন আইনজীবী দিল্লি ও এনসিআরের বায়ুদূষণ নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। তাঁরা শীর্ষ আদালতের কাছে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানান। সেই আবেদনের জবাবে প্রধান বিচারপতি খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমার বলেন, 'আমরা বিচারপতিদের বলেছি, যেখানে যেখানে সম্ভব, সেখানে ভার্চুয়াল শুনানি করতে।'

দিল্লি আর দেশের রাজধানী থাকবে কি না তা নিয়ে সংশয় জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

ভোটে দুই সন্তান বিধি তুলে দিলেন চন্দ্রবাবু

বিজয়ওয়াড়া, ১৯ নভেম্বর : প্রায় তিন দশক ধরে চলে আসা নিয়ম বদলে গেল অন্ধ্রপ্রদেশে। এবার থেকে দুইয়ের অধিক সন্তান থাকলেও অন্ধ্রপ্রদেশের পঞ্চায়েত এবং পুরসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কোনও অসুবিধা হবে না। রাজ্য বিধানসভায় অন্ধ্রপ্রদেশ পঞ্চায়েত রাজ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ পুরসভা আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ পাশ হয়েছে। এই দু'টি বিল আইনে পরিণত হলেই বদলে যাবে ১৯৯৪ সাল থেকে চলে আসা নিয়ম।

১৯৯৪ সালে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার রাজ্য বিধানসভায় দুই সন্তান বিষয়ক বিল পাশ করেছিল। তারপর থেকে দুইয়ের বেশি সন্তান থাকলে কেউ অন্ধ্রের পুরসভা বা পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন না। জনসংখ্যার ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৎকালীন সরকার। চন্দ্রবাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর গত ৭ অগাস্ট মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়ম বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। রাজ্যে জনসংখ্যায় ভারসাম্য রাখতে এবং আর্থসামাজিক প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে এই নিয়ম বদল বলেই মনে করা হচ্ছে।

অরুণাচলে তিন বাহিনীর মহড়া

ইটানগর, ১৯ নভেম্বর : অরুণাচলপ্রদেশের চিন সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতীয় সেনার তিন বাহিনীর যুদ্ধের মহড়া শেষ হয়েছে। গত ৮ দিন ধরে এই মহড়া 'অপারেশন পূর্বী প্রহার' চলছিল। তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই মহড়া বলে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

সম্প্রতি পূর্ব লাদাখের সীমান্ত সমস্যা চিনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মিটেছে। এবার কেন্দ্রীয় সরকারের নজর সিকিম এবং অরুণাচলপ্রদেশের দিকে। সেই লক্ষ্যে অপারেশন পূর্বী প্রহার প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই মহড়ায় যোগ দেয় বায়ুসেনার বিভিন্ন যুদ্ধ বিমান, অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার 'রুদ্র', নজরদারি হেলিকপ্টার 'চিনুক', প্রচণ্ড হেলিকপ্টার এবং বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক ড্রোন। মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন আর্মি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরসি তিওয়ারি এবং এয়ার মার্শাল আইএস ওয়ালিয়া। প্রকৃত যুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবিলা কীভাবে করতে হয় তা হাতেকলমে শিখেছেন মহড়ায় উপস্থিত তিন বাহিনীর জওয়ানরা।

ধৃত চিনা নাগরিক

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : ১০০ কোটি টাকার সাইবার প্রতারণায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক চিনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। ধৃতের নাম ফ্যাং শেনজিন। মঙ্গলবার পুলিশ জানিয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের টোপ দিয়ে প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শেনজিন। সম্প্রতি দিল্লি পুলিশের সাইবার অপরাধ পোর্টালে অভিযোগ জানিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। তাঁর থেকে সাড়ে ৪৩ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এরপরই তদন্ত এগোতে থাকে এবং পুলিশের জালে ধরা পড়েন এই চিনা নাগরিক। অভিযোগকারীর বক্তব্য, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের জন্য অনলাইনে প্রশিক্ষণ নেন তিনি। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই প্রতারকেরা তাঁকে কিছু জায়গায় বিনিয়োগের কথা বলে। এরপর সেই টাকা একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যায়। তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

তারাদের কথা

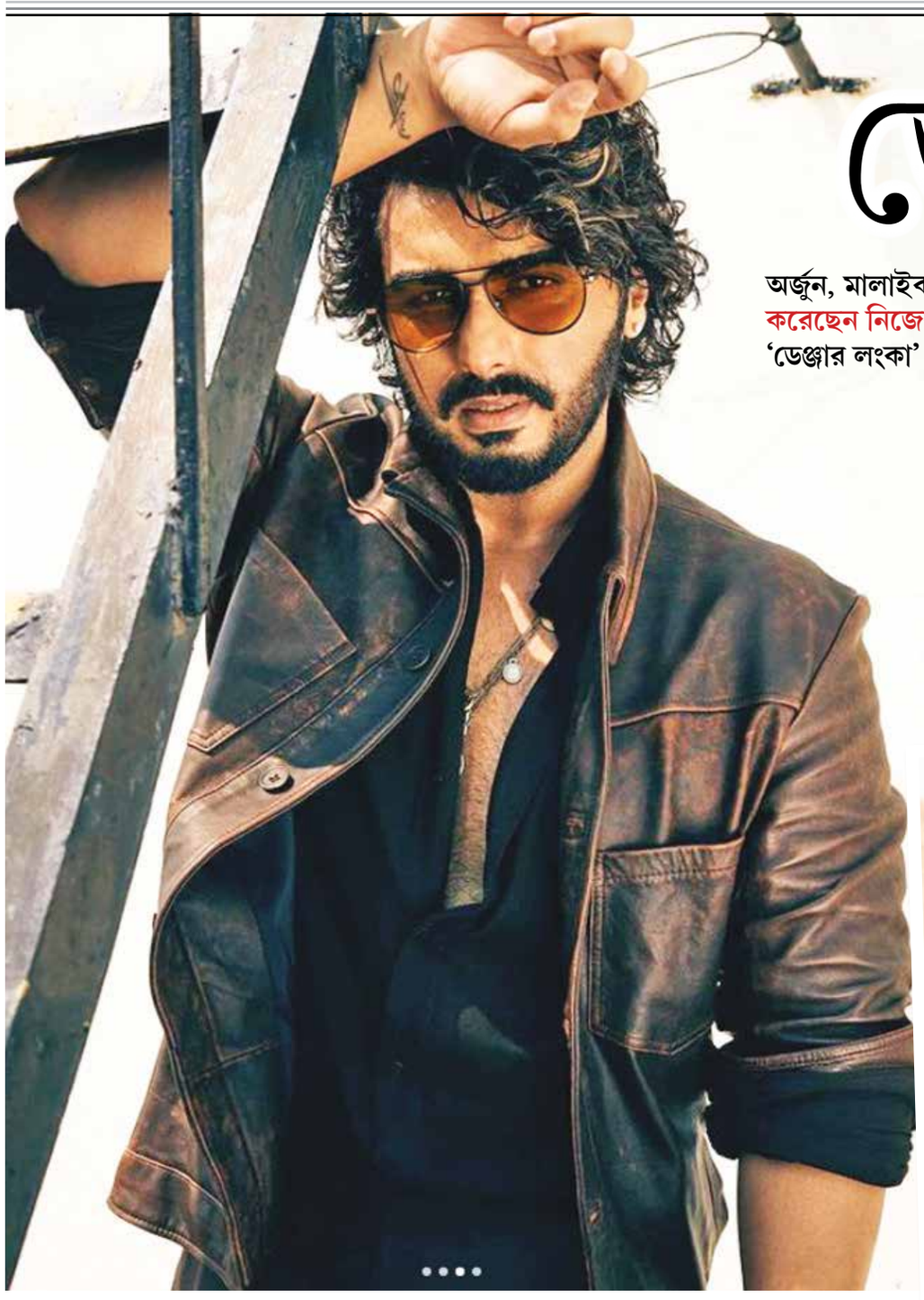

ডেঞ্জার অর্জুন

অর্জুন, মালাইকা। অসমবয়সি প্রেম। উথালপাতাল সম্পর্ক এখন থিতিয়ে। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করেছেন নিজের লক্ষ্যে। 'সিংহম এগেইন'। খলনায়ক হয়েই করেছেন বাজিমাত। ষোলোআনা 'ডেঞ্জার লংকা'। চমৎকার এবং চমকদার। অর্জুন এবার কোন পথে? লিখছেন শবরী চক্রবর্তী

শেষ পর্যন্ত জিতলেন। নেপোকিড, মালাইকা অরোরার সঙ্গে অসমবয়সী প্রেমের রসালো আলোচনা-ছবি। নায়ক হিসেবেও তেমন সফল নন। অর্জুন কাপুরের পরিচয় এতকাল এমনতরো হলেও এবার তাতে বড় দাঁড়ি পড়ল বোধহয়! রোহিত শেট্টির সিংহম ফ্র্যাঞ্চাইজির তিন নম্বর ছবি সিংহম এগেইন-এ অর্জুন কাপুর হয়েছেন ডেঞ্জার লংকা। নাম থেকেই মালুম, তিনি কে? ঠিকই। তিনি ছবির ভিলেন। রামায়ণ সামনে রেখে নির্মিত এই ছবির নায়ক অজয় দেবগণ, তিনি বাজিরাও সিংহমের ভূমিকায়। তিনি রামের প্রতীক। এছাড়া করিনা কাপুর খান সীতা, টাইগার শ্রফ হনুমান, অক্ষয় কুমার (ক্যামেও) গরুড়—এভাবে চরিত্রগুলো সাজানো হয়েছে। অর্জুন হয়েছেন রাবণের প্রতীক, ডেঞ্জার লংকা।

নায়ক হিসেবে বেশ কিছু ছবি করেছেন অর্জুন। সেগুলোর 'ওপেনিং' খারাপ নয়, তবু নায়ক হিসেবে তিনি তেমন উচ্চতায় পৌঁছোতে পারছিলেন না। খলনায়ক অর্জুন কিন্তু বাজিমাত করেছেন। যেমনটা হয়েছিল ববি দেওলের ক্ষেত্রে। অর্জুনও পারলেন। সিংহম নিয়ে অপেক্ষা ছিলই। চেনা অ্যাকশন আর ভিএফএক্সের কারসাজির সঙ্গে আরও চমক যোগ করলেন রোহিত, ভিলেন বানালেন অর্জুনকে। তাঁর উলোঝুলো চুল, একেবারেই অ-নায়কসুলভ ভারী চেহারা-- বক্স অফিসে ঝড় তুলছে। রোহিতের দাবার চাল ছিলেন তিনিই, এতে কিস্তিমাত হয়েছে। ৩৩৬ কোটির বেশি টাকা রোজগার করে ফেলেছে সিংহম। অভিভূত অর্জুনও, যদিও চেষ্টা করে নিজেকে উদাসীন রাখছেন। এক সাক্ষাৎকারে

'চিমটি কেটে দেখছি, যা হচ্ছে, তা সত্যি কি না। সাফল্য খুব দেরিতে, মাঝে মাঝে আসে, তাই এর মূল্যটা আজ বুঝি। সিংহম এগেইন-এর পর আমার পুনর্জন্ম হয়েছে বলে মনে হয়।' - অর্জুন কাপুর

বলেছেন, 'রেহিত স্যার আমাকে বলেছিলেন, তোমার এই লুকটা আমার দরকার যাতে যেকোনও সময় তোমাকে নিয়ে আমরা শুট করতে পারি। সে সময় থেকেই নিজেকে চরিত্রের মতো করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রসেস শুরু করেছিলাম।'

অর্জুন সেই সময় শারীরিক, মানসিক, পেশার দিক দিয়ে খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তেমন ছবিও পাচ্ছিলেন না যে করবেন। তবে কখনও ভাবেননি এমন ছবি তাঁর হাতে আসবে। তবে ভিলেন হওয়ার প্রস্তাব পেয়ে তাঁর মনে হয়েছে, এই চরিত্র তাঁকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে। ৫০ দিনের শিডিউল ছিল তাঁর। এ ক-দিন কারওর সঙ্গে সেভাবে কথা বলেননি, সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে শুটিং করেছেন। নিজের যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ ছিল না, সন্দেহ ছিল, দর্শক তাঁকে এই চরিত্রে গ্রহণ করবে কিনা! এর সঙ্গে ছিল একটা ভয়। চরিত্র নিয়ে, দর্শকদের নিয়ে। থেরাপির সাহায্য নিয়ে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিলেন।

সিংহম-এর সাফল্য তাঁকে গোড়ায় অভিভূত করছিল। তিনি বলেছিলেন, 'চিমটি কেটে দেখছি, যা হচ্ছে, তা সত্যি কি না।' তবে সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলেছেন। এখন তিনি বলছেন, 'আমি সাফল্য উযাপন করি না। টু-স্টেটস ১০০ কোটির ছবি ছিল, গুন্ডে ১৬ কোটি, কি অ্যান্ড কা ৭ কোটির ওপেনিং ছিল, কোনও কথাই বলিনি এই সাফল্য নিয়ে। তখন 'এ তো হবেই গোছের মনোভাব' ছিল আমার। আজ সাফল্য সেলিব্রেট করতে চাই। সাফল্য খুব দেরিতে, মাঝেমাঝে আসে, তাই এর মূল্যটা আজ বুঝি। সিংহম এগেইন-এর পর আমার পুনর্জন্ম হয়েছে বলে মনে হয়।'

ছবি সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দিলেও দর্শক তাঁর 'রাবণ'-কে গ্রহণ করেছে। ইন্ডাস্ট্রির অন্যরাও অর্জুনের প্রশংসা করছেন। তার মধ্যে সহ অভিনেতা অজয় দেবগণ আছেন। তিনি বলেছেন, 'অর্জুন এতদিনে ওর প্রাপ্য পেল'। ঠিক তেমনি রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, বরুণ ধাওয়ান, ভিকি কৌশল তাঁর কাজের প্রশংসা করছেন। অর্জুনের মতে, সবার প্রশংসা এবং ইতিবাচক শক্তির মিশেলেই তাঁর 'ডেঞ্জার লংকা' হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে।

১১ ক্লাসে পড়ার সময় অর্জুন পড়াশোনা ছেড়ে দেন। চেয়েছিলেন বি-টাউনে যোগ দিতে। তারপর ইশকজাদে এল। ছবি মুক্তির ৪৫ দিন আগে মা মোনা কাপুরের মৃত্যু হয়। ট্রমার মধ্যে ছিলেন অর্জুন। দর্শকের হাততালি, সিটি কানে গিয়েছে, কিন্তু কিছু শুনতে পাননি। তারপর অভিনয় করেছেন অভিনয়কে ভালো না বেসেই। সিংহম-এর সময়েও এই বোধ কাজ করেছিল। এবারও কি অভিনয়কে ভালোবাসতে পারবেন না? এখনও তাঁর আর ছবির ভিতরের সেই দূরত্বটাই থেকে যাবে? কিন্তু সিংহম তাঁকে সিনেমার অন্তরালে টেনেছে।

এবার মনে হয়, তিনি সিনেমাকে, অভিনয়কে ভালোবাসতে পারছেন।

একনজরে সেরা

সবরমতী ট্যাক্স ফ্রি

মধ্যপ্রদেশ সরকার দ্য সবরমতী রিপোর্ট ছবিকে ট্যাক্স ফ্রি ঘোষণা করল। এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এই ঘোষণা করে বলেন, ছবিটি ভারতের ইতিহাসের এক তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং মর্মান্তিক ঘটনার সত্যতা তুলে ধরেছে। যাতে বেশিসংখ্যক মানুষ এই ছবি দেখতে পারে, তাই এই সিদ্ধান্ত।

অজয়ের পুরোনো ছবি

অজয় দেবগন অভিনীত ও অনিস বাজমি পরিচালিত ছবি নাম মুক্তি পাচ্ছে চলতি বছর ২২ নভেম্বর। শনিবার ছবির নাম এবং পোস্টার প্রকাশ করলেন নির্মাতারা। ছবির নায়িকা ভূমিকা চাওলা ও সমীরা রেড্ডি। ২০১৪ সালে ছবির শুটিং শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সঠিক পরিবেশকের অভাবে তার মুক্তিতে এত দেরি হল।

ব্যর্থতা নিয়ে শাহরুখ

দুবাইয়ের গ্লোবাল ফ্রেইট সামিটে শাহরুখ নিজের কেরিয়ারের খারাপ সময় প্রসঙ্গে বলেছেন, বাথরুমে কেঁদেছি... এটা বিশ্বাস করতে হবে, খারাপ সময়ে পৃথিবী তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে না। জীবন নিজের নিয়মে চলে। জীবনকে দোষ না দিয়ে দেখো কী ভুল করেছ, তা সংশোধন করে এগোও।

শতবর্ষে সলিল

সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কন্যা অন্তরা চৌধুরী বলেছেন, বাবার গান সংরক্ষণের জন্যই আমার জন্ম, ছোটদের গান গাওয়ার জন্য নয়। সলিল চৌধুরী বার্থ সেন্টিনারি সোসাইটি তৈরি করেছি। পরের প্রজন্মও যাতে বাবাকে পায় তার জন্য আগামী ১০ বছরের মধ্যে বাবাকে নিয়ে মিউজিয়াম করব, সেখানে বাবার ব্যবহৃত জিনিষ থাকবে।

মাধুরীর দুই পুত্র

মাধুরী দীক্ষিত ও ডাঃ শ্রীরাম নেনের দুই পুত্র অরিন ও রায়ান মায়ের ছবি দেখে না। কিন্তু ভুল ভুলাইয়া ৩ দেখেছে। মাধুরী বলেছেন, আমেরিকায় বন্ধুদের সঙ্গে ওরা এই ছবি দেখেছে। ছবিতে ভূত-এর সাজে মায়ের পারফরমেন্স দেখে তাদের প্রতিক্রিয়া 'ভেরি গুড ভূত'। এ কথা শুনে মাধুরী বিস্মিত এবং অভিভূত।

ইমরানের কথা ভরত জানতেন?

ইমরান খানকে মেনে নিয়েছিলেন ভরত দেববর্মা? এই প্রশ্নটা কিন্তু কোটি টাকার প্রশ্ন। রাজপরিবারের অভিজাত রীতি মেনে প্রকাশ্যে একটা কথাও বলেননি। কিন্তু আজ থেকে দু'দশক আগে মুনমুন যখন তাঁর 'ভালো বন্ধু'র সঙ্গে সময় কাটানো নিয়ে বিভোর, তখন কিন্তু মুনমুনের স্বামী এই কলকাতাতেই ছিলেন।

যদিও মুনমুন কংবা ইমরান প্রকাশ্যে কেউই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে একটা কথাও বলেননি। কেউ কোথাও কোনও সিলমোহর দেননি।

তাঁরা শুধু বলেছেন যে, তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই নেই।

সেসময় কান পাতলে অনেক কিছুই শোনা যাচ্ছিল। ভরত নাকি মুনমুনের সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকেন না। এমনকি ভরত নিজে একটা সময় নাকি মুম্বইয়ে চলে যাওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। মাঝে মাঝেই গিয়ে সেখানে থাকতেন। যদিও কখনও তাঁদের সেপারেশনের বিষয়ে কিছুই শোনা যায়নি।

তবে মুনমুনের দুই মেয়ে রিয়া এবং রাইমার সঙ্গে যে প্রাক্তন পাকিস্তান ক্রিকেট অধিনায়কের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো ছিল, রিয়ার পোস্ট করা একটি ছবিই তার প্রমাণ। মুনমুন সেনের বাড়িতে সোফায় পাশাপাশি মুনমুন এবং ইমরান বসে আছেন। তাঁদের মাঝখানে বসে আছেন ছোট্ট রাইমা এবং ইমরানের কোলে বসে আছেন ছোট্ট রিয়া।

ইমরান খানকে যখন হত্যার চক্রান্ত হয়, তখন মুনমুন এবং তাঁর দুই কন্যাই তীব্রভাবে গর্জে উঠেছিলেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড, মুনমুনের স্বামী ভরতকে এ বিষয়ে একটি শব্দও খরচ করতে দেখা যায়নি।

যে ছবির প্রশংসায় মোদি, শা

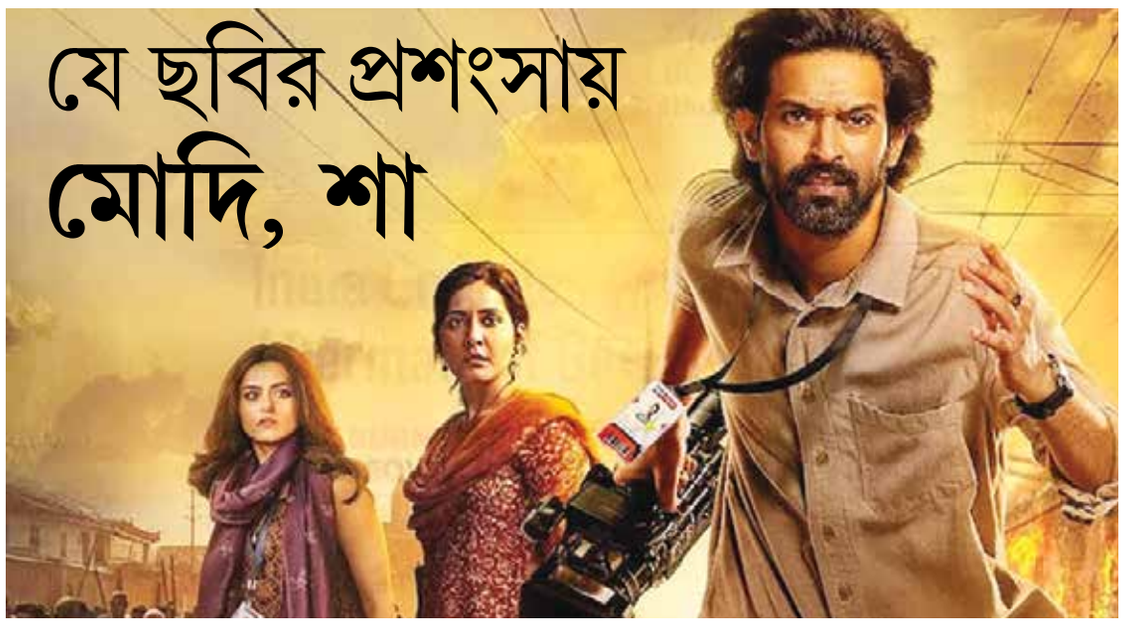

'দ্য সবরমতী রিপোর্ট।' গোধরা কাণ্ডের আসল কারণ নাকি তুলে ধরেছে এই ছবি! অন্তত দাবি তেমনটাই। সাংবাদিকদের চোখ দিয়ে দেখা চিত্রনাট্য দেখলেন 'তারাদের কথা'র সাংবাদিক শবরী।

দুর্ঘটনা? কোনও বিশেষ ষড়যন্ত্রের ফল? প্রশ্ন অনেক। এই ঘটনা অথবা দুর্ঘটনা নিয়ে বেশ কিছু ছবি হয়েছে, তকমা জুটেছে-- প্রপাগান্ডা ফিল্ম, পক্ষপাতদুষ্ট ছবি। অনেকটা এই দিক ধরেই সবরমতী ট্রেনের জ্বলে যাওয়া এবং তার পিছনে আর কোনও কারণ আছে কিনা, তার খোঁজেই একতা কাপুরের ছবি, 'দ্য সবরমতী রিপোর্ট'।

ছবির ট্রেলারে স্পষ্ট হয়েছিল, চেনা অ্যাঙ্গেল নয়, অন্যদিক দিয়ে ঘটনাটি দেখতে চেয়েছেন নির্মাতারা। সে অ্যাঙ্গেল সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এই পেশার মানুষজনই ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেছিলেন মানুষের কাছে। ছবির প্রধান অভিনেতারা অর্থাৎ বিক্রান্ত মাসে, রাশি খান্না, রিধি ডোগরা সবাই সাংবাদিক। বিক্রান্ত সত্যি তুলে ধরতে ন্যায়ের পথে যেতে চান। রিধি ইংরেজিয়ানায় ডুবে, তাঁর পদ্ধতিতে এই অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা যে চেহারা নেয়, তাতে বাস্তবতা নেই। বিক্রান্ত এর বিরোধিতা করেন। এরপর তাঁর দেখা হয় রাশি খান্নার সঙ্গে। শুরু হয় সত্যি খোঁজার সফর।

ট্রেলারে বলা হয়েছিল, সবরমতীর আগুনে পুড়ে যাওয়ার আসল কারণ উঠে আসছে ছবিতে। ছবির প্রচার শুরু হয়েছিল এভাবেই। বিক্রান্ত গোধরা-র অকুস্থল ঘুরে এসে বলেছেন, মুসলিমরা এ দেশে খারাপ নেই। আগে সম্ভবত তিনি মুসলিমদের হয়ে কথা বলেছিলেন, তাই ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যা পেয়েছিলেন। এখন তিনি বিজেপি-র বন্ধু বলে চিহ্নিত হচ্ছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর ৯ মাসের ছেলেকেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'আমি এবং আমার বাবা ভিন্ন ধর্মে বিয়ে করেছি, আমার ভাই অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে, আমরা এখনও ধর্মনিরপেক্ষ। আগেও তাই ছিলাম। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়। আগের মতো করে আর ভাবি না। পরেও হয়তো বদলে যাবে। এটাই হয়।' এই 'হুমকি' সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে

তিনি বলেছেন, '২০০২-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি কী হয়ছিল তা জগৎ-সংসার জানে। কিন্তু তার ঠিক আগের দিন ২৭ ফেব্রুয়ারিও একটা ঘটনা ঘটেছিল, তাতে ৫৯ জন করসেবক আগুনে পুড়ে মারা যায়। তাদের কথা কেউ মনে রাখেনি। সবরমতীর আগুন নিয়ে অনেক রুটি সেঁকা হয়েছে, কিন্তু ওই ৫৯ জনের মধ্যে ৩ জনের নামও আমরা জানি না। সবথেকে দুর্ভাগ্য এটাই।'

ছবির প্রস্তাব পেয়ে একটু দ্বিধায় পড়েছিলেন। এমন ছবি করা ঠিক হবে কিনা, সেটাই ভেবেছিলেন। বিক্রান্তের বক্তব্য, 'ভেবেছিলাম কোনও ধর্ম, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে হবে এই ছবি। চিত্রনাট্য পড়ে দেখলাম, তা নয়। এই ছবি সত্যিটা তুলে আনছে। ঘটনাটা আমাদের দেশে ৯/১১-র মতো। এরপর দেশে বিদেশে অনেক আলোচনা হয়, রাজনৈতিক পটভূমি বদলায়, কিন্তু কেউ এর জেনেসিস মানে আসল সত্যিটা জানতে চায়নি। এই ছবিতে সেটা আছে।'

বিশেষত্ব আছে রিধি ডোগরার চরিত্রেও। তিনি এখানে অভিজ্ঞ সাংবাদিক। তাঁর চরিত্র বাস্তবে নেওয়া একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারকে নতুন করে নিয়ে আসছে পর্দায়। গোধরা কাণ্ডের পর তখনকার আমেরিকার অ্যাম্বাসাডর রবার্ট ব্ল্যাকউইলের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক প্রণয় রায়। প্রণয় এই ঘটনার পিছনে কাদের হাত ছিল, সেদিকে আলো ফেলেছিলেন। সাক্ষাৎকারটি ছিল গভীর এবং তথ্যে ভরপুর। এই সাক্ষাৎকারকেই রিক্রিয়েট করা হয়েছে দ্য সবরমতী রিপোর্ট ছবিতে। ফলে ঘটনা-সম্পর্কিত অনেক তথ্য উঠে এসেছে ছবিতে।

ছবির প্রযোজক একতাও বলেছেন, ছবিতে মূল ঘটনা তুলে আনা হয়েছে। পরিচালক ধীরাজ সরনা। উল্লেখ্য, রাজনীতিতে গোধরা কাণ্ড বারবার এসেছে। এবার সেই আগুন পর্দায়।

১৫ নভেম্বর মুক্তি পেয়েছে দ্য সবরমতী রিপোর্ট। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া মিশ্র। বক্স অফিসে পেয়েছে সাফল্যও।

"শত চেষ্টা করেও সত্যকে কখনও অন্ধকারে চাপা দিয়ে রাখা যায় না। 'দ্য সবরমতী রিপোর্ট' সাহসিকতার সঙ্গে একটা তৈরি হওয়া ধারণাকে ভাঙতে পেরেছে। এই ছবির মাধ্যমে বহু সত্য প্রকাশ্যে আনা হয়েছে।
অমিত শা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

"ভালো লাগছে এই ভেবে যে, অবশেষে সত্য প্রকাশ্যে আসছে। সাধারণ মানুষ যাতে সত্যিটা জানতে পারেন, সেই ভাবেই ছবিটা তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা নয়, সবশেষে সত্য প্রকাশ্যে আসে।
নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

চলে গেলেন সুচিত্রা সেনের জামাতা

চলে গেলেন সুচিত্রা সেনের জামাতা এবং মুনমুন সেনের স্বামী ভরত দেব বর্মা। । মঙ্গলবার সকালে নিজের বাড়িতেই আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। শরীরে অস্বস্তি বোধ করায় দ্রুত খবর যায় ঢাকুরিয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আসার আগেই মৃত্যু হয় ৮৩ বছরের ভরতের। মুনমুনের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যের বয়স ৪৬ বছর।

১৯৭৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি বিয়ে হয় মুনমুন ও ভরতের। এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন, 'আমাদের প্রথম দেখা একটা বিয়ে বাড়িতে। আমার এক বান্ধবী নাসরিন আলিকে (মিস ক্যালকাটা) ডেট করতে এসেছিল আমার বর্তমান স্বামী।' ঘটনাক্রমে ওইদিন মুনমুনকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন ভরত। মুনমুনের কথায়, 'দেখেই মনে হয়েছিল, বাহ! ছেলেটি খুব ভালো...পুরো ম্যারেজ মেটেরিয়াল'।

ত্রিপুরার রাজ পরিবারের ছেলে ছিলেন ভরত দেব বর্মা। তাঁর মা ইলা দেবী ছিলেন কোচবিহারের রাজকুমারী, যাঁর ছোট বোন গায়ত্রী দেবী জয়পুরের মহারানি। ১৯৪১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর জন্ম হয় ইলা দেবী ও ত্রিপুরার মহারাজা রমেন্দ্রকিশোর দেব বর্মরি ছেলে ভরতের।

বাবার সঙ্গে দুই মেয়ে রাইমা ও রিয়ার সম্পর্ক খুবই ভালো। মৃত্যুর সময়ে ভরতের পাশে ছিলেন রিয়া। মুনমুন দিল্লিতে, রাইমা জয়পুরে।

ভরতের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খবর পেয়েই মুনমুনের বাড়িতে যান তিনি। তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ মুনমুনের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক তাঁর।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মুনমুন দিল্লিতে, রাইমাও দিল্লিতে। এখানে রিয়া আছে। ওদের বন্ধুরা আছে। আমার সঙ্গে মুনমুনের কথা হয়েছে। ও বেচারা জানতো না। হয়ত প্রেসের মাধ্যমেই খবরটা পেয়েছে। ভরত আমাকে খুব ভালোবাসতো। এটা বিরাট ক্ষতি, হঠাৎ করেই মারা গেছে। আমি নিজের একজন শুভাকাঙ্খী, একজন আত্মীয়কে হারালাম।'

নতুন বছরে পুরভোটের জল্পনা

২০২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর নির্বাচিত বোর্ডের মেয়াদ ফুরোনোর পর থেকে চার সদস্যের প্রশাসক বোর্ডের হাত ধরেই চলছে পুরসভা। প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডেই পুর পরিষেবা থেকে উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়েছে। নাগরিকদের হাজারও সমস্যা থাকলেও এনিয়ে অবশ্য প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না কেউ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : ধূপগুড়িবাসী ২০১৭ সালের অগাস্ট মাসে শেষবার পুরভোট দিয়েছিলেন। মাসখানেক পর ১৪ সেপ্টেম্বর শপথ নেয় সর্বশেষ নির্বাচিত পুরবোর্ড। এরপর দুটো লোকসভা নির্বাচন, একটি উপনির্বাচন ধরে দু'বার বিধানসভা নির্বাচন, দু'বার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন হচ্ছে না ধূপগুড়ি পুর নির্বাচন। এর মাঝে ২০২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর নির্বাচিত বোর্ডের মেয়াদ ফুরোনোর পর থেকে চার সদস্যের প্রশাসক বোর্ডের হাত ধরেই চলছে পুরসভা। প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডেই পুর পরিষেবা থেকে উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়েছে। নাগরিকদের হাজারও সমস্যা থাকলেও এনিয়ে অবশ্য প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না কেউ। উলটে শহরজুড়ে মোড়ের মাথার চায়ের আড্ডা থেকে এলিট বিদ্বজ্জনদের ঠেক- সব জায়গাতেই পুরভোট নিয়ে হয় চরম ক্ষোভ না হলে চরম বিরক্তি শোনা যায়। বিরোধী দলগুলিকেও এনিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া ছাড়া আর কোনও আন্দোলনে শামিল হতে দেখা যায়নি। বরং শাসকদলের অন্দরে কিছুটা হলেও পুরভোট নিয়ে জল্পনা ও আগ্রহ শোনা যায়।

তৃণমূলের টাউন ব্লক সভাপতি সাগ্নিক দাস বলেন, 'পুরভোটের সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। যে কোনও সময়ে পুরভোটে লড়াই করার জন্যে আমরা প্রস্তুত।' চলতি বছর আর পুরভোট সম্ভব নয় বলেই মত শাসক-বিরোধী দুই শিবিরেই। তবে আগামী বছর গোড়ায় ভোট হবে কি না তা নিয়ে নিশ্চিত নন কেউ। তবে সূচি অনুসারে আগামী বছর ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। যদি ভোট করাতে হয় তাহলে তার আগেই করতে হবে। সেক্ষেত্রে জানুয়ারি মাসে ভোট সম্ভব হলেও শীতকালে দিনের আলো খুব কম থাকায় সে সময় সাধারণভাবে ভোট এড়াতে চায় প্রশাসন। সেক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক গড়িয়ে ভোট করাতে হলে এপ্রিলের আগে সম্ভব নয়। শাসক নেতারা প্রস্তুতির দাবি করলেও জোড়াফুল শিবিরের অন্দরের খবর, ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সবক'টি ভোটে শহরে বড় ভোটের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকাই ধূপগুড়ি পুরভোটের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বছর বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায় জয়ী হলেও শহরে ১৮০০ ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটে শহরে বিজেপির লিড বেড়ে দাঁড়ায় ৬৯৩৬ ভোট। শহরের ১৬টি ওয়ার্ডেই এগিয়েছিলেন পদ্ম প্রার্থী। বর্তমান বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি কৃষ্ণদেব রায় বলেন, 'ভয়, কারচুপি এবং পুলিশ দিয়ে গায়ের জোরে ভোট না করালে ধূপগুড়ি শহরে ভোটে জিতে পুরবোর্ড দখল করা তৃণমূলের পক্ষে অসম্ভব।'

যদিও শাসক নেতারা জোর গলায় দাবি করেন লোকসভা বা বিধানসভার চাইতে পুরভোটের প্রেক্ষিত আলাদা হওয়ায় বোর্ড দখলে সমস্যা হবে না তৃণমূলের। অনেকে মনে করেন মাদারিহাট সহ ছয় বিধানসভা উপনির্বাচনে ভালো ফল হলে জানুয়ারিতেই পুরভোট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অন্তত মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফরের পর এমন সম্ভাবনা আরও জোরালো বলেই মনে করছেন অনেকে। নতুন বছরের গোড়ায় পুরভোট জল্পনা নিয়ে সিপিএমের ধূপগুড়ি এরিয়া কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত মজুমদার বলেন, 'ধূপগুড়িতে যা চলছে তা নিন্দারও অযোগ্য। মানুষের মতামতকে অগ্রাহ্য করে গণতন্ত্রকে ধর্ষণ এবং হত্যা করে গায়ের জোরে একটি পুরসভা চালাচ্ছে তৃণমূল। এর শেষ হওয়া দরকার।'

পরিষেবা অমিল

- দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে না ধূপগুড়ি পুর নির্বাচন
- শহরজুড়ে মোড়ের মাথায়, চায়ের আড্ডা থেকে সব জায়গায় পুরভোট নিয়ে চর্চা
- শাসকদলের অন্দরে কিছুটা হলেও পুরভোট নিয়ে জল্পনা ও আগ্রহ শোনা যায়
- আগামী বছরের গোড়ায় ভোট হবে কি না তা নিয়ে নিশ্চিত নন কেউ

- মাদারিহাট সহ ছয় বিধানসভা উপনির্বাচনে ভালো ফল হলে জানুয়ারিতেই পুরভোট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল

শান্ত করলায় দুরন্ত শৈশব। *মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।*

ইন্দিরা স্মরণ

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধির ১০৮তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন জেলা কংগ্রেসের তরফে সকালে শিরীষতলায় অবস্থিত ইন্দিরা গান্ধির আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করেন জেলা সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত, এছাড়াও নির্মল ঘোষদস্তিদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এরপর রাজীব ভবনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ছবিতে মাল্যদান করা হয়। শেষে ইন্দিরা গান্ধির জীবন এবং রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে অমিত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে নয়াবস্তি মোড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন হয় দিনটি। ৯ নম্বর ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ধর্ম এবং শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা সভা হয়। অঙ্কন প্রতিযোগিতা শেষে কম্বল বিতরণ করা হয় ও সন্ধ্যায় সংগীতানুষ্ঠান হয়।

মানবিক উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : এলাকার এক বিশেষভাবে সক্ষম তরুণকে হুইলচেয়ার দিয়ে নজির গড়ল মিলঝিল ক্লাব। মঙ্গলবার ক্লাবের তরফে অশোকনগর অঞ্চলে এই মানবিক উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিছুদিন আগে চলাফেরায় অক্ষম সম্রাট সরকারের পরিবার ক্লাব সদস্যদের কাছে সাহায্য চেয়েছিল। এদিন ক্লাবের তরফে বাড়িতে গিয়ে সম্রাটকে একটি হুইলচেয়ার দেওয়া হয়। সম্রাটের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন ক্লাব সদস্যরা।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে দোকানে ফিরছেন ব্যবসায়ীরা

আগুন নিয়ন্ত্রণে রাতভোর

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : ময়নাগুড়ি শহরের দেবীনগর মিলপাড়ায় পাট গুদামে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত চলল আগুন নেভানোর কাজ। দমকলের জলপাইগুড়ির ডিভিশনাল অফিসের ইনচার্জ রামেশ্বর পান্ডের নেতৃত্বে দমকলের আধিকারিকরা এদিন বেলার দিকে ঘটনাস্থলে আসেন। দীর্ঘ সময় ধরে এলাকা ঘুরে দেখেন তাঁরা। গুদাম ভাড়া নেওয়া পাট মালিকদের সঙ্গেও কথা বলেন। সোমবার বিকেলে ময়নাগুড়ি শহরের বুকে একটি পাটের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি ও মালবাজার থেকে দমকলের ৫টি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। ঘটনার পর মিলপাড়া ও সুভাষনগর এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছিল। এদিন সকালে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের আধিকারিক নিতাই শীলের কথায়, 'আগুন পুরোপুরি নেভাতে মঙ্গলবার ভোর হয়ে গিয়েছে। পাটের ভেতর যাতে কোনওভাবে নতুন করে আগুন জ্বলে না ওঠে সেইজন্য আর্থমুভারের সাহায্যে সব পাট সরিয়ে জল দেওয়া হয়।' অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার একদিন পেরিয়ে গেলেও কীভাবে এই আগুন লাগল তা স্পষ্ট নয়। তবে আগুন লাগার মিনিট দুয়েক আগে গুদামের একটু দূরে থাকা ট্রান্সফর্মারে বিস্ফোরণ হয়েছিল। এরপর সেখান থেকে আগুন অনেকটা দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। তাই এইভাবেই পাটের গুদামে আগুন ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি করে জোরালো হচ্ছে।

গুদাম ভাড়া নেওয়া রাজু সাহা ও বাপি সরকার প্রমুখ বলেন, 'গুদামে বিদ্যুতের মেইন সুইচ বন্ধ রাখা হয়। তাও কীভাবে আগুন লাগল সেটা আমাদের কাছেও পরিষ্কার নয়।' অগ্নিকাণ্ডের জেরে গুদামের পাশে ১২টি দোকান সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিটি দোকান থেকেই তাড়াতাড়ি যাবতীয় সামগ্রী সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। এদিন সকাল থেকে সবাই নিজেদের দোকান মেরামত করে নিজেদের সামগ্রী দোকানে আনতে শুরু করেন। পুড়ে যাওয়া গুদামটির পাশেই পানের দোকান রয়েছে পার্থ ঘোষ নামে এক ব্যক্তির। তিনি বলেন, 'গুদামে আগুন লাগার পর দোকানের সব সামগ্রী সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর অল্প অল্প করে সামগ্রী দোকানে নিয়ে আসা শুরু করেছি।' এক কাপড় ব্যবসায়ী সুদীপ্ত মাজি বলেন, 'দোকানের সবকিছু বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় কিছু জিনিস নষ্ট হয়েছে।'

দোকানে সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। ময়নাগুড়িতে।

> আগুন পুরোপুরি নেভাতে মঙ্গলবার ভোর হয়ে গিয়েছে। পাটের ভেতর যাতে কোনওভাবে নতুন করে আগুন জ্বলে না ওঠে সেইজন্য আর্থমুভারের সাহায্যে সব পাট সরিয়ে জল দেওয়া হয়।
>
> – নিতাই শীল, *আধিকারিক*

আবর্জনা সাফাইয়ে উদাসীন পুরসভা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৯ নভেম্বর : এমনিতেই মাল শহরে পর্যাপ্ত খেলার মাঠের অভাব। উপরন্তু একটি মাঠ বর্তমানে সম্পূর্ণ আবর্জনার দখলে। উৎসব পেরিয়ে গিয়েছে, তবুও আবর্জনামুক্ত হয়নি কলোনি ময়দান। শহরে অডিটোরিয়াম না থাকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য এই মাঠের উপরেই ভরসা করে থাকতে হয় বিভিন্ন স্কুল এবং সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোকে। কিন্তু বর্তমানে সেই মাঠের চেহারা দেখে অভিযোগ উঠছে পুরসভার দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে।

মাল শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত কলোনি ময়দান। এই মাঠটি আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দান বলেও পরিচিত। উৎসবের মরশুমে দুর্গাপুজো, কালীপুজো ছাড়াও রথের মেলা, শিল্পমেলা সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অনুষ্ঠানের জন্য মাঠটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু, অনুষ্ঠানের পর মাঠটি যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়। মাঠে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে আবর্জনা। আর সেই মাঠের পাশে যেমন রয়েছে পানীয় জলের কারখানা, তেমনি রয়েছে স্কুল এবং পুরসভার একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। স্বাভাবিকভাবেই সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্কুলে পড়াশোনা হচ্ছে। সেই পরিবেশেই নিজেদের মানিয়ে নিয়ে কাজ করছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। উৎসবের মরশুম ছাড়াও সারাবছরই আরআর প্রাথমিক স্কুলের রান্নাঘর লাগোয়া জায়গায় আবর্জনার স্তূপ থাকে। যা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন পুরসভায়। মাঠটির বর্তমান অবস্থা শিশুদের খেলার একদম অনুপযুক্ত। দাবি উঠছে, শুধু আবর্জনা সাফাই নয়, কলোনি ময়দানকে খেলার উপযুক্ত করতে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে পুরসভাকে।

এদিকে, আগামী ২৪ নভেম্বর বিভিন্ন চা বাগানের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান একল বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা এই মাঠেই। কিন্তু এরকম মাঠে কীভাবে সেই কর্মসূচি হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রসঙ্গত, মাল শহরে পুরসভার নিজস্ব কোনও খেলার মাঠ নেই। সেহেতু বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্কুলের মাঠগুলোই ভরসা।

স্থানীয় বাসিন্দা অচিন্ত্য দত্ত বলেন, 'শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত কলোনির ময়দানের চেহারা ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সমতুল্য। মাঠের উন্নয়নের বিষয়ে ভাবছে না কেউ। আবর্জনা থেকে যে কোনও মুহূর্তে বিষক্রিয়া হতে পারে মিড-ডে মিলের খাবারে।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্কুল পড়ুয়ার কথায়, 'আমাদের ক্রিকেট খেলার মরশুম শুরু হয়েছে। তবে মাঠের এই আবর্জনার জন্য আমরা খেলা শুরু করতে পারছি না।' মাল টাউন বিজেপির সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'পুরসভা নাগরিক পরিষেবা প্রদান করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মাঠের এই আবর্জনা অনেকদিন আগেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা।'

এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার উমা দে দাস বলেন, 'পুরসভার তরফে শীঘ্রই মাঠ পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।'

পিএফ সমস্যা সংসদে তুলবেন মনোজ

বাগান মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : চা বাগানের শ্রমিকদের পিএফ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পিএফ কমিশনার পবন বনসালের সঙ্গে বৈঠক করলেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। কোন চা বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কত টাকা পিএফ বকেয়া রেখেছে, কর্তৃপক্ষের কাছে সাংসদ তার হিসেব চাইলেন। একইসঙ্গে পিএফ দপ্তর এখনও পর্যন্ত কোন কোন চা বাগানের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের টাকা বকেয়া রাখার জন্য থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তার নামের তালিকাও চাইলেন মনোজ। শুধু তাই নয়, শ্রমিকরা অবসর গ্রহণের পর পিএফের টাকা দপ্তরে নিতে এসে দালালদের শিকার হচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেছেন মনোজ। এদিন পিএফ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মনোজ বলেন, 'শ্রমিকদের পিএফের টাকা সময়মতো জমা দিচ্ছে না একাংশ বাগান মালিক। আমি কমিশনারের থেকে জানতে পেরেছি পিএফ কমিশনার এই সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু চা বাগান মালিকের নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। কিন্তু চা বাগান মালিকদের সঙ্গে শাসকদলের সুসম্পর্কে থাকার কারণে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। আমি এই সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় তথ্য পিএফ কমিশনারের কাছে চেয়েছি। এই বিষয়টি আমি সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে তুলে ধরব।'

পিএফ দপ্তর সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলা মিলিয়ে শ্রমিকদের প্রায় ২০ কোটি টাকা জমা পড়েনি। প্রায় পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে শ্রমিকদের এই বকেয়া রয়েছে। নিয়ম মেনে চা বাগানের শ্রমিকদের পিএফের টাকা জমা না দেওয়ার কারণে দুই জেলা মিলিয়ে প্রায় ২০টি চা বাগানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জমা দিয়েছে পিএফ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তারপরেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। শ্রমিকদের এই সমস্যা নিয়ে এদিন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন মনোজ। জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পিএফ কমিশনার বলেন, 'আলিপুরদুয়ারের সাংসদ এসেছিলেন। তিনি যে তথ্য চেয়েছেন আমরা সেগুলো তাঁকে ই-মেল মারফত পাঠিয়ে দেব। চা বাগানের শ্রমিকদের পিএফের টাকা বকেয়া থাকার কারণে আমরা ইতিমধ্যে বেশ কিছু চা বাগানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। এটা একটা গুরুতর অপরাধ। আইন অনুযায়ী এক্ষেত্রে ছয় মাসের জেল পর্যন্ত হতে পারে।' সাংসদের দালালের অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশনার জানান, এখন পিএফের টাকা পেতে হলে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রতিটি পিএফ অ্যাকাউন্টের নির্দিষ্ট আইডি নম্বর রয়েছে। সেটি দপ্তরের ওয়েবসাইটে দিলেই বিস্তারিত জানা যায়।

পিএফ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ। মঙ্গলবার।

ট্রেড লাইসেন্স যাচাইয়ে পুর অভিযান

ধূপগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : মঙ্গলবার ধূপগুড়ি পুরসভার ট্রেড লাইসেন্স বিভাগের তরফে শহরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে অনেক ক্ষেত্রেই ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া কিংবা মেয়াদ উত্তীর্ণ ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করার প্রমাণ মিলেছে। এমনকি অনেকেই কৃষি দপ্তরের অনুমতি নিলেও পুরসভার ট্রেড লাইসেন্স ছাড়াই শহরে আলুবীজ বিক্রির দোকান খুলে বসেছেন বলেও এদিনের অভিযানে জানতে পেরেছেন পুর আধিকারিকরা।

ধূপগুড়ি পুরসভা

এদিন প্রায় পঞ্চাশটি দোকানে হানা দেন পুর আধিকারিকরা। যার মধ্যে অনিয়মের সংখ্যা প্রচুর। ধূপগুড়ি পুরসভার নিজস্ব তহবিলের সংকট কাটাতে শহরজুড়েই ট্রেড লাইসেন্স পরীক্ষা এবং নবীকরণের বিষয়ে জোর দেওয়ার লক্ষ্যেই এদিন থেকে পর্যায়ক্রমে এই অভিযানের সূচনা।

এবিষয়ে পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'ট্রেড লাইসেন্স ফি পুরসভার নিজস্ব আয়ের অন্যতম জায়গা যা থেকে মানুষের কাজই করা হয়। প্রাথমিকভাবে অভিযানের মাধ্যমে এবিষয়ে ব্যবসায়ীদের সচেতন এবং সতর্ক করা হবে। পরিস্থিতি না বদল হলে আমরা কড়া পদক্ষেপ করার কথা ভাবব।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	–	২
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৫
ও নেগেটিভ	–	০

ভগ্নদশা একমাত্র নৃসিংহ মন্দির

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : পুরাণ মতে দেবতাদের রক্ষার্থে যুগে যুগে নবরূপে অবতীর্ণ হন ভগবান বিষ্ণু। তাঁরই একটি রূপ হিরণ্যকশিপু নিধনকারী নৃসিংহদেব। যে রূপ খুবই জাগ্রত বলে বিশ্বাস করেন সনাতন ভক্তগণ। সেই নৃসিংহদেবের পুজো হয়ে আসছে জলপাইগুড়ি শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের জয়ন্তীপাড়ায়। প্রায় শতাব্দী প্রাচীন এই সিংহ-মানবরূপী নৃসিংহ রূপের মন্দিরে আশীর্বাদ পেতে শহর ও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন ভক্তরা। কিন্তু সেই মন্দিরেরই এখন করুণ দশা। টিন চুইয়ে জল পড়া থেকে শুরু করে চুরির ঘটনা কোনও কিছুই বাদ যায়নি। জঙ্গল এবং আগাছা ঘেরা এই মন্দিরের সংস্কারের দাবি তুলছেন জয়ন্তীপাড়া সহ শহরের মানুষজন। জেলার তথাকথিত একমাত্র নৃসিংহদেবের মন্দির পুরোনো মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। জেলার মধ্যে একমাত্র নৃসিংহ মন্দির সংস্কারের প্রয়োজন বলে জানালেন মন্দিরের পুরোহিত যতীন্দ্রনাথ দাসও।

অসম থেকে আসা গোপাল বুড়ি নামে এক মহিলা এই মন্দিরের স্থপতি বলে জানা যায়। তিনি এবং পরবর্তীতে বিনয় সাহা এই মন্দির পরিচালনার কাজ চালিয়ে যান। শতাব্দী প্রাচীন হলেও দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত বলে জানান যতীন্দ্র। প্রতিদিন রাখালদেবীর থেকে এসে মন্দিরের নিত্যপুজো সারেন বছর পঁচাত্তরের যতীন্দ্র। কিন্তু বন্ধ মন্দির থেকে ঠাকুরের সকল বাসন এবং অন্যান্য আসবাব প্রায় দিনই চুরি হয়ে গিয়েছে। মাটির মূর্তি এখনও মন্দিরে থাকলেও মূল অষ্টধাতুর মূর্তি, নারায়ণ শীলা চুরির ভয়ে প্রধান পুরোহিতের বাড়িতেই থাকে। পুজোর সময় সেটি মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। শুধু তাই নয় ওই মন্দির চত্বরে অসামাজিক কাজও লেগেই থাকে বলে অভিযোগ। মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় ভগ্নদশা। নিত্যপুজো হলেও প্রচারের অভাবে লোক সমাগম কম থাকায় শহরের অন্যান্য মন্দিরের মতো এই মন্দিরটির যত্ন হয় না বলেই মত স্থানীয় বাসিন্দা রুক্মিণী সরকারের। মন্দির কমিটি এবং স্থানীয়রা নিজস্ব উদ্যোগে বেশ কিছু মন্দির সংস্কার করলেও বর্তমানে তার অবস্থা সুখকর নয় বলেই জানান তিনি।

স্থানীয় কাউন্সিলার ও মন্দির কমিটির সদস্য মণীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'নৃসিংহদেবের মন্দির জেলায় আরও অন্য কোনও অঞ্চলে আছে বলে আমার জানা নেই। এটি শতাব্দী প্রাচীন একটি মন্দির। আমরা চেষ্টা করছি মন্দিরটি পুনর্গঠন করার। আমরা পাড়ার সকলে মিলে এই মন্দির সংস্কারের একটা পরিকল্পনা নিয়েছি। এছাড়াও মন্দির চত্বরে চুরি এবং অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে পুলিশের কাছেও অভিযোগ করে রেখেছি আমরা।' মন্দিরের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন উপায়ে আর্থিক সংস্থানও করছেন তাঁরা বলেও জানান কাউন্সিলার।

নৃসিংহদেবের মন্দির জলপাইগুড়ির জয়ন্তীপাড়ায়।

রাস্তার দু'পাশে বিপজ্জনক শুকনো গাছ

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : রাস্তার দু'ধারে বিপদ বাড়াচ্ছে শুকনো গাছ। যে কোনও সময় বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। ময়নাগুড়ি শহরের ওপর প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে এমনটাই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। একাধিক গাছ ভেঙে বিপত্তিও ঘটেছে। তবুও কোনও হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের। ময়নাগুড়ি শহরের দুর্গাবাড়ি মোড় থেকে রাজ্য সড়ক সোজা চলে গিয়েছে জলপাইগুড়ির দিকে। এই পাকা রাস্তার উপর ব্যাংক মোড় থেকে টানা ইরিগেশন অফিস পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার দু'ধারে দশ থেকে পনেরোটি গাছ এমন বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুকনো গাছগুলি যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। পূর্ত দপ্তরের জলপাইগুড়ি হাইওয়ে ডিভিশনের এগজিকিউটিভ অফিসার অজয়কুমার সিং বলেন, 'শীঘ্রই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

পথচারী এবং বিভিন্ন যানবাহনের উপর একাধিকবার শুকনো গাছের একাংশ ভেঙে পড়েছে। পূর্ত দপ্তরের এই সড়ক ময়নাগুড়ি শহরের ট্রাফিক মোড় থেকে দুর্গাবাড়ি মোড় হয়ে সোজা চলে গিয়েছে জলপাইগুড়ির। শহরের ব্যাংক মোড় থেকে মাচা ইউনিট হয়ে ইরিগেশন অফিস পর্যন্ত এক কিলোমিটার রাস্তা পার্শ্বস্থ এই গাছগুলো বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এক দিকে পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড। অন্যদিকে পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ড।

স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, কয়েকদিন আগে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। সেই সময় বিপজ্জনকভাবে একটি শুকনো গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। এমন ঘটনার কথা আরও অনেকেই জানিয়েছেন। পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রিনা বিশ্বাস বলেন, 'বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটি গাছ। মাঝেমধ্যেই ছোটখাটো ঘটনা ঘটছে। যে কোনওদিন বড় বিপদ ঘটতে পারে।' ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তুহিন চৌধুরী বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাব।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়ের বক্তব্য, পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

ব্যাংক মোড় থেকে ইরিগেশন অফিস পর্যন্ত অসংখ্য শুকনো গাছ।

সাতসকালে মূর্তি সেতুর কাছে গজরাজ দর্শন, ভিড়

জাতীয় সড়কের পাশে ঝোপে দাঁড়িয়ে হাতি। মঙ্গলবার।

চালসা, ১৯ নভেম্বর : জাতীয় সড়কের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে গজরাজ। তাকে দেখতে পথচলতি মানুষদের ভিড় উপচে পড়ল। পরে হাতিটি চাপড়ামারি জঙ্গলে ঢুকে যায়। মঙ্গলবার সকালে চালসায় হাতি দেখতে ভিড় জমান অনেকে। খবর পেয়ে সেখানে যান অনেক পর্যটকও। না চাইতেই কাছ থেকে গজরাজ দর্শন করতে পারায় খুশি তাঁরা।

এদিন সকালে একটি হাতি চালসা-নাগরাকাটাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের মূর্তি সেতুর পাশে এবং মূর্তি রেলসেতুর লাগোয়া এলাকায় একটি ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। মূর্তি সেতু থেকে হাতিটিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। হাতিটি দীর্ঘক্ষণ ওই ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকে। হাতির খবর চাউর হতেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। হাতিটি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে রয়েছে চাপড়ামারি এবং পানঝোরা জঙ্গল। ওই জঙ্গল থেকে হাতিটি আসতে পারে বলে অনুমান।

ধানখেতে আটদিনের অস্থায়ী স্টেশন

সাজাহান আলি

পতিরাম, ১৯ নভেম্বর : বোল্লার রক্ষাকালীপুজো। শুধু দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষের কাছেই নয়, এই পুজো আজ রাজ্য ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যেও খ্যাতি। দূরদূরান্ত থেকে পুজো দিতে আসেন ভক্তরা।

এমনিতেই দক্ষিণ দিনাজপুরের সঙ্গে দেশের অন্য এলাকার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। তার উপরে বোল্লার মতো প্রত্যন্ত গ্রাম। বোল্লার রক্ষাকালী মন্দিরের পাশ দিয়ে ট্রেন ছুটে যায় প্রতিদিনই। কিন্তু দাঁড়ায় না। আর দাঁড়াবেই বা কেন? চারিদিকে ধু-ধু ধানখেত।

কিন্তু পুজোর ক'টা দিন একেবারেই আলাদা ব্যাপার। শুধুমাত্র বোল্লার রক্ষাকালী ভক্তদের জন্য ধানখেতেই গড়ে ওঠে আস্ত একটা স্টেশন। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আগামী ২০-২৭ নভেম্বর পর্যন্ত বোল্লা মন্দিরের এক কিলোমিটার দূরে বিচুকে সমস্ত ট্রেন স্টপেজ দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে এনএফ রেলওয়ে।

আগামী ২২ নভেম্বর শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে রক্ষাকালীপুজো উপলক্ষ্যে চারদিনের বিরাট বোল্লামেলা। এই মেলায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা সহ কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে, এমনকি রাজ্যের বাইরে থেকেও দর্শনার্থীরা আসেন মন্দিরে পুজো দিয়ে মেলা উপভোগ করার জন্য। বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন এবছরও যাতে মেলায় আসতে পারেন তাই বিচুক নামক স্থানে রেলের স্টপ চেয়ে বোলামেলা কমিটির তরফে আগের বছরগুলির মতো এবছরও নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। সোমবার এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এনএফ রেলের তরফে মেলা কমিটিকে চিঠি দিয়ে রেলের স্টপের অনুমতি দিয়েছে। রেলের অনুমতিপত্রে বলা হয়েছে , আগামী ২০ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত মোট আটদিন বোল্লা মন্দিরের এক কিলোমিটার দূরবর্তী বিচুক নামক জায়গায় সমস্ত ট্রেন স্টপ দেবে। মেলা কমিটির ম্যানেজার মানসরঞ্জন চৌধুরী এদিন বলেন, 'বিচুকে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিলে সকলের খুব সুবিধা হয়।' কমিটির সদস্য অর্ঘ্য সরকারের বক্তব্য, 'প্ল্যাটফর্ম হলে সকলেরই খুব উপকার হয়।'

দুই লরির সংঘর্ষে আহত চালক

গয়েরকাটা, ১৯ নভেম্বর : দুই লরির সংঘর্ষে আহত হলেন এক চালক। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে ধূপগুড়ি থানার সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডুডুয়া সেতু লাগোয়া এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮ এ। ধূপগুড়িগামী একটি লরির পেছনে পাথরবোঝাই অন্য এক লরি ধাক্কা মারার জেরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ফলে, পেছনের গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। আহত হন চালক। তিনি লরির কেবিনে আটকে পড়েন। পরে পুলিশ এসে কেবিন ভেঙে চালককে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। ধূপগুড়ি পুলিশ লরিগুলিকে হেপাজতে নিয়ে ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে বলে দাবি করেছে।

মেডিকেল কলেজে ভর্তি ছিল বিচারাধীন বন্দি

পালিয়েও শেষরক্ষা হল না

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ওয়ার্ড থেকে পালিয়ে গেল এক বিচারাধীন বন্দি। মঙ্গলবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে। ভক্তিনগর থানার একটি পকসো মামলায় বিচারাধীন ওই বন্দির বাড়ি ভক্তিনগর থানা এলাকায়। এদিনের ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে মেডিকেল কলেজের নিরাপত্তা নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে, মেডিকেল কলেজে পুলিশ সেল থাকা সত্ত্বেও কেন ওই বিচারাধীন বন্দিকে ওয়ার্ডে অন্য রোগীদের সঙ্গে কারারক্ষীদের নিরাপত্তা দিয়ে রাখা হয়েছিল।

যদিও রাতে ওই বন্দিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'আমরা কোনও অভিযুক্তকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করলে পুলিশ সেলে রেখে থাকি। এক্ষেত্রে কারারক্ষীরা ওই অভিযুক্তর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। পালিয়ে যাওয়ার প্রায় চারঘণ্টা বাদে পুলিশকে জানানো হয়েছিল। খবর পাওয়া মাত্র আমরা তল্লাশি শুরু করি। রাতে শিলিগুড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।'

এই ব্যাপারে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'ওই বন্দির অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তাকে সর্বক্ষণের জন্য চিকিৎসকের নজরদারিতে রাখা প্রয়োজন। যে কারণে পুলিশ সেলে রাখা সম্ভব নয়। ওই বন্দি পুরুষ সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে কারারক্ষীদের নিরাপত্তার নজরদারিতে ছিল। এদিন ভোরে ওয়ার্ড থেকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর আমরা বিষয়টি পুলিশ এবং সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষকে জানাই।' কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিশ্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'একজন বিচারাধীন বন্দি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়েছে। আমাদের দুইজন কর্মী ওই বন্দির নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু কোনও পুলিশকর্মী সেখানে ছিল না। আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

এই সুপারস্পেশালিটির সার্জিক্যাল ওয়ার্ড থেকে পালায় বিচারাধীন বন্দি।

সূত্রের খবর, পকসো মামলায় গ্রেপ্তারের পর চলতি বছর জুলাই মাস থেকে ওই অভিযুক্ত আদালতের নির্দেশে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রয়েছে। চলতি মাসের ১১ তারিখ হার্নিয়া অপারেশনের জন্য তাকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। অস্ত্রোপচারের পর থেকে মেডিকেল কলেজের সুপারস্পেশালিটি বিভাগের পুরুষ সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে কারারক্ষীদের নিরাপত্তার নজরদারিতে ভর্তি ছিল। এদিন ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ কারারক্ষীদের নজরে আসে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট বেডে নেই। খোঁজ শুরু হয় মেডিকেল কলেজজুড়ে। কিন্তু তাকে খুঁজে পাননি কারারক্ষীরা। প্রশ্ন উঠেছে, রাতে মেডিকেল কলেজের কেবলমাত্র জরুরি বিভাগের সামনে গেট খোলা থাকে। সেখানেও হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীরা সর্বক্ষণের জন্য দায়িত্বে থাকেন। চারতলা থেকে একজন রোগী নীচে নেমে এসে ওই নিরাপত্তারক্ষীদের সামনে দিয়ে কীভাবে বাইরে বেরিয়ে গেল তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। পুলিশ সেলে থাকা বন্দিদের দেখতে নিয়মিত চিকিৎসকরা যান না বলে একটা অভিযোগ রয়েছে। ফলে চিকিৎসা পরিষেবা থেকেও বঞ্চিত হন বন্দিরা। মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের সাফাই, আশঙ্কাজনক বা অস্ত্রোপচারের জন্য যে বন্দিরা হাসপাতালে আসে তাদের পুলিশ সেল নয়, হাসপাতালের ওয়ার্ড বা প্রয়োজনে সিসিইউতে রেখেও চিকিৎসা করাতে হয়।

কারণ পুলিশ সেলে চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত সব ধরনের পরিকাঠামো নেই। তবে হাসপাতাল থেকে রোগী পালিয়ে যাওয়া নতুন কোনও ঘটনা নয়। মাঝেমধ্যে নিরাপত্তারক্ষীদের নজর এড়িয়ে ওয়ার্ডে থাকা চিকিৎসাধীন রোগী বাইরে বেরিয়ে আসেন। অনেক সময় নজরে এলে স্থানীয় বাসিন্দারা সেই রোগীকে উদ্ধার করে পুনরায় হাসপাতালে ফিরিয়ে আনেন।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের পরিচালিত ভোটপট্টির জয় জল্পেশ ফ্যাক্টরিতে চলছে কাঁচা পাতা বাছাই। মঙ্গলবার। - সংবাদচিত্র

মা-ছেলেকে মেলাল প্রেসক্রিপশন

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ১৯ নভেম্বর : ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একটি প্রেসক্রিপশন। আর তার সূত্র ধরে এবং কয়েকজন মানবিক তরুণের সহযোগিতায় অসমের করিমগঞ্জ জেলার দোহালিয়া বাজার থেকে খোঁজ মিলল প্রায় ১৫ দিন ধরে নিখোঁজ মানসিক ভারসাম্যহীন এক বৃদ্ধার। খোঁজ পাওয়ামাত্রই মাকে আনতে সেখানে চলে গিয়েছেন দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জায়গির বালাবাড়ির বাসিন্দা কৃষ্ণ বর্মন। আর সেখানে পৌঁছে নিখোঁজ মাকে বহালতবিয়তে খুঁজে পেয়ে তাঁর গলায় এখন আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সুর। মা ও ছেলের পুনরায় মিলে যাওয়ার ঘটনা জেনে এলাকাতেও ছড়িয়েছে স্বস্তির সুর।

কী হয়েছিল গত কয়েকদিনে? মার নিখোঁজ হওয়া, অসমের সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে যাওয়া এবং মাকে খুঁজে পাওয়ার পুরো বৃত্তান্তই বর্ণনা করতে গিয়ে এখনও উদ্বেগ ফুটে ওঠে কৃষ্ণের গলাতে। তাঁর কথায়, 'গত ৬ নভেম্বর মাসির বাড়ি যাবে বলে মা বেরিয়েছিল। তারপর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পাশাপাশি এবিষয়ে সাহেবগঞ্জ থানায় অভিযোগও দায়ের করি। কিন্তু মায়ের কোনও খোঁজ মেলেনি। দুশ্চিন্তায় দিন কাটছিল।' এই পরিস্থিতিতে গত শনিবার বামনহাটের স্থানীয় একটি নিউজ পোর্টালে তিনি মায়ের খোঁজ পান এবং জানতে পারেন তাঁর মা অসমের করিমগঞ্জ জেলার দোহালিয়া বাজারে রয়েছেন। খবর পেয়েই সেখানে ছুটে যান। অবশেষে মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। এই পুরো সময়টাতে যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি।

কয়েকশো কিলোমিটার দূরে বামনহাটের পোর্টালে ওই মহিলার খবর পৌঁছাল কী করে? ওই নিউজ পোর্টালের কর্ণধার আলিমুল হকের কথায়, 'অসমের ওই বাজারে মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধা সরোদিনী বর্মনকে ঘুরতে দেখেন স্থানীয় কয়েকজন তরুণ। তাঁর কাছে কোনও প্রকার পরিচয়পত্র না পেয়ে বৃদ্ধার সঠিক পরিচয় পাননি তাঁরা।' পরবর্তীতে ওই বৃদ্ধার কাছে দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একটি প্রেসক্রিপশন খুঁজে পান তাঁরা। এরপর সেই প্রেসক্রিপশনের সূত্র ধরে এবং করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজার এলাকার সমাজসেবী পার্থ দাসের চেষ্টায় তাঁদের নিউজ পোর্টালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এরপর এবিষয়ে পোস্ট করার পরদিনই স্থানীয় জায়গির বালাবাড়ির বাসিন্দা ওই বৃদ্ধার ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ হয় ও উনি মাকে আনতে সেখানে গিয়েছেন। মা ছেলের পুনর্মিলনের অংশ হতে পেরে খুশি তিনিও।

ছেলের কাছে মাকে ফিরিয়ে দিতে পেরে খুশি ওই সমাজসেবী পার্থও। তাঁর কথায়, 'ছেলের কাছে মাকে ফেরাতে পেরে ভালো লাগছে। সামাজিক মাধ্যমকে এইরকম ভালো কাজেই আমাদের ব্যবহার করা উচিত।' গত দু'দিন অসহায় এই বৃদ্ধার পরিচর্যায় স্থানীয় সমাজসেবী সুজন দেববর্মনও নানাভাবে সাহায্য করেছেন বলে তিনি জানান।

স্বস্তি চৌধুরীহাটে

মা সরোদিনী বর্মনের সঙ্গে ছেলে। অসমের করিমগঞ্জে।

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি ক্ষুদ্র চা চাষিদের

নাগরাকাটা, ১৯ নভেম্বর : শীতে কাঁচা চা পাতা তোলার ঘোষিত সময়সীমা টি বোর্ড যাতে পিছিয়ে দেয় এমন আর্জিতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইল উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিদের যৌথ মঞ্চ ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার সংগঠনের সম্পাদক রজয় রায় কার্জি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠান। তিনি বলেন, 'গত বছর কাঁচা পাতা তোলার শেষ দিন ছিল ২৩ ডিসেম্বর। টি বোর্ডের তথ্য বলছে, সেবার ডিসেম্বরের ওই সময়ে উত্তরবঙ্গে চার কোটি কিলোগ্রাম চা উৎপাদন হয়েছিল। যার বাজারমূল্য প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। উপার্জিত ওই আয়ে ক্ষুদ্র চা চাষি সহ বড় বাগানগুলিও শীতের শুখা মরশুমে খরচ চালায়। বাগানগুলি আগেভাগেই বন্ধ করা হলে চা শিল্প মুখ থুবড়ে পড়বে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে।' জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর কথায়, 'এবছর ক্ষুদ্র চা চাষিদের উৎপাদিত কাঁচা পাতার দাম তলানিতে। চাষিরা কিলো প্রতি ১২-১৪ টাকায় পাতা বিক্রিতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ উৎপাদন খরচ কিলো প্রতি ২১ টাকা। টি বোর্ডের নির্দেশমতো ৩০ নভেম্বর থেকে কাঁচা পাতা তোলা বন্ধ হলে বহু ক্ষুদ্র চা চাষি পথে বসবেন। খামখেয়ালি আবহাওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গে গতবারের তুলনায় এখনও অবধি উৎপাদন ২৩ শতাংশ কম।' লোকসভা নির্বাচনের আগে রাসায়নিক ইস্যুতে উদ্ভূত সমস্যা মুখ্যমন্ত্রী মিটিয়েছিলেন। চিঠিতে সেকথা উল্লেখ করে এবারও তাঁকে সেই ভূমিকায় দেখার আর্জি জানান তাঁরা।

পার্কিং জোন

প্রথম পাতার পর

জলপাইগুড়ি নাগরিক সমিতির তপন চক্রবর্তী বলেন, 'যত দিন যাচ্ছে শহরে দিনরাত সবসময় হাঁটাচলা তো দূর অস্ত। বাইক বা চার চাকার গাড়ি চালিয়েও স্বাচ্ছন্দ্যে যাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট করে পার্কিং জোন করা উচিত। এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে শহরের মানুষ চরম সমস্যায় পড়বেন।'

জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার্স অফ কমার্সের কার্যনির্বাহী সভাপতি বিকাশ দাসের কথায়, বেশ কয়েকটি বিকল্প পার্কিং জোনের কথা ভাবা হয়েছে। বুধবার প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে সন্ধ্যায় যৌথ সমীক্ষায় ব্যবসায়ীরাও থাকবেন। জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'প্রশাসনকে সবরকমের সাহায্য করতে প্রস্তুত পুরসভা।'

ট্যাব কেলেঙ্কারিতে ইসলামপুর থানার ডিমরুল্লা থেকে ধৃত সাবির আলমের বাড়িতে উদ্বিগ্ন পরিজন। মঙ্গলবার।

বাংলাদেশে গা-ঢাকা মূল মাথাদের, জল্পনা

অরুণ ঝা

চোপড়া, ১৯ নভেম্বর : 'শুধু দিল্লি ও কলকাতা কেন, কোটি কোটি টাকা কামিয়ে দু-একজন যে বাংলাদেশে গিয়ে গা-ঢাকা দেয়নি, আপনি নিশ্চিত?' ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে খোঁজখবর করতে গিয়ে গ্রামের মেঠো মানুষের থেকে পালটা যে এমন প্রশ্ন উড়ে আসতে পারে, তা কস্মিনকালেও ভাবিনি। খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জানতে চাইলাম, নামগুলো বলতে পারেন? বাঁকা চোখে একবার তাকিয়ে বললেন, 'জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করতে বলছেন! বেঁচে থাকতে হবে তো।' নিমেষের মধ্যেই গোরুর দড়িতে টান দিয়ে চা বাগানের পথে মিলিয়ে গেলেন ওই ব্যক্তি। আশপাশ দিয়ে জনা চারেক তরুণ অনেকটা সময়জুড়ে ঘুরঘুর করছিলেন। কাছে ডাকতেই না শোনার ভান করে তাঁরাও ভ্যানিশ হয়ে গেলেন।

ঘিরনিগাঁও অঞ্চলের মিরচাগছ পিএমজি হাট থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের দূরত্ব মাত্র ৭০০ মিটার। গোটা এলাকা চা বাগান দিয়ে ঘেরা। নাগর এখানে ভাগ করে দিয়েছে দুই দেশের সীমান্ত। রক্ষীবাহিনীর কড়া নজর আছে বটে, কিন্তু 'ইধার কা মাল উধার' হয়ে যাওয়া কোনও বড় কথা নয়।

বর্মনপাড়া, মণ্ডলবস্তি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার সকলেরই ট্যাব কেলেঙ্কারির খবর এখন জানা। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সাইবার প্রতারকদের বড় মাথাদের 'বাংলাদেশের ডেরা'র কথা অনেকের মুখেই উঠে এসেছে। বাংলাদেশ নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করতেই বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন ঘিরনিগাঁও অঞ্চলের তৃণমূলের অত্যন্ত প্রভাবশালী এক নেতা।

ট্যাব কেলেঙ্কারির হটস্পট চোপড়া থেকে পুলিশ একে একে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট (সিএসপি), সাইবার ক্যাফের মালিক থেকে স্কুল শিক্ষক, এমনকি সামান্য চাষি পর্যন্ত রয়েছে ধৃতদের তালিকায়। সোমবার রাতে ইসলামপুর থানার ডিমরুল্লা থেকে সাবির আলম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে মালদা জেলার পুলিশ। বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে সাবিরের স্ত্রী নাজমা বেগম বলেছেন, 'গোয়ালপোখর-১ ব্লকের বড়বিল্লার এক তরুণ সিএসপি চালায়। সে

উত্তরের জামতাড়া

আমার স্বামীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য নিয়েছিল টাকা ঢোকাবে বলে। ২০ দিন আগে টাকা ঢোকার পর সেই টাকা তুলে আমার স্বামীকেও দিয়েছে, নিজেও নিয়েছে। আমার স্বামী চাষাবাদ করে। এসবের ও কিচ্ছু জানে না।' বড়বিল্লা এলাকাটিও বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া।

ট্যাব কেলেঙ্কারির অন্যতম মাস্টারমাইন্ড মনসুর ও ওসমান আলি দিল্লি পালানোর সময় পুলিশ ইসলামপুর থেকে তাদের গ্রেপ্তার করেছিল। কলকাতা সংলগ্ন বিধাননগর থেকে চোপড়ার বাসিন্দা মাজহারুল আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মিরচাগছ এলাকার প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক তথা শাসকদলের প্রাক্তন প্রধানের ছেলে দিবাকর দাস তার দুই আত্মীয়কে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করার সময় লালবাজারের পুলিশ রবিবার শিলিগুড়ি থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে।

মিরচাগছ গ্রামের শেষ প্রান্তে বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন এলাকা। বাংলাদেশের সীমান্ত গ্রাম দূর থেকে ভেসে উঠছে। বিএসএফের দুই জওয়ান সাইকেলে প্যাডেল মেরে আড়চোখে দেখে বেরিয়ে গেলেন। তাঁরা চলে যেতেই সেখানে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি বললেন, 'লালবাজারের পুলিশ মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করার এমন আধুনিক মেশিন নিয়ে ঘুরছে যা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। আমি নিজের চোখে দেখেছি। কীভাবে দেখেছি দয়া করে জানতে চাইবেন না। কিন্তু তার আগেই অনেকে পগারপার হয়ে গিয়েছে।'

বেগতিক বুঝেই কি সাইবার প্রতারণার দুই-একজন বড় মাথা বাংলাদেশে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে? গ্রামের সবকিছুই মোটামুটি নখদর্পণে রাখা ওই ব্যক্তির খেয়ালি উত্তর, 'আমিও শুনেছি। আসলে প্রাণ বাঁচাতে মানুষ সব চেষ্টাই করে।'

ধনিরহাট বিএসএফ ক্যাম্প ছাড়িয়ে মণ্ডলবস্তি যাওয়ার পিচ বিছানো রাস্তায় মরতে বসা একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে এলাকার স্থানীয় এক প্রভাবশালীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছেন, 'কাঁটাতারের বেড়া কেটে অবৈধভাবে বাংলাদেশে ঢোকা অসম্ভব কিছু নয়। আমাদের ঘিরনিগাঁওয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল ট্যাব কেলেঙ্কারির হটস্পট হবে, তা কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল? আর সাইবার প্রতারণার বড় মাথাদের বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার জল্পনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

আর কথা বলার ঝুঁকি না নিয়ে ওই ব্যক্তি বেরিয়ে গেলেন। ততক্ষণে সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। বর্ডার রোডের সারি দিয়ে থাকা লাইটপোস্টে আলো জ্বলে উঠল চমকে। ধীরে ধীরে সীমান্ত এলাকাজুড়ে নেমে এল নিঝুম পরিবেশ। বেশ মালুম হল, অন্ধকার গভীর হলে কাঁটাতার টপকে ওপারে যাওয়াটা খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

(চলবে)

ডাক্তারদের প্রতিবাদ

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : জলপাইগুড়ির দুই শিশুরোগ বিশেষজ্ঞকে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে বদলি করেছে স্বাস্থ্য ভবন। তার প্রতিবাদ জানাল চিকিৎসকদের সংগঠন জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস-এর জলপাইগুড়ি শাখা। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি মারফত একটি স্মারকলিপি ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশনকে পাঠানো হয়। চিকিৎসকদের অভিযোগ, এই বদলি নিয়ম মেনে করা হয়নি। সংগঠনের তরফে চিকিৎসক সুদীপন মিত্র বলেন, 'জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে শিশুরোগ বিভাগে শিক্ষক চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। তারপরেও সম্প্রতি সম্পূর্ণ অবৈধভাবে মেডিকেল কলেজের দুজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ শিক্ষক-চিকিৎসককে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।' সুদীপনদের দাবি, ওই চিকিৎসকদের নিয়োগের সময় ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী বলা ছিল, পাঁচ বছরের মধ্যে কোনও বদলি করা হবে না। কিন্তু সেই নিয়ম এক্ষেত্রে মানা হয়নি। চিকিৎকরা অভয়ার মৃত্যুর বিচার, হুমকি প্রথার প্রতিবাদ করেছেন। যে কারণে এইভাবে বদলি করে চিকিৎসকদের ভয় দেখানো হচ্ছে।

নিয়োগের টোপে টাকা

প্রথম পাতার পর

তবে এত সব সত্ত্বেও ওই তরুণীর চাকরি হয়নি। মঙ্গলবার বহু চেষ্টা করেও রাকেশের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তিনি ফোন তোলেননি। আরমান ও আজাদ অবশ্য ফোনে সাড়া দিয়েছেন। ওই তরুণীর টাকা তাঁরা ফেরত দিয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এই দুর্নীতির বিষয়টি সামনে আসার পর আইনজীবী সুমন শিকদার, বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহার মতো অনেকেই শাসক শিবিরের ভূমিকায় সরব হয়েছেন। ঘটনায় কোথাও কোনও অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় তৃণমূলের মাল টাউন তৃণমূল সভাপতি অমিত দে মন্তব্য করতে চাননি। মাল পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি অবশ্য বলেন, 'কোনও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। ওই তরুণী লিখিত অভিযোগ জানালে গোটা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারেই খতিয়ে দেখা হবে।'

কৃষ্ণচন্দ্রকে 'বঙ্গ শ্রেষ্ঠ পুরুষ সম্মান'

ধূপগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাব চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার 'বঙ্গ শ্রেষ্ঠ পুরুষ সম্মান' তুলে দেওয়া হয় ধূপগুড়ির বাসিন্দা ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র দেব সহ নানা ক্ষেত্রে সফল ১১ জনের হাতে। রাজ্যজুড়ে পুরুষ অধিকার নিয়ে কাজ করা অভিযান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও 'পুরুষকথা' পত্রিকার তরফে সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্যে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট হিসেবে তাঁকে এই সম্মান জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক দেবাংশু ভট্টাচার্য, ট্রাস্টের সম্পাদক গৌরব রায় প্রমুখ।

শালবাড়ি হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছাড়াও কৃষ্ণচন্দ্র দেব লেখক, সাংবাদিক, ঐতিহাসিক স্মারক সংগ্রাহক হিসেবে পরিচিত। এদিন কলকাতা থেকে কৃষ্ণচন্দ্র জানান, সামাজিক ক্ষেত্রে যাঁরা অসামান্য অবদান রেখেছেন তাঁদের সঙ্গে এক মঞ্চে বসে এই বিশেষ দিনে এমন সম্মান গ্রহণ করে তিনি তৃপ্ত। এ থেকে ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে কাজ করার রসদ মিলল।

নদী পরিদর্শন

নাগরাকাটা, ১৯ নভেম্বর : ভুটান থেকে নেমে আসা আরও কয়েকটি নদীর পরিস্থিতি মঙ্গলবার সরেজমিনে দেখলেন ইন্দো-ভুটান জয়েন্ট টেকনিকাল টিমের সদস্যরা। এদিন সকালে চালসার বেসরকারি রিসর্টে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর ওই টিম বানারহাটের চামুর্চি সীমান্তে রেতি ও সুকরেতি নদীতে যায়। তাঁদের পরের গন্তব্য কালচিনি ব্লকের জয়গাঁর ছোট মেচিয়াবস্তি সীমান্তের তোর্ষা, তড়িবাড়ির যোগীখোলা, গাবুরবাসরার মতো নদী। ভুটান থেকে সৃষ্ট গাবুরবাসরা পরে পানার সঙ্গে মিশে কালজানি নদীতে পরিণত হয়েছে। নদীখাত ভরাট হয়ে যাওয়ার সমস্যা তো দীর্ঘদিনের। বুধবার দু'দেশের প্রতিনিধিরা ফের চালসার রিসর্টে বৈঠকে বসবেন।

বহিরাগতদের গ্রাসে উত্তরের হোমস্টে

প্রথম পাতার পর

জলপাইগুড়িতে গত দু'বছরে হোমস্টে নীতিতে জোর দিয়েছে সরকার। এখনও পর্যন্ত সেখানে সরকারিভাবে নথিভুক্ত হয়েছে ১৪০টি।

কিন্তু পর্যটন মহলের হিসেব বলছে, সব জেলাতেই বাস্তবে সংখ্যাটা কয়েকগুণ বেশি। হোমস্টের নামে বাইরের পুঁজিপতিরা এসে বাড়ি লিজ নিচ্ছেন। সেক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না সরকারি নিয়মনীতি। অথচ হোমস্টের নামে প্রচার চালিয়ে পর্যটকদের আকৃষ্ট করা হচ্ছে। ফলে লজ, রিসর্ট আর হোমস্টের মধ্যে আর কোনও ফারাকই থাকছে না। তাকদা হোমস্টে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নরবু জি লামার আক্ষেপ, 'কলকাতা থেকে হোটেল বা লজ লিজে চালানো যায়, হোমস্টে নয়। তাঁদের হাতে ঘর খুলে দেওয়ার অর্থ নিজের পায়ে কুড়োল মারা, বোঝাচ্ছি সকলকে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! লিজ দেওয়াটা এখন ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে পাহাড়ে।'

কালিম্পং, কার্সিয়াং পাহাড়ের একাধিক জায়গায় কথা বলে জানা গিয়েছে, কাঁচা টাকার লোভে অনেকেই নিজের ঘর লিজে দিয়েছেন বা ভাড়ায়। তারও আবার রকমফের আছে। যেমন অনেক হোমস্টেতে কিচেনের দায়িত্বে রয়েছেন বাড়ির মালিক। কিন্তু প্রচার এবং পর্যটকদের নিয়ে আসার দায়িত্ব বহিরাগতর হাতে। ব্যবসায়িক লাভ শতাংশের হিসেবে। কিছু হোমস্টের দায়িত্ব আবার সম্পূর্ণভাবে চলে গিয়েছে বাইরের পুঁজিপতির হাতে। একসময় যিনি ছিলেন হোমস্টের মালিক, তিনি এখন কর্মচারী অথবা অন্য কাজে মন দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইন মোতাবেক লিজ চুক্তি নেই। সরকারি চোখকে ফাঁকি দিতেই এমন ব্যবস্থা, বলছিলেন সিটংয়ের এক পর্যটন ব্যবসায়ী। যা অস্বীকার না করে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'সরকারি নীতি মেনে হোস্ট কমিউনিটি থাকা বাধ্যতামূলক। বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের সমীক্ষা করা উচিত।'

কালিম্পংয়ের একটি নিরিবিলি স্থান কাফেরগাঁও। এখন সেখানে প্রায় ২৭টি হোমস্টে গড়ে উঠেছে। তারমধ্যে প্রায় ৭টি লিজ নিয়ে চালাচ্ছেন বাইরের লোকজন। এখানেই অশনিসংকেত দেখছেন সেখানকার সবথেকে পুরোনো হোমস্টের কর্ণধার সুনীল তামাং। তাঁর কথায়, 'উত্তরের অর্থনীতির মূল মেরুদণ্ড এখন পর্যটন। সেই পর্যটনেও বহিরাগতরা থাবা বসাচ্ছে। গ্রামের লোককে অনেক বুঝিয়েছি, যাতে তাঁরা লিজ না দেন। কিন্তু এককালীন মোটা টাকার লোভে তাঁরা পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছেন। সরকারের উচিত দ্রুত সমীক্ষা করা।'

বিষয়টি ইতিমধ্যে প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে বলে জানাচ্ছেন রাজ্য সরকারের ইকো ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসু। তবে তিনি মনে করেন, 'এখন গ্রামীণ পর্যটন শক্তিশালী হচ্ছে। বিনিয়োগ আসছে। তবে যেহেতু হোমস্টের আদর্শ মানা হচ্ছে না, তাই লজে পরিণত হওয়া হোমস্টেগুলিতে সরকারি নীতি মেনে ফায়ার লাইসেন্স, পলিউশন লাইসেন্স প্রয়োজন।' প্রশাসন যদি ঠিকমতো সমীক্ষা করে, তবে সরকারের রাজস্ব বাড়বে বলে মনে করেন ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী।

ডুয়ার্সে অবশ্য লিজ প্রথা নেই, দাবি করছেন লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব।

লিজে হোমস্টে চলায় সামাজিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করছেন অনেকে। রঙ্গোর বাসিন্দা, হোমস্টের কর্ণধার অনিল তেলাইজা যেমন বলছেন, 'স্থানীয় এলাকার বসবাসের ধারা, সংস্কৃতি, খাদ্য তুলে ধরার জন্যই মূলত হোমস্টে। কিন্তু লিজের জন্য বাইরের হাতে হোমস্টেগুলি চলে যাওয়ায় তা হচ্ছে না। শুধু হচ্ছে ব্যবসা।'

খেলায় আজ

২০০৯ : প্রথম ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩০ হাজার রান সম্পূর্ণ করলেন শচীন তেন্ডুলকার। আহমেদাবাদে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৪ রানেই তিনি এই নজির গড়েন।

সেরা অফবিট খবর

বলে দেখাও দেখি, এক্সপ্রেসো কফি

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির জন্য টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের ফোটোশুট চলছিল। সেখানেই মজার খেলায় মেতেছিলেন তাঁরা। একজন অন্যজনকে প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছিলেন, যিনি উত্তর দিচ্ছেন তিনিই পরবর্তী প্রশ্ন করার সুযোগ পাচ্ছেন। এভাবেই মহম্মদ সিরাজকে এক্সপ্রেসো কফির সঠিক উচ্চারণ করার চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেন সরফরাজ খান।

ভাইরাল

ঠিক করে প্যান্টের ফিতে বাঁধুন

হোবার্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় ওডিআইয়ে জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্কের মারা শট বাঁচাতে ডাইভ দিয়েছিলেন জাহানদাদ খান। বল বাউন্ডারির বাইরে যাওয়া তো আটকাতে পারেননি, উলটে প্যান্ট কোমরের নীচে নেমে যায়। শুয়ে পড়া অবস্থাতেই জাহানদাদ প্যান্ট ঠিকঠাক করার চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর বিব্রত অবস্থা দেখে সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই আগামী দিনে তাঁকে মাঠে নামার আগে শক্ত করে প্যান্টের ফিতে বাঁধার পরামর্শ দিতে থাকেন।

সেরা উক্তি

আমার ধারণা ৪-৫ বছরের মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী কিংবদন্তি হয়ে উঠবে যশস্বী। দেশকে প্রতিনিধিত্ব করাই শুধু এখন লক্ষ্য নয়। ওর লক্ষ্য পরবর্তী কিংবদন্তি হয়ে ওঠাও।
-জোয়ালা সিং
(যশস্বী জয়সওয়ালের কোচ)

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. অলিম্পিক গেমসের প্রতীকের পাঁচটি রিংয়ের মধ্যে নীল রংটি কোন মহাদেশকে বোঝায়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. বিনোদ কাম্বলি, ২. করাচি।

সঠিক উত্তরদাতারা

পার্থপ্রতিম সিংহ, মানিক মহন্ত, রাজীব ঘোষ, পরাণ, নিবেদিতা হালদার, অমৃত হালদার, নীলরতন হালদার, দেবব্রত বাগচী, অভি, অসীম হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নির্মল সরকার, নীরাধিপ চক্রবর্তী, রোহিত, সুজন মহন্ত, গণেশচন্দ্র রায়, মেঘাদ্রী ভোজ, দেবারতি চন্দ, সবুজ উপাধ্যায়, মৌসুমী কর (প্রথম ২০ জন)।

বৃষ্টিতেও নেটে ব্যাটিং কোহলির

পারথ, ১৯ নভেম্বর : সবুজের সমারোহ। বাইশ গজ ও আউটফিল্ডকে আলাদা করা যাচ্ছে না!

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির কাড়ানাকাড়ায় আপনাকে স্বাগত। সকালের দিকে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে অনুশীলনের জন্য হাজির হওয়ার পর মাঠের ছবি দেখে অবাক টিম ইন্ডিয়া।

কিন্তু কিছু করার নেই। বরং বাস্তবের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সামনে তাকাতেই হবে। আর সামনে তাকানো মানে আর তিনদিন পর শুরু হতে চলা পারথ টেস্ট। যেখানে অধিনায়ক রোহিত শর্মার পাশে আঙুল ভেঙে ছিটকে গিয়েছেন ফর্মে থাকা দলের তিন নম্বর ব্যাটার শুভমান গিল। তাঁর শূন্যস্থান পূরণের পাশে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের ধাক্কা সামলে ছন্দে ফেরার কাজটা শুধু কঠিন নয়, বরং বেশ চাপের। গৌতম গম্ভীরের ভারত সেই চাপ কতটা নিতে পারবে, সময় বলবে।

তার আগে আজ অপটাস স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম অনুশীলনের আসরে স্লিপ ক্যাচিংয়ে জোর দেওয়ার পাশে সম্ভাব্য কম্বিনেশনের দুইটি দিক সামনে এসেছে। অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে আজ নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে, যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে লোকেশ রাহুলই ভারতের হয়ে ইনিংস ওপেন করতে চলেছেন। আর তিন নম্বরে শুভমানের পরিবর্ত হিসেবে কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে চলেছেন দেবদত্ত পাডিক্কাল। চলতি বছরের ধরমশালায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর। কিন্তু অভিষেক টেস্টে হতাশ করেছিলেন পাডিক্কাল। আচমকা অস্ট্রেলিয়ার পারথে সুযোগ পেয়ে তিনি কীভাবে দলকে ভরসা দিতে পারেন, তারই অপেক্ষায় এখন ভারতীয় ক্রিকেটমহল।

পাডিক্কাল টিম ইন্ডিয়াকে কতটা ভরসা দিতে পারবেন, এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের পাশে বিরাট কোহলিকে নিয়েও চলছে বিস্তর জল্পনা। তিনি পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে চার নম্বরে ব্যাটিং করবেন। কিন্তু বিরাট কি ছন্দে ফিরছেন? ফিরলে কবে? স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে এখনও পর্যন্ত মোট ১৩টি টেস্ট খেলে ১৩৫২ রান করেছেন বিরাট। তাঁর ব্যাটিং গড় ৫৪। ছয়টি শতরানও রয়েছে কোহলির। কিন্তু পরিসংখ্যান মানেই তো অতীতের সরণিতে হাঁটা। সাম্প্রতিককালে কোহলির ব্যাটে রানের খরা চলছে। সেই খরা কাটিয়ে অপটাস স্টেডিয়ামের গতি-বাউন্সের সবুজ বাইশ গজে ছন্দে ফিরতে তিনি মরিয়া। অন্তত অনুশীলনে কোহলির ব্যাটিং দেখে তাই মনে হয়েছে।

আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের শেষের দিকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বিরাট সেই সময় নেটে ব্যাটিং করছিলেন। তাঁর সতীর্থদের সবাই সাজঘরে চলে গেলেও বৃষ্টির মধ্যেই কোহলি নেটে ব্যাটিং চর্চা চালিয়ে গিয়েছেন। সঙ্গে স্যর ডনের দেশে তাঁর অতীতের বড় রানের ইনিংসের ভিডিও দেখছেন বিরাট। পারথেই ২০১৮-'১৯ সালের সিরিজে শতরান করেছিলেন তিনি। পারথের সেই শতরানকে আজও অস্ট্রেলিয়ায় খেলা তাঁর সেরা ইনিংস বলে বিবেচনা করেন বিরাট।

চারে কোহলির পর পাঁচ নম্বরে ব্যাটিং করবেন ঋষভ পন্থ। ছয় নম্বরে বড় অঘটন না হলে ফর্মে থাকা ধ্রুব জুরেল। মেলবোর্নে বেসরকারি টেস্টের পাশে ভারতীয় দলের অনুশীলনেও নিয়মিতভাবে ব্যাট হাতে নজর কাড়ছেন জুরেল। সম্ভবত তাঁর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে চলেছে অপটাস স্টেডিয়ামে। ব্যাটিং অর্ডারের ছবিটা অনেকটা স্পষ্ট হলেও দলের সম্ভাব্য বোলিং আক্রমণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের পাশে দলের তিন নম্বর পেসার কে, অলরাউন্ডার হিসেবে রবীন্দ্র জাদেজার পাশে নীতীশ কুমার রেড্ডি নাকি অভিজ্ঞ রবিচন্দ্রন অশ্বীন খেলবেন, এখনও স্পষ্ট নয়।

স্লিপ ক্যাচিংয়ে জোর টিম ইন্ডিয়ার
প্রথম টেস্টে তিনে হয়তো পাডিক্কাল

অনুশীলনে মাঝে বুমরাহর সঙ্গে গৌতম গম্ভীর।

বিরাটের উইকেটই লক্ষ্য লায়োনের

ভারতের বিশ্বকাপ ক্ষতে নুন ছিটোলেন লাবুশেন

পারথ, ১৯ নভেম্বর : ষষ্ঠ ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের বর্ষপূর্তি।

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে লক্ষাধিক দর্শককে চুপ করিয়ে ভারত-বধ। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ভারতের বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধে নামার প্রাক্কালে বিশ্বজয়ের বর্ষপূর্তির দিন বিরাট কোহলিদের ফাইনাল-হারের ক্ষতে নুন ছিটোলেন মার্নাস লাবুশেন।

ট্রাভিস হেডের সঙ্গে ১৯২ রানের জুটিতে ভারতের খেতাব জয়ের স্বপ্নের সেদিন জল ঢেলেছিলেন লাবুশেন (অপরাজিত ৫৮)। ফাইনালের পর 'গুড মর্নিং অস্ট্রেলিয়া' লিখে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন। সঙ্গে হেডের সঙ্গে বিশ্বকাপ হাতে নিজের ছবি। এদিন বর্ষপূর্তিতে ফের সেই পোস্ট রি-শেয়ার করেছেন লাবুশেন।

ভারতকে মনে করিয়ে দিয়েছেন কিউয়িদের কাছে হোয়াইটওয়াশের কথাও। অস্ট্রেলিয়ার তারকা ব্যাটার বলেছেন, 'ঘরের মাঠে সিরিজ হেরে অস্ট্রেলিয়ায় পা রেখেছে ভারত। অতীতে এরকম ঘটেনি। নিশ্চিতভাবে আমাদের জন্য সুবিধা। কারণ ওদের আত্মবিশ্বাস কিছুটা হলেও তলানিতে থাকবে। নিউজিল্যান্ডের কাছে সিরিজ খোয়ানোয় ধাক্কা খাবে ওদের আত্মবিশ্বাস। তবে ভারত চ্যাম্পিয়ন টিম। একঝাঁক দুর্দান্ত ক্রিকেটার। ওদের হালকাভাবে নেওয়ার উপায় নেই।'

নাথান লায়োন আবার প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন বিরাট কোহলির উদ্দেশে। ভারতের বিরুদ্ধে শেষবার ২০১৪-'১৫ সালে সিরিজ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। পরবর্তী চার সিরিজে ভারতের দাপট। বিরাটের নেতৃত্বে দুইবার (২০১৬-'১৭, ২০১৮-'১৯), আজিঙ্কা রাহানে (২০২১) ও রোহিত শর্মার নেতৃত্বে (২০২৩) একবার করে।

ভারতের যে দুর্দান্ত সাফল্যে কোহলির (অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২৫টি টেস্টে ২০৪২ রান) ভূমিকা অনস্বীকার্য। গত কয়েকটি সিরিজে ছন্দে না থাকলেও, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাট সবসময় ফ্যাক্টর। সেই বিরাট-কাঁটা তোলার দায়িত্ব নিতে চান লায়োন। প্রকাশ্যেই তা জানিয়ে দিলেন। কাজে লাগাতে চান স্পিনের

স্পিন অস্ত্র ঝালিয়ে নিচ্ছেন নাথান লায়োন। মঙ্গলবার পারথে।

বিরুদ্ধে বিরাটের চলতি ব্যর্থতাকে।

অজি অফস্পিনার লায়োন বলেছেন, 'রেকর্ড বিরাটের পক্ষে কথা বলবে। আর চ্যাম্পিয়নকে কখনও বাতিল করা যায় না। ওর প্রতি পূর্ণ সম্মান রয়েছে আমারও। তবে বিরাটের উইকেট নেওয়া আমার লক্ষ্য। চ্যালেঞ্জিং হলেও এই নিয়ে লুকোচুরির কিছু নেই। স্মিথ, বিরাট বর্তমান প্রজন্মের সেরা দুই ব্যাটার। অতীতে ওর সঙ্গে দ্বৈরথ উপভোগও করেছি।'

ভারতীয় দলকে নিয়েও সতর্ক লায়োন। অজি অফস্পিনারের কথায়, 'বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ। সুপারস্টারে ভরা দল। অত্যন্ত অভিজ্ঞ দলও। একই সঙ্গে একঝাঁক প্রতিভাবান তরুণ ক্রিকেটার। যাদের অবহেলা করা মুশকিল। নিউজিল্যান্ড সিরিজ উৎসাহ জোগালেও আমার বিশ্বাস ওরা সেরাটা দেওয়ার জন্য ঝাঁপাবে।'

গতকাল থেকে পারথে টেস্ট মোডে ঢুকে পড়েছে ক্যাঙারু ব্রিগেড। অপটাস স্টেডিয়ামের সবুজ পিচের সুবিধা পুরোদস্তুর আদায়ে আদাজল খেয়ে ছাত্রদের নিয়ে অনুশীলনে হেডকোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড। প্রস্তুতিতে নজর কাড়ছেন অ্যালেক্স ক্যারি। টেকনিকে বদল এবং ব্যাটিং মানসিকতায় বদলের প্রতিফলন মিলছে ক্যারির পারফরমেন্সে।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে অপরাজিত ৯৮ রানের ম্যাচ উইনিংস ইনিংস খেলেন। ভারত-সিরিজেও ক্যারি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে চলেছেন। বছর তেত্রিশের ক্যারির কথায়, 'টানা ক্রিকেটের মাঝে ব্যাটিং নিয়ে কাটাছেঁড়ার সময় থাকে না। তবে ব্যাটিং-উন্নতি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। যখনই সুযোগ মেলে পরিশ্রম করি। শটের সময় হাতের পজিশন নিয়ে কিছুটা পরিবর্তন করেছি। বদলেছি ব্যাটিং অ্যাপ্রোচও। যা আমাকে দিশা দেখাচ্ছে।'

পারথে নীতীশকে খেলাও : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির বাজনা বাজতে শুরু করেছে। আজ পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনও শুরু হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তারপরও ভারতীয় দলের প্রথম একাদশের কম্বিনেশন থেকে শুরু করে নানা বিষয় নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আজ সেই জট কাটাতে আসরে নেমেছেন। এক ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মহারাজ একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয় স্পষ্ট করেছেন। রানের মধ্যে না থাকা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির প্রতি তাঁর আস্থার কথা জানিয়েছেন। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামের সবুজ উইকেটে অলরাউন্ডার হিসেবে এখনও টেস্ট অভিষেক না হওয়া নীতীশ কুমার রেড্ডিকে খেলানোর পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। সৌরভের কথায়, 'পারথ ও ব্রিসবেনের গতি, বাউন্সের সবুজ পিচে দুই স্পিনার খেলানোর কোনও মানেই হয় না। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনা কী, আমার জানা নেই। তবে ওদের উদ্দেশে বলছি, নীতীশকে খেলানোর কথা ভাবা যেতে পারে। ওর বোলিংয়ের পাশে লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং ভারতীয় দলের ভারসাম্য বাড়াবে।'

পারথে নীতীশের টেস্ট অভিষেক হবে কি না, শুক্রবার খেলা শুরু হলেই বোঝা যাবে। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মনের মধ্যে কাঁটা হিসেবে খচখচ করছে কোহলির ফর্ম। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক একেবারেই ছন্দে নেই। অধিনায়ক রোহিত শর্মার অনুপস্থিতির পাশে বিরাটের অফ ফর্ম পারথ টেস্টের আগে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য মাথাব্যথা। দেশের অন্যতম সফল অধিনায়ক সৌরভ অবশ্য কোহলির অভিজ্ঞতা ও স্কিলের উপর আস্থা রাখছেন। বিরাটের পাশে দাঁড়িয়ে সৌরভ আজ বলেছেন, 'বিরাটের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ওর স্কিল ও অভিজ্ঞতা আসন্ন সিরিজে ভারতের কাজে লাগবে। আর হ্যাঁ, কোহলির মতো ব্যাটার বেশিদিন রানের বাইরে থাকবে না। অতীতে অস্ট্রেলিয়ায় অনেক ভালো ইনিংস রয়েছে ওর। এবারও ও রান করবে।' আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার 'এক্স' ফ্যাক্টর হিসেবে ঋষভ পন্থের নাম করেছেন মহারাজ। বলেছেন, 'ঋষভ অতীতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছে। এবারও ভারতীয় দলের সাফল্যের এক্স ফ্যাক্টর ওই।' ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিটনেসের প্রমাণ দিয়ে মহম্মদ সামিও দ্রুত অস্ট্রেলিয়া পৌঁছানোর বড় দাবিদার হয়ে উঠেছেন। সৌরভও মনে করছেন, স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সামিকে প্রয়োজন ভারতীয় দলের।

ভবিষ্যদ্বাণী কোচ জোয়ালার
যশস্বী পরবর্তী কিংবদন্তি

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী কিংবদন্তি?

আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে স্বপ্নের অভিষেকেই যে সম্ভাবনা উসকে দিয়েছেন। বাইশ বছরের তরুণ যশস্বী জয়সওয়ালের ভয়ডরহীন ক্রিকেট আগামী দিনে ক্রিকেট দুনিয়াকে শাসন করবে বলে মনে করেন প্রাক্তনদের অনেকেই। ছাত্রকে নিয়ে সেই গর্বের সুর যশস্বীর কোচ জোয়ালা সিংয়ের কথাতেও। বিশ্বাস, আগামী কয়েক বছরে কিংবদন্তিদের তালিকায় জায়গা করে নেবে।

সিডনি মর্নিং হেরাল্ডকে জোয়ালা বলেছেন, 'আমার ধারণা ৪-৫ বছরের মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী কিংবদন্তি হয়ে উঠবে ও। দেশকে প্রতিনিধিত্ব করাই শুধু এখন লক্ষ্য নয়। যশস্বীর লক্ষ্য পরবর্তী কিংবদন্তি হয়ে ওঠাও।' ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টে ১৭২ রান করেন। ১৪টি টেস্টে সংগ্রহ ১৪০৭ রান। তিনটি তিন অঙ্কের স্কোর, যার দুইটিই আবার দ্বিশতরান।

ভারতীয় ক্রিকেটকে যশস্বী উপহার দেওয়া জোয়ালা পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছেন, 'নেট থেকে বেরিয়ে আসা সেদিনের ছোট্ট ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি কোথায় থাকো? বলেছিল উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছি, এখানে টেন্টে থাকি। বাড়ি ছেড়ে একা! ওর গল্পের সঙ্গে নিজের শুরুর লড়াইয়ের মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম। প্রথমবার মুম্বইয়ে এসে একই অবস্থা হয়েছিল আমার। মনে হয়েছিল, যশস্বীই পারে আমার স্বপ্নপূরণ করতে। ওকে বলেছিলাম, তোমাকে ভারতীয় দলে পৌঁছে দেব।'

রোগা-পাতলা, ফিটনেসে কমজোরি ছেলেটাকেই নিয়ে তারপর থেকে লেগে থাকা। জোয়ালার কথায়, 'ফিটনেস ভালো ছিল না। হাঁটুতেও চোট। কিন্তু ওকে ইন্ডিয়ার প্লেয়ার বানাব, সেই নেশা পেয়ে বসেছিল। যশস্বীও প্রচুর পরিশ্রম করেছে। ফল সবার সামনে।'

যশস্বীকে নিয়ে বড় পূর্বাভাস রবি শাস্ত্রীরও। প্রাক্তন হেডকোচের দাবি, 'এখনই ও ওয়ার্ল্ড ক্লাস ক্রিকেটার। তবে আমার ধারণা, অস্ট্রেলিয়া সফরের পর আরও বেটার প্লেয়ার হিসেবে দেশে ফিরবে যশস্বী। ইংল্যান্ড সিরিজ দেখুন। ওকে শুধু স্বাধীনতা দিতে হবে। ক্রিকেট-আবেগের পাশাপাশি খিদেটা পরিষ্কার। শুধু চোখে নয়, প্রতিফলন ওর পারফরমেন্স, খেলার মধ্যেও।'

শাস্ত্রীর বিশ্বাস, নতুন বলে প্রতিকূল সময় কাটিয়ে দিতে পারলে অস্ট্রেলিয়ার পিচে খেলাটা উপভোগ করবে। শক্তিশালী অজি বোলিং ব্রিগেডের বিরুদ্ধে কঠিন চ্যালেঞ্জে রান পাবে। সাফল্যের গ্রাফ যত ঊর্ধ্বমুখী হবে, আত্মবিশ্বাস বাড়বে। মানসিকভাবে যা যশস্বীকে আরও পরিণত করে তুলবে।

শুরুতেই ইনিংসের রিংটোন সেট করার দায়িত্ব থাকবে যশস্বী জয়সওয়ালের কাঁধে।

ডনের দেশে যাচ্ছেন রিচাও

মুম্বই, ১৯ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়া সফরে আসন্ন তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের জন্য ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল ঘোষণা করা হয়েছে। সেই দলে ফিরেছেন শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ। পরীক্ষার জন্য ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজে খেলেননি এই বঙ্গতনয়া। এবার স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে বড় পরীক্ষার মুখে পড়তে চলেছেন রিচা। ডাক পেয়েছেন আরেক বঙ্গতনয়া তিতাস সাধু। এখনও পর্যন্ত ওডিআই না খেলা এই পেসার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নিজের ওডিআই অভিষেকের অপেক্ষায় থাকবেন।

খারাপ ফর্মের কারণে অবশ্য দল থেকে বাদ পড়েছেন ওপেনার শেফালি ভার্মা। ২০২৩ সালেও ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে বাদ পড়েছিলেন এই ভারতীয় ওপেনার। সেবার স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে ইয়াস্তিকা ভাটিয়াকে ওপেনিং নামানো হয়েছিল। তিন নম্বরে ব্যাট করেছিলেন রিচা। এবারেও অস্ট্রেলিয়া সফরে ওপেনার হিসেবে মান্ধানার সঙ্গী হতে পারেন ইয়াস্তিকা। অভিজ্ঞ প্রিয়া পুনিয়াকে দলে ফেরানো হয়েছে। তিন নম্বরে তিনিও বিকল্প হতে পারেন। এদিকে, প্রায় এক বছর পর প্রত্যাবর্তন হয়েছে হার্লিন দেওলের। ৫ ডিসেম্বর ব্রিসবেনে সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলবেন রিচারা।

ভারতীয় দল : হরমনপ্রীত কাউর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা (সহ অধিনায়ক), প্রিয়া পুনিয়া, জেমিমা রডরিগেজ, হার্লিন দেওল, ইয়াস্তিকা ভাটিয়া, রিচা ঘোষ, তেজল হাসাবনিস, দীপ্তি শর্মা, মিন্নু মণি, প্রিয়া মিশ্র, রাধা যাদব, তিতাস সাধু, অরুন্ধতী রেড্ডি, রেণুকা সিং ঠাকুর ও সাইমা ঠাকোর।

অস্ট্রেলিয়ায় রান পাবেন শুভমান

বিশ্বাস দ্রাবিড়ের

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : প্র্যাকটিস সেশনে আঙুলে চোট।

শুক্রবার শুরু পারথ টেস্ট থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছেন। অ্যাডিলেডে দিনরাতের টেস্টের আগে অবশ্য ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন, বিশ্বাস ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। সেই শুভমান গিলকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী রাহুল দ্রাবিড়। তিন নম্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ পজিশন একদা সামলেছেন দ্রাবিড়, চেতেশ্বর পূজারার মতো তারকারা। তিনের গুরুভার এবার গিলের কাঁধে।

দ্রাবিড়ের বিশ্বাস, দায়িত্ব পালনে সফল হবে শুভমান। কেরিয়ারের শুরুর দিকে ওপেন করলেও বেশি ম্যাচ খেলেছেন তিন নম্বরেই। ১৪টি টেস্টে এই পজিশনে করেছেন ৯২৬ রান। গড় ৪২.০৯। তিনটি করে সেঞ্চুরি আর হাফ সেঞ্চুরি। উঠতি ক্রিকেটারের নিরিখে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। রান পেয়েছেন গত অজি সফরেও। ব্রিসবেনের ঐতিহাসিক ম্যাচে ৯১ রানের ইনিংস খেলেন।

তাঁর বিশ্বাস, গিলের সাফল্য এবারও বজায় থাকবে। ৯১ রানের ইনিংসের কথা টেনে দ্রাবিড় বলেন, 'শুভমান দুর্দান্ত ক্রিকেটার। গতবার

> ভালো শুরু গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে। কে রান পেল, তা বিচার্য নয়।
>
> **রাহুল দ্রাবিড়**

অস্ট্রেলিয়ায় সাফল্যও পেয়েছিল। প্রত্যেকে ব্রিসবেনে ঋষভের ৮৯-এর কথা বলে। ভুল বলে না। তবে পঞ্চম দিনে রিংটোন সেট করে দিয়েছিল শুভমানের ৯১ রানের ইনিংস। দুর্দান্ত প্রতিভা, ক্রিকেটার। বয়স কম। এখনও শিখছে। আমার কিংবা পূজারার সঙ্গে ওর খেলার ধরন আলাদা। কিন্তু ওর প্রতিভা, দক্ষতা প্রশংসনীয়।'

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ভারতকে সফল হতে হলে টপ অর্ডারের রান পাওয়া জরুরি বলে মনে করেন দ্রাবিড়। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বেশ কিছু স্মরণীয় ইনিংসের মালিক বলেছেন, 'ভালো শুরু গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে। কে রান পেল, তা বিচার্য নয়। মূল কথা, ভালো শুরু। যে দায়িত্বটা টপ অর্ডার ব্যাটারদেরই নিতে হবে। প্রথম চারের মধ্যে দুজন বড় রান পেয়ে গেলে আকর্ষণীয় সিরিজ হতে চলেছে। অস্ট্রেলিয়ায় নতুন কোকাবুরা বল, ইনিংসের শুরুর পরিবেশ সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। টপ ফোর এই সময়টা ঠিকঠাক সামলে দিলে লোয়ার অর্ডার ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পেয়ে যাবে।'

দিল্লির বিকল্প ভাবনায় ঈশান

ক্যাপিটালস ত্যাগে অর্থ কারণ নয় : ঋষভ

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কে ইতি।

পার্থ জিন্দালদের রিটেনশনের তালিকায় জায়গা হয়নি অধিনায়ক ঋষভ পন্থের। ফ্র্যাঞ্চাইজি আর ঋষভের যে সিদ্ধান্তের নেপথ্যে অনেকে অর্থকে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর বলে মনে করছেন। অভিযোগ, তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটারের বিশাল অঙ্কের দাবির জন্য সম্পর্কে ইতি। যদিও পারথ টেস্টে ব্যস্ততার মাঝে সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন ঋষভ।

বিতর্কে প্রথমবার মুখ খুলে ঋষভের দাবি, দিল্লি ছাড়ার পিছনে অর্থ কোনও কারণ নয়। সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টে লিখেছেন, 'শুধু বলতে চাই, আমার রিটেনশন সিদ্ধান্তের পিছনে অর্থের কোনও যোগ নেই।' দিল্লি চারজনকে এবার ধরে রেখেছে। তাঁরা হলেন অক্ষর প্যাটেল (১৬.৫ কোটি), কুলদীপ যাদব (১৩.৫ কোটি), দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রিস্টান স্টাবস (১০ কোটি) ও আনক্যাপড বাংলার অভিষেক পোড়েল (৪ কোটি)।

দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রের খবর, ঋষভের বিকল্প হিসেবে ঈশান কিষান টার্গেট পার্থ জিন্দালদের। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবার ছেড়ে দিয়েছে ঝাড়খণ্ডের উইকেটকিপার-ব্যাটারকে। তবে অতীতেও মুম্বই মেগা নিলামে বিরাট-অঙ্কে ঈশানকে দলে ফিরিয়েছে। এবারও সেই সম্ভাবনা থাকছে। সেক্ষেত্রে ঈশানকে নিয়ে ২৪ নভেম্বর শুরু মেগা নিলামের টেবিলে দিল্লি বনাম মুম্বই দ্বৈরথ উত্তাপ ছড়াতে পারে।

সুনীল গাভাসকার যদিও মনে করেন, দিল্লি একটা আরটিএম কার্ড তুলে রেখেছে ঋষভের জন্যই। আলোচনার টেবিলের অর্থ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে মতানৈক্য হয়নি। সেক্ষেত্রে নিলামে ওঠা দর দেখে পদক্ষেপ করবে দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজি। বলেছেন, 'নিলামে হয়তো ঋষভকে ফেরাবে দিল্লি। অনেক ক্ষেত্রে দুই পক্ষের আলোচনায় অর্থ কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। আমার ধারণা, ঋষভের ক্ষেত্রে তেমনই কিছু ঘটেছিল। তবে মন বলছে, দিল্লি ঋষভের জন্য ঝাঁপাবে।'

শুভেচ্ছা
☺ কৌশিক ও রুপা (ভারতনগর): শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় "মাতঙ্গিনী ক্যাটারার", (Veg & N/Veg.), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

গোলে ফিরতে বাড়তি অনুশীলনে দিমি-কামিংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : এখনও পর্যন্ত নিজের সেরা ছন্দে নেই গত দুই মরশুমে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের প্রাণভোমরা দিমিত্রিস পেত্রাতোস। মোহনবাগান গ্যালারির প্রিয় 'দিমি দিমি' আওয়াজও তাই ফিকে। জোকারের মতো মুখ ঢেকে সেলিব্রেশন করার তেমন সুযোগ পাচ্ছেন না গত মরশুমে দলের এক নম্বর গোলদাতাও। জেসন কামিংস খেলার থেকে বেশি ঘুরে বেড়ান, তাঁর খেলায় মন নেই, এইরকম নানাবিধ মন্তব্য তাঁকে ঘিরে। পরিস্থিতি বদলাতে গোটা দল অনুশীলন শেষ করে সাজঘরে ফেরার পরও পেত্রাতোস ও কামিংস গোলে শট মেরে চললেন ধীরাজ সিং মৈরাংথেমকে দাঁড় করিয়ে। বোঝা গেল, ছন্দে ফিরতে মরিয়া তাঁরা। অনুশীলনে প্রচুর গোল করলেন কামিংস। চ্যাম্পিয়নশিপের সময়কার চুলে করা সোনালি-সাদা রং আবার করিয়ে ফিরেছেন দিমি। সম্ভবত সেই চ্যাম্পিয়ন্স লাক ফেরাতে চাইছেন তিনি। ফুটবলাররা অনেকেই তুকতাক মেনে চলেন। অনুশীলন শুরুর আগে অবশ্য সাংবাদিকদের সঙ্গে হাতের পেশির জোর বাড়ানোর ভটেক্স মেশিন নিয়ে খোশগল্প করতে দেখা গেল দিমিকে। তবে যাই করুন না কেন, আদতে যে গোলে ফিরতে মরিয়া তিনি এবং কামিংস, সেটা স্পষ্ট বাড়তি অনুশীলন থেকে।

ঝুলনের নামে স্ট্যান্ড ইডেনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বিশ্বনাথ দত্ত, জগমোহন ডালমিয়া, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর ঝুলন গোস্বামীর নামে ইডেন গার্ডেন্সের গ্যালারিতে স্ট্যান্ড হতে চলেছে। দিনকয়েক আগে সিএবি-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে সদস্যদের সমর্থন মিলেছে। সিএবি-র সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দ্রুত কাজ শুরু হবে। যদিও ইডেনের লিজ নবীকরণ নিয়ে জটিলতা রয়েছে। সমস্যা মিটলেই স্ট্যান্ড তৈরির কাজ শুরু হবে। বছর কয়েক আগে ইডেনের মূল প্রবেশদ্বারের নাম ঝুলনের নামে করার ভাবনা হয়েছিল। যদিও বাস্তবে কিছুই হয়নি। এরমধ্যেই সামনে এসেছে ঝুলনের নামে ইডেনের গ্যালারিতে স্ট্যান্ডের খবর।

আবেগতাড়িত অনুরাগী ফেডেরার

হেরে অবসরে রাফা

মালাগা, ১৯ নভেম্বর : বছর দুয়েক আগের লেভার কাপ। পেশাদার কেরিয়ারের শেষ ম্যাচে রাফায়েল নাদালের সঙ্গী হয়েছিলেন রজার ফেডেরার। কিন্তু সেদিন নাদাল-ফেডেরারের ডাবলস জুটি অখ্যাত জ্যাক সক্স-ফ্রান্সিস টিয়াফোর বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিল। পরাজয়ের হতাশা নিয়ে টেনিস কোর্টকে গুডবাই জানিয়েছিলেন সুইস কিংবদন্তি ফেডেরার।

ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস। ফেডেরারের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, বন্ধু নাদালের শেষটাও রূপকথার হল না। মঙ্গলবার ডেভিস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালের টাইয়ের প্রথম সিঙ্গলসে নেদারল্যান্ডসের বোটিক ভ্যান জ্যান্ডস্কালপসের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে স্ট্রেট সেটে হেরে টেনিসকে আলবিদা জানালেন চলতি শতাব্দীর অন্যতম নক্ষত্র নাদাল। খেলার ফল স্প্যানিশ কিংবদন্তির বিপক্ষে ৪-৬, ৪-৬। অথচ জ্যান্ডস্কালপসের মতো অখ্যাতদের নিজের সেরা সময়ে চোখ বন্ধ করেও হারিয়ে দিতেন নাদাল।

'তুমি আসবে বলে...'। গত কয়েকদিন ধরে ডেভিস কাপের মঞ্চ শুধু নাদালের 'লাস্ট ডান্স'-এর জন্য সেজেছিল। মালাগার মারিয়া মার্টিন কারপেনা এরিয়ার মূল প্রবেশদ্বারে নাদালের বিশাল কাটআউট দিয়ে লেখা হয়েছিল, 'গ্রাসিয়াস রাফা।' যার অর্থ, ধন্যবাদ। ম্যাচ শুরুর আগে কোর্টকেও নাদালের অবয়বে ঢেকে ফেলা হয়েছিল। কিংবদন্তির পরিবারের লোকজনও উপস্থিত ছিলেন গ্যালারিতে। এত আবেগে কী নাদালের ফোকাস নড়ে যায়? তর্ক চলতে পারে। বাস্তব হল, ৩৮ বছরের নাদাল এদিন জ্যান্ডস্কালপসের সামনে দাঁড়াতেই পারলেন না। প্রথম সেটে স্বভাববিরুদ্ধভাবে সার্ভিস খোয়ালেন, ভুল শট খেললেন, ট্রেডমার্ক ড্রপশট-ফোরহ্যান্ড রিটার্ন ম্যাজিক দেখাতে পারল না। ক্লে কোর্টের রাজার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিলেন ভক্তরা। কিন্তু ১-৪ গেমে পিছিয়ে পড়ে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যান নাদাল। পরে কিছুটা ফেরার চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি।

বন্ধু রাফার বিদায়বেলায় আবেগঘন বার্তা লিখেছিলেন নাদালের অনুরাগী ফেডেরার। তিনি লিখেছেন, 'আবেগে ভেসে যাওয়ার আগে কিছু কথা বলতে চাই। তুমি আমাকে যত ম্যাচে হারিয়েছ, আমি তা পারিনি। তোমার মতো কেউ আমাকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলতে পারেনি।' ফেডেক্সের সংযোজন, 'আমি তোমার অনুরাগী ছিলাম। আমরা প্রায় একইসঙ্গে কেরিয়ার শুরু করেছিলাম। শেষও করছি প্রায় একসঙ্গে। তোমার জন্য স্পেন গর্বিত। গর্বিত গোটা টেনিস বিশ্ব। তুমি সব সময় জানবে, তোমার হয়ে চিৎকার করার জন্য আমি আছি। আমি তোমার সব সময়ের ভক্ত।'

পেশাদার কেরিয়ারের শেষ সিঙ্গলস ম্যাচে নিজেকে তাতিয়ে তোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ রাফায়েল নাদাল।

চলতি সপ্তাহে চূড়ান্ত সূচি

আইসিসি-র কড়া বার্তা পাক বোর্ডকে

লাহোর, ১৯ নভেম্বর : হাইব্রিড মডেল মেনে না নিলে বড়সড়ো আর্থিক ক্ষতির জন্য তৈরি থাকতে হবে। ঘুরিয়ে কার্যত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) কড়া বার্তা দিল আইসিসি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে দল পাঠাবে না ভারত। আইসিসিকে নিজেদের অবস্থান ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করে দিয়েছে বিসিসিআই। জট কাটাতে হাইব্রিড মডেলের প্রস্তাব দেওয়া হলেও পিসিবি-র তা মানতে রাজি নয়। সূত্রের খবর, এই ব্যাপারে পিসিবি-কে বোঝাতে পাকিস্তান সফরে রয়েছেন আইসিসি-র একাধিক শীর্ষকর্তা। পাক বোর্ডের সঙ্গে বৈঠকে নরমে-গরমে হাইব্রিড মডেল মেনে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। হাইব্রিড মডেল না মানলে পুরো টুর্নামেন্ট সরানোর কথাও উঠেছে বৈঠকে। সেক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে পিসিবি-কে।

এদিকে, ভারত-পাকিস্তান টানাপোড়েনে আটকে টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশ। আশা করা হচ্ছে, চলতি সপ্তাহেই হয়তো তা প্রকাশ করা হবে। আইসিসির এক আধিকারিকের দাবি, 'পাকিস্তানকে রাজি করানোর (হাইব্রিড মডেল নিয়ে) নিরন্তর প্রয়াস জারি। চাপ বাড়াচ্ছে আইসিসি-ও। আমরা আশাবাদী দুই-একদিনের মধ্যে জট কাটবে এবং চলতি সপ্তাহেই হয়তো চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা করা সম্ভব হবে।'

ইস্টবেঙ্গলকে আশ্বাস দিল ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে অনুপস্থিত। ফেডারেশন সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচের পর রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে এআইএফএফ সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ চেয়ে চিঠি পাঠায় লাল-হলুদ। তার পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার তাদের হায়দরাবাদে ডেকে পাঠানো হয়। এদিন মুখোমুখি সাক্ষাতে রেফারিং নিয়ে নিজেদের অভিযোগ ফেডারেশনকে জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। একইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বিদেশি রেফারি ব্যবহার ও আইএসএলে ভিএআর প্রবর্তনের আবেদন জানানো হয়। ফেডারেশনের তরফে বিদেশি রেফারি ব্যবহারের বিষয়টি নাকচ করে রেফারিংয়ের মানোন্নয়নের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বলা হয়েছে, ভিএআর অর্থ সাপেক্ষ, তাই আইএসএলে ব্যবহারের জন্য আরও কিছুটা সময় লাগবে। তবে যা খবর বছর খানেকের মধ্যেই হয়তো পরীক্ষামূলকভাবে ভিএআরের প্রবর্তন হতে পারে ভারতীয় ফুটবলে।

ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, 'ফেডারেশনের কাছে আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি। সময়সাপেক্ষ হলেও ভিএআর প্রবর্তনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।' একইসঙ্গে ৮ মার্চ আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচটি পিছোনোর ব্যাপারেও ফেডাররেশন এফএসডিএলের সঙ্গে কথা বলবে বলে আশ্বাস মিলেছে বলে জানান লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা।

নেশনস লিগে রুদ্ধশ্বাস

জয় স্পেনের

সান্তাক্রুজ ও স্পিলিত, ১৯ নভেম্বর : নেশনস লিগে গ্রুপের শেষ ম্যাচে আটকে গেল পর্তুগাল। ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে হল রবার্তো মার্টিনেজের দলকে। গ্রুপ থেকে শেষ আটের ছাড়পত্র পেল ক্রোটরাও। অন্যদিকে, নিয়মরক্ষার ম্যাচে সুইৎজারল্যান্ডকে ৩-২ গোলে হারাল স্পেন।

গ্রুপ শীর্ষে থেকে কোয়ার্টারে খেলা নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় এই ম্যাচে যে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে তা আগেই নিশ্চিত করেছিলেন পর্তুগাল কোচ মার্টিনেজ। স্কোয়াডে ছিলেন না দলের আরও দুই তারকা ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ও বার্নার্ডো সিলভাও।

আটকে গেল রোনাল্ডোহীন পর্তুগাল

স্বাভাবিকভাবেই ছন্দ খুঁজে পেতে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় পর্তুগালকে। ৩৩ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের করা গোলে লিড নেয় তারা। উলটোদিকে ম্যাচে ফিরতে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই পালটা চাপ বাড়াতে থাকে ক্রোয়েশিয়া। ৬৫ মিনিটে জসকো ভার্ডিওলের গোলে সমতায় ফেরে তারা। আন্দ্রেজ ক্রামারিচের শট পোস্টে লেগে না ফিরলে আরও আগেই ম্যাচে ফিরতে পারত ক্রোয়েশিয়া। ড্র করার সুবাদে পর্তুগালের পাশাপাশি গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল ক্রোটরাও।

অন্যদিকে, গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে সুইৎজারল্যান্ডকে নাটকীয়ভাবে হারাল স্পেন। ম্যাচের ফল ৩-২। ৯০ মিনিট পর্যন্ত স্কোরলাইন ছিল ২-২। ম্যাচের শুরু থেকে আধিপত্য ছিল স্প্যানিশ আর্মাডার। ৩০ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি পায় লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দল। পেদ্রির নেওয়া শট অবশ্য রুখে দেন সুইস গোলরক্ষক। ফিরতি বলে নিকো উইলিয়ামসের নেওয়া শটও প্রতিহত হয় রক্ষণে। তবে বল তারা পুরোপুরি বিপন্মুক্ত করতে পারেননি। সুযোগ কাজে লাগিয়েই লক্ষ্যভেদ করেন ইয়েরেমি পিনো। ৬৩ মিনিটে সমতা ফেরায় সুইসরা। ৫ মিনিটের ব্যবধানে স্পেনকে ফের এগিয়ে দেন ব্রায়ান গিল। ৮৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দ্বিতীয়বার সমতায় ফেরে সুইৎজারল্যান্ড। এদিকে ম্যাচের সংযুক্তি সময় আরও একবার পেনাল্টি পায় ফুয়েন্তের দল। ব্রায়ান জারাগোজা স্পটকিক থেকে গোল করেই স্পেনের জয় নিশ্চিত করেন।

ক্রোয়েশিয়াকে ১ পয়েন্ট এনে দেওয়া জসকো ভার্ডিওলকে ঘিরে উল্লাস সতীর্থদের। সোমবার রাতে পর্তুগালের বিরুদ্ধে।

স্পেনকে এগিয়ে দিয়ে লাফ ইয়েরেমি পিনোর।

> মনে হল দুইটি আলাদা ম্যাচ খেললাম। প্রথমার্ধে দলের প্রত্যেকে কিছুটা হলেও ক্লান্ত ছিল। যার জন্য পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বিরতির পর আমরা আলাদা এনার্জি নিয়ে নেমেছিলাম। বলের নিয়ন্ত্রণ বেশি ছিল আমাদের। অনেকবেশি সুযোগ তৈরি করেছি। বিপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করেই গোলটা এসেছে। -জসকো ভার্ডিওল

জোসেফকে খেলানোর চেষ্টা মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : সামনেই বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচ। তার আগে দলের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার জোসেফ আদজেইকে ফিট করার চেষ্টা করছে মহমেডান। যদিও এই আফ্রিকান ডিফেন্ডার জানিয়েছেন, বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে তিনি খেলবেন কি না তা নিশ্চিত নয়। মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মহমেডান প্র্যাকটিসে রিহ্যাব করে গেলেন জোসেফ। পরে তিনি বলেছেন, 'আমি জানি না, বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলতে পারব কি না। দেখা যাক।' তবে টিম ম্যানেজমেন্ট আদজেইকে সুনীল ছেত্রীদের বিরুদ্ধে খেলানোর মরিয়া চেষ্টা করছে।

প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু

এদিন মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি আরেক বিদেশি কার্লোস ফ্র্যাঙ্কা। তাঁর পায়ে ফোসকা পড়ায় এদিন কেবল মোজা পরে বেশিরভাগ সময় সাইডলাইনে ফিজিকাল ট্রেনিং করলেন। শেষদিকে বেশ কয়েকবার সাবলীলভাবে শট নিতেও দেখা গেল। অনুশীলন শেষে তিনি বলেছেন, 'পায়ে ফোসকা পড়েছে। তবে তেমন গুরুতর বিষয় নয়। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলতে পারব।' মঙ্গলবার অনুশীলনে ডিফেন্ডারদের নিয়ে আলাদা অনুশীলন করান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। পাশাপাশি আক্রমণভাগের ফুটবলারদের দিকেও বাড়তি নজর দিয়েছিলেন তিনি। এদিকে, বুধবার ও বৃহস্পতিবার দুইটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে মহমেডান। প্রথম ম্যাচটি নিজেদের রিজার্ভ দলের বিরুদ্ধে খেলবে। পরের ম্যাচটির জন্য প্রতিপক্ষ এখনও ঠিক হয়নি। শুক্রবার অনুশীলন বন্ধ থাকবে মহমেডানের। শনিবার থেকে বেঙ্গালুরু ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করবেন চেরনিশভ।

CAREER OPPORTUNITY
WALK-IN-INTERVIEW
TECHNO INDIA SILIGURI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ENGINEER (Project)
Required : B. Tech/Diploma in CIVIL Engineering with sound technical knowledge. Preference will be given to the experienced candidates. Work place MALDA and TAKDAH, Dist: Darjeeling
Date of Interview : 25/11/2024
Time of Interview : 11.30 am onwards
Venue of Interview : SIT Campus
For appearing in Interview carry all the original academic/experience credentials & updated CV.
Helpline: 9002825360

সুদীপদের সাফল্যের মন্ত্র দিলেন ঋদ্ধিমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : সর্বভারতীয় টি২০ প্রতিযোগিতা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির লক্ষ্যে বুধবার সকালের বিমানে কলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে রাজকোট উড়ে যাচ্ছে বাংলা দল। তার আগে আজ সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে সুদীপ ঘরামির নেতৃত্বাধীন বাংলা দলকে উৎসাহ ও সাফল্যের মন্ত্র দিয়ে গেলেন ঋদ্ধিমান সাহা ও অনুষ্টুপ মজুমদার। তাঁরা সকালে বাংলা দলের অনুশীলনে হাজির হয়ে সুদীপদের সঙ্গে দীর্ঘসময় কাটালেন। চমকপ্রদভাবে ঋদ্ধিমান সতীর্থদের অনুশীলনও করালেন আজ।

আজ রাজকোট যাচ্ছে বাংলা

ঋদ্ধিমান, অনুষ্টুপদের কেউই মুস্তাক আলির বাংলা দলে নেই। কিন্তু তারপরও তাঁরা সকালের অনুশীলনে হাজির হয়েছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার আহ্বানে। সকালে ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনের পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'রনজি ট্রফির গ্রুপ পর্বের এখনও দুইটি ম্যাচ বাকি রয়েছে আমাদের। তার মাঝেই শুরু হতে চলেছে মুস্তাক আলি। যেখানে অতীতে বহু ম্যাচ খেলেছে ঋদ্ধি-অনুষ্টুপরা। তাই ওদের আমরা অনুরোধ করেছিলাম বাংলা দলকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য।' রনজিতে বাংলার অধিনায়ক অনুষ্টুপ নিজে হাতেকলমে অনুশীলন করাননি তাঁর সতীর্থদের। কিন্তু ঋদ্ধি করিয়েছেন। তিনি মূলত বাংলার উইকেটকিপার ব্যাটারদের নিয়ে দীর্ঘসময় অনুশীলন চালান। বাংলার অনুশীলনের মাঝে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিসও হাজির হয়েছিলেন। তিনিও বাংলার ক্রিকেটারদের উৎসাহ দেন। জানা গিয়েছে, আগামীকাল সন্ধ্যায় টিম বাংলা রাজকোটে পৌঁছে যাচ্ছে। সম্ভবত বুধবার রাতেই বেঙ্গালুরু থেকে রাজকোটে পৌঁছে যাবেন মহম্মদ সামিও। পরশু থেকে সামিরও রাজকোটের মাঠে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন করার কথা।

সাকির হাবিব গান্ধিকে কিপিংয়ের পরামর্শ ঋদ্ধিমানের।

জাপানকে হারিয়ে ফাইনালে ভারত

রাজগির, ১৯ নভেম্বর : এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে উঠল ভারতীয় মহিলা হকি দল। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারাল জাপানকে। ভারতের হয়ে গোল করেন নভনীত কাউর ও লালরেমসিয়ামি। এদিন ম্যাচের প্রথম তিনটি কোয়ার্টারে কোনও গোল হয়নি। শেষ কোয়ার্টারে ৪৮ মিনিটে ভারতকে এগিয়ে দেন নভনীত। ৫৬ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লালরেমসিয়ামি। এদিন জাপানের গোলরক্ষক ইউয়ু কুডো বেশ কয়েকটি নিশ্চিত গোল না বাঁচালে আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারতেন নভনীতরা। বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারত মুখোমুখি হবে চিনের। এদিন অপর সেমিফাইনালে চিন ৩-১ গোলে মালয়েশিয়াকে হারিয়েছে।

প্রকাশিত হল
ড. পি সি দাস রচিত
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
LATEST REVISED EDITION
Applied English Grammar and Composition
with Additional Chapter Correction of Errors
ISBN: 978 93 92328 08 4
₹500

BEGINNERS' Applied English Grammar & Composition with Elementary Spoken English
ISBN: 978 81 94734 72 7
₹400

নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য
BRIGHTER English Grammar and Composition [ANGLO-BENGALI]
ISBN: 978 93 92328 63 3
₹360

প্রাপ্তিস্থান
কথা ও কাহিনী® প্রকাশনী প্রা. লি.
১৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
৯৩, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭
KOKP

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন থানে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, থানে - এর একজন বাসিন্দা যশবন্ত পণ্ডিত কাকাদে - কে 13.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 62E 54568 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি সাধারণ মানুষকে কোটিপতি হওয়ার জন্য বৃহত্তর একটি সুযোগ এনে দিয়েছে স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে। আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছি এবং এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জিতেছি। আমি আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা ডিয়ার লটারিকে জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

গুরপ্রীতের পাশে কোচ মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে জয় না পেলেও খুশি জাতীয় দলের হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। এবং এই ম্যাচে তাঁর দল যা খেলেছে তার উপর ভিত্তি করেই এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি।

ফিফা ক্রমতালিকায় আট ধাপ পিছনে মালয়েশিয়া। তা সত্ত্বেও নিজেদের ঘরের মাঠে আগে গোল হজম করে শোধ করেন রাহুল ভেকেরা। আর তাতেই ম্যাচ ড্র রাখা সম্ভব মানোলোর দলের। মালয়েশিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে গোল পেয়ে যায় গুরপ্রীত সিং সান্ধুর বিশ্রি ভুলে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য নিজের দলের এক নম্বর গোলরক্ষকের পাশে দাঁড়িয়ে স্প্যানিশ কোচের মন্তব্য, 'গোলরক্ষকদের এরকম গোল খেতে আমি প্রতি সপ্তাহে আইএসএলে দেখি। গুরপ্রীত ওর ফুটবলার জীবনে এতকিছু করেছে যে ওর আর নতুন করে কারও কাছে কিছু প্রমাণ করতে হবে না।' নিজের দলের পারফরমেন্স নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'মরিশাস ও সিরিয়ার বিরুদ্ধে আমরা যা খেলেছিলাম, তার থেকে অনেক ভালো খেলেছি মালয়েশিয়ার বিপক্ষে। জানি অনেকদিন আমরা কোনও ম্যাচ জিতিনি। তবে আমি নিশ্চিত ২০২৭ সালের এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব।' ম্যাচ না জেতার কারণ গোলের সামনে আক্রমণভাগের ব্যর্থতা। এই ম্যাচে কেন ফর্মে ফেরা মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসোকে বসিয়ে রেখে ফারুখ চৌধুরী ও ইরফান ইয়াদওয়াদকে নামানো হল, তার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কোচের কাছে নেই। তিনি বলেছেন, 'রক্ষণ খুব ভালো খেলেছে। এটা অবশ্যই ইতিবাচক দিক। শেষদিকে ওদের একটা শট পোস্টে লাগা ছাড়া সেভাবে কোনও সুযোগ তৈরি করতে দিইনি ওদের। তবে আক্রমণে আমাদের গতি কম ছিল। যদিও প্রতিপক্ষকে চাপে রাখা গেছে। কিন্তু আমরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি।'

ভারতের গোলটা নিখুঁত সেটপিসের নিদর্শন। সেটার উল্লেখ করে মানোলো বলেছেন, 'আমাদের গোলটা খুবই ভালো হয়েছে। ব্র্যান্ডনের (ফার্নান্ডেজ) নিখুঁত কর্নারের সঙ্গে রাহুলও ভালো হেড করে। অর্থাৎ সেটপিসের সময়ে সবাই নিজের কাজটা যথাযথ করেছে। ম্যাচ থেকে এরকম অনেক ইতিবাচক দিক পাওয়া গেছে। এবং ফুটবলারদের উন্নতির চেষ্টা আমাদের ভালো লেগেছে।' এদিনই সব ফুটবলার শিবির ছেড়ে যে যার নিজের দলের উদ্দেশে রওনা দেন। আগামী চার মাস আর নিজের অধীনে তাঁদের পাবেন না মানোলো। পরবর্তী ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডো বলতে সেই মার্চে এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্ব। এই চার মাসের মধ্যে কারা ভালো খেলছে সেদিকে তাঁর নজর থাকবে বলে ইঙ্গিত দিলেন তিনি।

মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে জঘন্য গোল হজমের পর গুরপ্রীত সিং সান্ধু। হায়দরাবাদে।